গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলির সংকলন

(২০১০–২০১৫)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলির সংকলন

(২০১০–২০১৫)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রকাশকাল

ভাদ্র ১৪২৩

আগস্ট ২০১৬

© মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ শাখা কর্তৃক প্রকাশিত।

মুখবন্ধ

রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের অধীন শীর্ষ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি নীতি নির্ধারণ এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বিভাগের সামগ্রিক কার্যাবলি Rules of Business 1996 (Revised up to December 2014)-এর Schedule I (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions)-এ বর্ণিত আছে।

০২। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পালনের নিমিত্ত এ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন, বিধি, পরিপত্র, অফিস আদেশ, অনুশাসন ও সরকারি আদেশ নির্দেশসমূহ এ বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য অনুসরণীয়। এ বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারি অফিসগুলোতে প্রয়োজনের সময় যাতে তাৎক্ষণিক এসব নির্দেশাবলি পর্যালোচনা করা সম্ভব হয় সেজন্য জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে এ বিভাগ হতে জারিকৃত সকল সরকারি নির্দেশাবলি সমন্বিত করে এ সংকলনটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে অক্টোবর ২০০৫ ও ডিসেম্বর ২০১০ সময়েও অনুরূপ নির্দেশাবলির সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল।

০৩। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)-উদ্ভাবনী ব্যবস্থার প্রয়োগ প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে জনমুখি প্রশাসনের ভূমিকা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হচ্ছে। তাই সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন জনগণ। সরকারি অফিসের পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর মর্ম অনুসারে সেবা প্রত্যাশীরাও এ সংকলন হতে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। প্রশাসনিক কার্যব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এ সংকলনটি অবদান রাখবে। সর্বোপরি সরকারের যাবতীয় নীতির আলোকে সুষ্ঠু ও গতিশীল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এ সংকলনটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি।

০৪। এ সংকলনের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি, মুদ্রণপ্রমাদ পরিলক্ষিত হলে এবং তা এ বিভাগকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা নিরসনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংকলনটি প্রকাশে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বিজি প্রেস সংকলনটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারী এবং বিজি প্রেসের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। নতুন এ সংকলনটি সকলের জন্য কার্যসহায়ক হবে-এটাই প্রত্যাশা।

২৩.০৮.২০১৬

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচি

প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সাধারণ শাখা সম্পর্কিত	
১.	জাতীয় পর্যায়ের উৎসব/এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দিবস উদযাপন/পালন উপলক্ষে সরকার কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত।	৩
২.	জাতীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত।	৫
৩.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন।	৬
৪.	এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' পালন এবং দিবসটিকে 'গ' শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।	৯
৫.	জুন মাসের ০৯ তারিখে 'বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস' পালন এবং দিবসটিকে 'গ' শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।	১০
৬.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদের নাম যথাযথভাবে লিখন।	১১
৭.	প্রতি বৎসর ২৬ জুন তারিখে উদ্‌যাপিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসটিকে 'গ' শ্রেণি হতে 'খ' শ্রেণিতে উন্নীতকরণ সংক্রান্ত।	১২
৮.	জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস প্রতিবৎসর 'মার্চ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার-এর পরিবর্তে '১০ মার্চ নির্ধারণ সংক্রান্ত।	১৩
৯.	প্রতিবৎসর ২৮ এপ্রিল 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালন এবং দিবসটিকে 'গ' শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।	১৪
	সংস্থাপন অধিশাখা সম্পর্কিত	
১০.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ইনোভেশন পুনর্গঠন।	১৭
১১.	জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক তাঁদের জন্য নির্ধারিত স্থানে আসন গ্রহণ।	১৯
১২.	বিষয়ভিত্তিক দল (Thematic Group)গঠন	২০
	প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা সম্পর্কিত	
১৩.	জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত।	২৫
	পরিকল্পনা ও বাজেট শাখা সম্পর্কিত	
১৪.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ সংক্রান্ত	২৯
১৫.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি সংক্রান্ত অফিস আদেশ	৩১

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	বিধি শাখা সম্পর্কিত	
	Rules of Business, 1996 সংশোধন	
১৬.	Rules of Business, 1996 সংশোধন সংক্রান্ত	৩৫
	Allocation of Business সংশোধন	
১৭.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	৩৬
১৮.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় একীভূতকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	৩৭
১৯.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন ও এর কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	৩৮
২০.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	৩৯
২১.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	৪১
২২.	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত	৪৩
২৩.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত	৪৪
২৪.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	৪৫
২৫.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	৪৯
২৬.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	৫০
২৭.	National Anthem Rules, 1978 সংশোধন সংক্রান্ত	৫১
২৮.	বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত	৫২
২৯.	রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন সংক্রান্ত	৫৫
৩০.	বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	৫৬
৩১.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত	৫৯
৩২.	সউদি আরবের মহামান্য বাদশাহ্, বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু, বাদশাহ্ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ আল-সউদের ইন্তেকালে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন।	৬২
৩৩.	প্রাইভেটাইজেশন কমিশন ও বিনিয়োগ বোর্ড একীভূতকরণের প্রস্তাব প্রণয়ন কমিটি গঠন সংক্রান্ত।	৬৩
৩৪.	দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী মহান নেতা ও বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু নেলসন ম্যান্ডেলার মৃত্যুতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন।	৬৪
৩৫.	ঢাকার উপকণ্ঠে আশুলিয়ায় একটি তৈরি পোশাক কারখানায় সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ১১২ জন কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন একই দিনে চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট এলাকায় নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের গার্ডার ভেঙ্গে ১৪ জন নিহত হয়েছেন নিহতদের মৃত্যুতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন।	৬৫
	পরিপত্র	
৩৬.	মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁর পর্যায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয়সমূহ প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন।	৬৬
৩৭.	বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এয়ারকুলার সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ব্যবহার এবং আবহাওয়া অনুযায়ী পোশাক পরিধান সংক্রান্ত।	৬৭

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৮.	কর্মকর্তাদের অফিসে পরিধেয় পোশাক সংক্রান্ত।	৬৮
৩৯.	জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংক্রান্ত।	৬৯
	নির্দেশাবলি	
৪০.	মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে বিদেশে গমন ও প্রত্যাগমনের সময় বিমানবন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরে সফরকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।	৭০
৪১.	মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।	৭৩
	সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার অধিশাখা সম্পর্কিত	
৪২.	প্রজ্ঞাপন (The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973-এর ১৪ এবং ১৬ ধারা সংক্রান্ত)	৭৭
	মন্ত্রিসেবা শাখা সম্পর্কিত	
৪৩.	The Ministers, Ministers of State and Deputy Minister (Remuneration and Privileges) Act, 1973 অনুসরণ সংক্রান্ত।	৮১
	আইন শাখা সম্পর্কিত	
৪৪.	পরিপত্র (বিজ্ঞ আদালতের রায়/আদেশ/নির্দেশনা যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন ও এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ)।	৮৫
৪৫.	সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় লিখিত জবাব (affidavit in opposition) প্রদান সম্পর্কে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ	৮৬
৪৬.	পরিপত্র (মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইনের আলোকে মোবাইল কোর্ট পরিচালানা)	৮৮

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় অধিশাখা সম্পর্কিত	
৪৭.	সরকারি কাজে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ।	৯১
	মন্ত্রিসভা-বৈঠক অধিশাখা সম্পর্কিত	
৪৮.	মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রেরিত খসড়া আইন ও নীতিমালায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা, দপ্তর ও পদের সঠিক নাম এবং এ সকল আইন ও নীতিমালার খসড়া পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নাম ও পদবি পরিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধকরণ সংক্রান্ত।	৯৫
৪৯.	মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপের সঙ্গে ‘প্রেস ব্রিফ’ প্রেরণ।	৯৬
৫০.	মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণ, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অংশগ্রহণ এবং মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি।	৯৭

কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	কমিটি বিষয়ক শাখা সম্পর্কিত	
৫১.	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ	১০৭
৫২.	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ পুনর্গঠন	১০৮
৫৩.	অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কার্যপরিধি পরিমার্জনপূর্বক প্রতিস্থাপন	১১৫
৫৪.	আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক-কে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত	১১৬
৫৫.	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ গঠন	১১৭
৫৬.	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)	১২৮
৫৭.	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)	১৩০
৫৮.	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন পুনর্গঠন	১৩২
৫৯.	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠন	১৩৩
৬০.	জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল	১৩৪
৬১.	জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল	১৩৫
৬২.	জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদে (NCWCD)	১৩৭
৬৩.	জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)	১৩৮
৬৪.	জাতীয় পর্যটন পরিষদ	১৪২
৬৫.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST)	১৪৪
৬৬.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST)	১৪৭
৬৭.	জাতীয় পরিবেশ কমিটি	১৪৯
৬৮.	জাতীয় পরিবেশ কমিটির নির্বাহী কমিটি	১৫১
৬৯.	ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স	১৫৩
৭০.	ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স-এর নির্বাহী কমিটি	১৫৫
৭১.	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এন সি আই ডি)	১৫৭
৭২.	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (NCID) নির্বাহী কমিটি	১৫৯
৭৩.	দেশে সুষ্ঠু শিল্পায়নে সহায়তা প্রদানের সার্বিক দিক-নির্দেশনা কমিটি	১৬১
৭৪.	‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ বাস্তবায়নে দিক্-নির্দেশনা প্রদান এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য ‘জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ’ গঠন	১৬৩
৭৫.	জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি	১৬৬
৭৬.	‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ বাস্তবায়নে দিক্-নির্দেশনা প্রদান এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদকে সহায়তা প্রদানের জন্য নির্বাহী কমিটি গঠন	১৬৭
৭৭.	জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল এবং জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি	১৬৯

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৮.	জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল, জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি	১৭০
৭৯.	National Advisory Council (NAC)	১৭৭
৮০.	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি	১৭৯
৮১.	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং এর নির্বাহী কমিটি	১৮০
৮২.	ন্যাশনাল কমিটি ফর ইন্টেলিজেন্স কো-অর্ডিনেশন (এনসিআইসি)	১৮৪
৮৩.	রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোয়েন্দা কার্যক্রম সমন্বয়, সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য সমন্বয় কমিটি গঠন	১৮৫
৮৪.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং-এর জন্য জাতীয় কমিটি গঠন	১৮৭
৮৫.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে তদারকি, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও কারিগরি বিষয়াদি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য কারিগরি কমিটি গঠন	১৮৯
৮৬.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত ওয়ার্কিং-গ্রুপ গঠন	১৯১
৮৭.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ওয়ার্কিং-গ্রুপকে সহায়তা করার নিমিত্ত আটটি সাব-গ্রুপ গঠন	১৯৩
৮৮.	সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি	২০০
৮৯.	পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২০২
৯০.	পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং এ সেক্টরের বিদ্যমান সমস্যাদি দূরীকরণে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২০৩
৯১.	বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে টাস্ক ফোর্স গঠন	২০৫
৯২.	বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২০৮
৯৩.	সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২০৯
৯৪.	সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২১০
৯৫.	প্রকল্প শেষ হওয়ার পূর্বে অথবা প্রকল্পে তিন বছর কর্মকাল শেষ হবার পূর্বে প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণের বদলি	২১১
৯৬.	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফ পি এম সি)	২১২
৯৭.	বিদেশে অবস্থানরত আসামী (বাংলাদেশের নাগরিক) দেরকে বিচারার্থে ও দন্ডদানার্থে বাংলাদেশে আনয়নের বিষয় পর্যালোচনা ও এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত টাস্কফোর্স গঠন	২১৩
৯৮.	সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে গৃহীতব্য কার্যক্রম যথাদ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটি	২১৪
৯৯.	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) আরও বিশদভাবে পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের দায়িত্বপালনকারী মন্ত্রিসভা কমিটি	২১৫
১০০.	বাংলাদেশ সরকার রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) আরও বিশদভাবে পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের দায়িত্বপালনকারী মন্ত্রিসভা কমিটি	২১৬

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১০১.	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) আরও বিশদভাবে পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২১৭
১০২.	জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র (Bangladesh National Conservation Strategy)-এর খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটি	২১৮
১০৩.	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি'	২১৯
১০৪.	দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ও তালিকা কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং-এর জন্য নিম্নরূপভাবে 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন	২২০
১০৫.	নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২২২
১০৬.	জেলা সদরে কোর ভবন এলাকায় নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন	২২৪
১০৭.	কোর ভবন এলাকায় কোর ভবন বহির্ভূত অন্যান্য সরকারি দপ্তরের জন্য স্থাপনা নির্মাণের প্রস্তাবনার বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রদানের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স কমিটি পুনর্গঠন	২২৫
১০৮.	আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি	২২৭
১০৯.	ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন	২২৮
১১০.	সরকারের শূন্য পদ পূরণ, আবশ্যকীয় নূতন পদ সৃজন ও এই সকল পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিবার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন এবং এইগুলি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিটি	২৩০
১১১.	সরকারের শূন্য পদ পূরণ	২৩১
১১২.	'বাংলাদেশ কোস্টগার্ড আইন, ২০১৪'-এর খসড়া পর্যালোচনা	২৩২
১১৩.	দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদারকরণ এবং এই কার্যক্রম অধিকতর সমন্বয়ের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স	২৩৩
১১৪.	দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদার এবং এ কার্যক্রম অধিকতর সমন্বয়	২৩৪
১১৫.	দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদার এবং এ কার্যক্রম অধিকতর সমন্বয়ের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স গঠন	২৩৫
১১৬.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (NSDC) সচিবালয়ের সাংগঠনিক মর্যাদা নির্ধারণ	২৩৬
১১৭.	সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি	২৩৭
১১৮.	সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি	২৩৯
১১৯.	'কাস্টম্স আইন, ২০১৪'-এর খসড়া পর্যালোচনাপূর্বক খসড়াটি চূড়ান্ত করিবার নিমিত্ত কমিটি গঠন	২৪১
১২০.	'স্বাধীনতা স্তম্ভ', 'স্বাধীনতা জাদুঘর' ও 'শিখা চিরন্তন' এবং ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকার নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বিধানকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি	২৪২
১২১.	উন্নয়ন প্রকল্পে প্রতিস্থাপক পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি পুনর্গঠন	২৪৪
১২২.	আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি	২৪৫
১২৩.	আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি	২৪৬

জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অধিশাখা সম্পর্কিত	
১২৪.	মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।	২৪৯
	মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা সম্পর্কিত	
১২৫.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পদে নিয়োগের জন্য কর্মকর্তা বাছাইয়ের লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালা চাকুরির অভিজ্ঞতার সময় শিথিলকরণ প্রসংগে।	২৫৩
১২৬.	জেলা প্রশাসকগণের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সংক্রান্ত সংশোধিত প্রমাপ।	২৫৪
১২৭.	বিভাগীয় কমিশনারগণের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সংক্রান্ত সংশোধিত প্রমাপ।	২৫৫
১২৮.	ষ্ট্যাম্প সংকট নিরসন কল্পে দেশের সর্বত্র চাহিদা অনুযায়ী ষ্ট্যাম্প সরবরাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ণ সংক্রান্ত।	২৫৬
১২৯.	জেলা প্রশাসকগণের ভ্রমণ বিবরণীর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ সংক্রান্ত ।	২৫৭
১৩০.	পরিদর্শন/দর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।	২৫৮
১৩১.	অর্জিত ছুটি (বহিঃবাংলাদেশ) মঞ্জুরের বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ সংক্রান্ত।	২৫৯
১৩২.	মাঠ প্রশাসনে কর্মরত বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের কর্মস্থল ত্যাগ সংক্রান্ত।	২৬০
১৩৩.	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক জেলা/উপজেলায় রাত্রিযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।	২৬১
১৩৪.	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগে পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে সঠিক পদবি ব্যবহার সংক্রান্ত ।	২৬২
	মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা সম্পর্কিত	
১৩৫.	সরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইলের ব্যবহার সংক্রান্ত।	২৬৫
১৩৬.	অফিস ভবনে 'ধুমপানমুক্ত' সতর্কতামূলক নোটিস প্রদর্শন সংক্রান্ত।	২৬৬
১৩৭.	২৫ বছরের অধিক পুরানো 'ক' শ্রেণির রেকর্ডপত্র আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে প্রেরণ সংক্রান্ত।	২৬৭
১৩৮.	আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে কোর কমিটি গঠন সংক্রান্ত।	২৬৮
১৩৯.	সরকারি দপ্তরে গণশুনানি সংক্রান্ত	২৭০
১৪০.	আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত (জেলা কোর কমিটি)	২৭২
১৪১.	মহানগর, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে 'সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি গঠন সংক্রান্ত।	২৭৩
১৪২.	মহাসড়ক-সংলগ্ন বাজারসমূহ নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তর এবং মহাসড়কের পার্শ্বে বাজার স্থাপন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন সংক্রান্ত।	২৭৪
১৪৩.	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ পরিকল্পিতভাবে মহাসড়কগুলি সংরক্ষণের লক্ষ্যে কমিটি গঠন সংক্রান্ত	২৭৫
১৪৪.	দুর্গম উপজেলার তালিকা হালনাগাদকরণের জন্য কমিটি গঠন সংক্রান্ত।	২৭৭
১৪৫.	সারাদেশে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের নির্ভুল ও সমন্বিত পরিসংখ্যান প্রণয়নের জন্য জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন সংক্রান্ত।	২৭৮

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪৬.	জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ সংক্রান্ত।	২৮২
১৪৭.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ।	২৮৩
১৪৮.	সংশোধিত ছক মোতাবেক পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (FCR) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।	২৮৪
১৪৯.	যৌথ সীমান্ত সম্মেলন পদ্ধতি প্রবর্তন সংক্রান্ত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন সংক্রান্ত।	২৮৯
১৫০.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য বিভাগের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমৃদ্ধ বিশ্লেষণধর্মী, কার্যকর, আকর্ষণীয় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্যবহুল পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (FCR) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ সংক্রান্ত।	২৯০
১৫১.	বিভাগভিত্তিক সংঘটিত অপরাধের মধ্যে মালামাল উদ্ধার সম্বলিত তথ্য প্রেরণ	২৯২
১৫২.	মোবাইল ফোন ব্যবহার সংক্রান্ত।	২৯৩
১৫৩.	বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসের কর্মসূচিতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি সংক্রান্ত।	২৯৪
১৫৪.	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণকে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত।	২৯৫
১৫৫.	উপজেলা পর্যায়ে উদ্‌যাপিত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান/উৎসব উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সালাম গ্রহণ সংক্রান্ত।	২৯৬
	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা সম্পর্কিত	
১৫৬.	"পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" এবং "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩"-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত।	২৯৯
১৫৭.	ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় চলমান মামলার বিবরণী।	৩০০
১৫৮.	আদালত পরিদর্শনের প্রমাপ সংক্রান্ত।	৩০১
১৫৯.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা প্রসঙ্গে।	৩০২
১৬০.	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংশোধিত প্রমাপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।	৩০৩
১৬১.	মাসিক ভিত্তিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রতিবেদন প্রেরণ করা।	৩০৫
১৬২.	মোবাইল কোর্টের আওতায় দায়েরকৃত আপিল মামলা সংক্রান্ত।	৩০৬
১৬৩.	চোরাচালানের মাধ্যমে ভেজাল সারের অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।	৩০৭
১৬৪.	মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মচারীদের বদলি সংক্রান্ত।	৩০৮
১৬৫.	বিভিন্ন খাতের আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান সংক্রান্ত।	৩০৯
১৬৬.	The Code of Criminal Procedure, 1898 এবং মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর আওতাধীন মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ সংক্রান্ত।	৩১০

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা সম্পর্কিত	
১৬৭.	প্রজ্ঞাপন (জনাব মোঃ বদিউজ্জামান এবং জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিনকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগ)	৩১৩
১৬৮.	প্রজ্ঞাপন (জনাব ইকবাল মাহমুদ এবং জনাব এ, এফ, এম, আমিনুল ইসলামকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগ)	৩১৪
১৬৯.	প্রজ্ঞাপন (দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও একজন কমিশনারের পদ শীঘ্রই শূন্য হবে বিধায় তদস্থলে দু'জন কমিশনার নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের কমিটি গঠন)	৩১৫
১৭০.	প্রজ্ঞাপন (দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমানের দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ অর্থাৎ ২৪-০৬-২০০৯ তারিখ হতে তাঁর কর্মকাল (tenure) গণনা)	৩১৬
১৭১.	প্রজ্ঞাপন (ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার পদে নিয়োগ)	৩১৭
১৭২.	প্রজ্ঞাপন (জনাব মোঃ বদিউজ্জামান, কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন-কে কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ)	৩১৮
১৭৩.	প্রজ্ঞাপন (দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ শীঘ্রই শূন্য হবে বিধায় তদস্থলে ১(এক) জন কমিশনার নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠন)	৩১৯
১৭৪.	প্রজ্ঞাপন (কমিশনার জনাব মোঃ বদিউজ্জামান সাময়িকভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন)	৩২০

সংস্কার অনুবিভাগ

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার শাখা সম্পর্কিত	
১৭৫.	জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ	৩২৩
১৭৬.	জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদকে সহায়তা প্রদানের জন্য নির্বাহী কমিটি গঠন	৩২৬
১৭৭.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটি গঠন	৩২৭
১৭৮.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে ভূমি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উপকমিটি গঠন	৩২৯
১৭৯.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে উপকমিটি গঠন	৩৩০
১৮০.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে উপকমিটি গঠন	৩৩১
১৮১.	তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ পুনর্গঠন	৩৩২
১৮২.	তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন	৩৩৩
১৮৩.	জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় উপদেষ্টা কমিটি গঠন	৩৩৪
১৮৪.	ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন	৩৩৫
১৮৫.	'ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি'র প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে উপকমিটি গঠন	৩৩৭

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬.	‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’	৩৩৮
১৮৭.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ০৩ মে ২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১/১১১ নম্বর স্মারকে জারিকৃত রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টি, উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে পদ স্থানান্তর, পদ সংরক্ষণ, পদ স্থায়িকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নীতি ও পদ্ধতি সংক্রান্ত আদেশটির সংশোধনী	৩৮৭
	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা সম্পর্কিত	
১৮৮.	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন।	৩৯১
১৮৯.	সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোর কমিটি গঠন।	৩৯৪
১৯০.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কমিটি গঠন	৩৯৬
১৯১.	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-এর আওতায় কারিগরি কমিটি গঠন	৩৯৭
১৯২.	‘সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি’র আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের ‘বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি’ সম্পাদন।	৩৯৯
	সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা শাখা সম্পর্কিত	
১৯৩.	সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৪০৫
১৯৪.	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী সংক্রান্ত ‘কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি’	৪০৬
১৯৫.	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ও তালিকা কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং-এর জন্য ‘কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি’ গঠন	৪০৭
১৯৬.	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ও তালিকা উপজেলাভিত্তিক মনিটরিং এর জন্য ‘উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি’ গঠন	৪০৯
১৯৭.	‘উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি’ তে সদস্য অন্তর্ভুক্ত	৪১০
১৯৮.	‘জেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি পরিবীক্ষণ কমিটি’ গঠন	৪১১
১৯৯.	সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি	৪১৩
২০০.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধস্তন দপ্তরসমূহ কর্তৃক অভিন্নভাবে নাগরিকের সাধারণ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তথ্যসমূহকে পারস্পরিক প্রয়োজনে ব্যবহার-উপযোগী করার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজতর ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে নাগরিকের মৌলিক উপাত্ত কাঠামো (Citizen Core Data Structure, CCDS) অনুসরণ	৪১৫
	ই-গভনের্ন্স শাখা সম্পর্কিত	
২০১.	কম্পিউটারে ইউনিকোড ফন্ট ব্যবহার করা	৪১৯
২০২.	জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকসেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে ইনোভেশন টিম গঠন	৪২০
২০৩.	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫	৪২২
২০৪.	ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো যথাযথভাবে তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং এই কাঠামোর আওতায় ভূমি জরিপ, রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য কমিটি গঠন	৪২৯
২০৫.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক কমপক্ষে একটি করে সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ ও একটি করে অনলাইন সেবা চালুকরণ কমিটি গঠন	৪৩১

সমন্বয় অনুবিভাগ

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	নিকার শাখা সম্পর্কিত	
২০৬.	ময়মনসিংহ প্রশাসনিক বিভাগ গঠনের লক্ষ্যে বিষয়টি সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সুপারিশ করার জন্য কমিটি গঠন	৪৩৫
২০৭.	ময়মনসিংহ প্রশাসনিক বিভাগ গঠনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	৪৩৭
২০৮.	সিলেট জেলার ওসমানী নগর থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ	৪৩৮
২০৯.	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারা থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ	৪৪১
২১০.	এক উপজেলা হইতে অন্য উপজেলায় ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজন এবং বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা	৪৪৪
২১১.	ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ	৪৪৭
২১২.	নাটোর জেলার নলডাঙ্গা থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ	৪৫০
২১৩.	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলাধীন ‘তালতলী’ থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ	৪৫৩
২১৪.	পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলাকে বিভক্ত করে 'রাঙ্গাবালী' উপজেলা গঠন	৪৫৬
	প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ শাখা সম্পর্কিত	
২১৫.	সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজেদের মধ্যে মামলা পরিহারের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক নির্দেশাবলি	৪৬১

প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ
সাধারণ শাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১০-৩৬০

তারিখ ২৯ কার্তিক ১৪১৮ / ১৩ নভেম্বর ২০১১

পরিপত্র

বিষয়ঃ জাতীয় পর্যায়ের উৎসব/এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দিবস উদযাপন/পালন উপলক্ষে সরকার কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত।

জাতীয় পর্যায়ের উৎসব এবং এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষে সরকার কর্তৃক আয়োজিত যে সকল অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন সে সকল অনুষ্ঠানে ঢাকায় অবস্থানরত আমন্ত্রিত সকল সরকারি কর্মকর্তাকে উপস্থিত থাকতে হবে। অর্থাৎ এ ধরনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সকল সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতি আবশ্যকীয়।

২। জাতীয় পর্যায়ের উৎসব হিসাবে আয়োজিত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান/দিবসের তালিকা নিম্নরূপঃ

একুশে পদক বিতরণ অনুষ্ঠান, শহীদ দিবস/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি), স্বাধীনতা পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, জাতির পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস (১৭ মার্চ), স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস (২৬ মার্চ), জাতীয় শোক দিবস (১৫ আগস্ট), বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর), ঈদ-উল-ফিতর (১ শাওয়াল), ঈদ-উল-আযহা (১০ জ্বিলহজ্জ), ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (১২ রবিউল আওয়াল), বাংলা নববর্ষ (১ বৈশাখ), দুর্গাপূজা, বড়দিন (২৫ ডিসেম্বর), বৌদ্ধ পূর্ণিমা (মে মাসে), মে দিবস (১ মে), রবীন্দ্র জয়ন্তী (২৫ বৈশাখ) এবং নজরুল জয়ন্তী (১১ জ্যৈষ্ঠ)।

৩।এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকলে তাতে ঢাকায় অবস্থানরত আমন্ত্রিত সরকারি কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি আবশ্যকীয় হবে।

৪। ঢাকায় অবস্থানরত কোন আমন্ত্রিত কর্মকর্তা অসুস্থতা বা অন্য কোন জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে উপর্যুক্ত অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করতে অপারগ হলে অনুষ্ঠানের পূর্বেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে অনুপস্থিতির জন্য অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৫।উপর্যুক্ত অনুষ্ঠানসমূহে আমন্ত্রিত সরকারি কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হল।

৬।জাতীয় পর্যায়ের উৎসব/এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষে সরকার কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ২ এপ্রিল ২০০৩ তারিখের ১(২৩)/২০০২-মপবি(সাধারণ)/৮৬ সংখ্যক পরিপত্র সংশোধনক্রমে এটি জারি করা হল।

৭। জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ মঈন উদ্দিন)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বিধি)

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

২। সচিব (সকল)..মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব - ১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

৪। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ....বিভাগ।

৬। জেলা প্রশাসক (সকল).....................................জেলা।

৭। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)...মন্ত্রণালয়।

৮। সকল কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১০-১১৫ তারিখ ১৫ চৈত্র ১৪১৮ / ২৯ মার্চ ২০১২

পরিপত্র

বিষয়ঃ জাতীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত।

জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের উপস্থিতি সম্পর্কে যথাসময়ে নিশ্চিত না হওয়ার কারণে অনেক সময় আসন বিন্যাসে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সামনের দিকের একাধিক সারিতে আসন শূন্য থাকে, যা দৃষ্টিকটূ। আবার কখনও কখনও বিলম্বে আগত অতিথিবৃন্দের যথোপযুক্ত আসন পেতে অসুবিধা হয়।

০২। উলিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে, বিশেষত যে সকল অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কিংবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকেন সেগুলির ক্ষেত্রে, আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার পর সংশিষ্ট অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথির উপস্থিতির বিষয় আমন্ত্রণপত্রে উলিখিত টেলিফোন নম্বরে নিশ্চিত করতে হবে। আমন্ত্রিত অতিথি কোন কারণে সংশিষ্ট অনুষ্ঠানে যোগদানে অপারগ হলে তাও আয়োজকদেরকে জানাতে হবে।

০৩। যে সকল আমন্ত্রিত ব্যক্তির একান্ত সচিব রয়েছেন, সংশিষ্ট অনুষ্ঠানে তাঁদের উপস্থিতি/অনুপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট একান্ত সচিবের কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত ব্যক্তি অনুগ্রহপূর্বক স্বয়ং কিংবা তাঁর কোন উপযুক্ত প্রতিনিধি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে।

০৪। জাতীয় অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ আসন বিন্যাসের সুবিধার্থে অনুষ্ঠানের অন্তত একদিন পূর্বে আমন্ত্রিত অতিথির উপস্থিতি/অনুপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০৫। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত তাঁর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানকে অবহিতকরণ এবং এর যথাযথ বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব এবং সংশিষ্ট অন্য সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করা যাচ্ছে।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল, এটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।
৩। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।
৪। কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, অডিট ভবন, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,...মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৬। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৭। ভারপ্রাপ্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, সংসদ ভবন, ঢাকা।
৮। রেজিস্ট্রার, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।
৯। সচিব,...কমিশন।
১০। মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ...।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নম্বর-০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২.৩৮১

তারিখ ২৩ কার্তিক ১৪১৯ / ০৭ নভেম্বর ২০১২

<u>পরিপত্র</u>

বিষয়ঃ <u>জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন।</u>

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালনের বিষয়ে সরকার নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেঃ

(ক) জাতীয় পর্যায়ের নিম্নলিখিত দিবস/উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন/পালন করা হবেঃ

শহীদ দিবস/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি), জাতির পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস (১৭ মার্চ), স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস (২৬ মার্চ), জাতীয় শোক দিবস (১৫ আগস্ট), বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর), ঈদ-উল-ফিতর (১ শাওয়াল), ঈদ-উল-আযহা (১০ জিলহজ্ব), ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) (১২ রবিউল আওয়াল), বাংলা নববর্ষ (১ বৈশাখ), দুর্গাপূজা, বড়দিন (২৫ ডিসেম্বর), বৌদ্ধ পূর্ণিমা (মে মাসে), মে দিবস (১ মে), রবীন্দ্র জয়ন্তী (২৫ বৈশাখ) এবং নজরুল জয়ন্তী (১১ জ্যৈষ্ঠ)।

(খ) যে সকল দিবস ঐতিহ্যগতভাবে পালন করা হয়ে থাকে অথবা বর্তমান সময়ে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিশেষ সহায়ক, সে সকল দিবস উল্লেখযোগ্য কলেবরে পালন করা যেতে পারে। মাননীয় মন্ত্রিবৃন্দ এ সকল অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত থাকবেন এবং এ ধরনের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সরকারি উৎস হতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বরাদ্দ করা যেতে পারে। এ ধরনের দিবস হচ্ছেঃ

জাতীয় সমাজসেবা দিবস (২ জানুয়ারি), জাতীয় টিকা দিবস (বৎসরের শুরুতে নির্ধারণযোগ্য), বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস (১৫ মার্চ), বিশ্ব আবহাওয়া দিবস (২৩ মার্চ), জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস (৩ এপ্রিল), বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস (৭ এপ্রিল), মুজিবনগর দিবস (১৭ এপ্রিল), নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস (২৮ মে), বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ জুন), বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস (১১ জুলাই), জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস (৯ আগস্ট), আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস (৮ সেপ্টেম্বর), জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস (২ অক্টোবর), শিশু অধিকার দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার), আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস (১৩ অক্টোবর), বিশ্ব খাদ্য দিবস (১৬ অক্টোবর), জাতীয় যুব দিবস (১ নভেম্বর), জাতীয় সমবায় দিবস (নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার), বিশ্ব এইডস দিবস (১ ডিসেম্বর) এবং বেগম রোকেয়া দিবস (৯ ডিসেম্বর)।

(গ) বিশেষ বিশেষ খাতের প্রতীকী দিবসসমূহ সীমিত কলেবরে পালন করা হবে। মাননীয় মন্ত্রিবৃন্দ এ সকল দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির বিষয় বিবেচনা করবেন। উন্নয়ন খাত হতে এ সকল দিবস পালনের জন্য কোন বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হবে না। এ পর্যায়ের দিবসগুলি হচ্ছেঃ

বার্ষিক প্রশিক্ষণ দিবস (২৩ জানুয়ারি), জাতীয় ক্যান্সার দিবস (৪ ফেব্রুয়ারি), আন্তর্জাতিক নারী অধিকার ও আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস (৮ মার্চ), বিশ্ব পানি দিবস (২২ মার্চ), বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস (২৪ মার্চ), জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস (মার্চ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার), বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস (২৬ এপ্রিল), বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম দিবস (৩ মে), আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস (৮ মে), বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস

(১৫ মে), বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস (৩১ মে), বিশ্ব খরা ও মরুকরণ প্রতিরোধ দিবস (১৭ জুন), আন্তর্জাতিক মাদকাশক্তি ও অবৈধ পাচার প্রতিরোধ দিবস (২৬ জুন), আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস (জুলাই মাসের প্রথম শনিবার), আন্তর্জাতিক ওজোন সংরক্ষণ দিবস (১৬ সেপ্টেম্বর), বিশ্ব পর্যটন দিবস (২৭ সেপ্টেম্বর), আন্তর্জাতিক নৌ দিবস (সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ), বিশ্ব হার্ট দিবস (সেপ্টেম্বর মাসের ৪র্থ রবিবার), আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস (১ অক্টোবর), বিশ্ব বসতি দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার), বিশ্ব ডাক দিবস (৯ অক্টোবর), বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস (১০ অক্টোবর), বিশ্ব সাদা ছড়ি দিবস (অক্টোবর), জাতিসংঘ দিবস (২০ অক্টোবর), জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস (২ নভেম্বর), বিশ্ব ডায়েবেটিক দিবস (১৪ নভেম্বর), প্যালেস্টাইনি জনগণের প্রতি আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা দিবস (২৯ নভেম্বর), বিশ্ব মানবাধিকার দিবস (১০ ডিসেম্বর), আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস (২৯ ডিসেম্বর) এবং জাতীয় শিক্ষক দিবস।

(ঘ) উপরে উল্লিখিত তিন ধরনের দিবস ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ আরও কিছু দিবস পালন করে থাকে, যেগুলি গতানুগতিক ধরনের। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি পুনরাবৃত্তিমূলক এবং বর্তমান সময়ে তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে না। সরকারের সময় এবং সম্পদ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকারি সংস্থাসমূহ এ ধরনের দিবস পালনের সঙ্গে সম্পৃক্তি পরিহার করতে পারে।

২। শিক্ষা সপ্তাহ, প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ, বিজ্ঞান সপ্তাহ, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগস্ট), বিশ্ব শিশু সপ্তাহ (২৯ সেপ্টেম্বর-৫ অক্টোবর), সশস্ত্র বাহিনী দিবস (২১ নভেম্বর), পুলিশ সপ্তাহ, বিজিবি সপ্তাহ, আনসার সপ্তাহ, মৎস্য পক্ষ, বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং জাতীয় ক্রীড়া সপ্তাহ পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা নিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করবে। অনুমোদিত কর্মসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হবে।

৩। জাতীয় পর্যায়ের উৎসবসমূহ ব্যতীত সাধারণভাবে দিবস পালনের ক্ষেত্রে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে,

(ক) সাজসজ্জা ও বড় ধরনের বিচিত্রানুষ্ঠান যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। তবে, রেডিও ও টেলিভিশনে আলোচনা এবং সীমিত আকারে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা যাবে। কর্মদিবসে র‌্যালী/শোভাযাত্রা পরিহার করা হবে।

(খ) কোন সপ্তাহ পালনের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানসূচি সাধারণভাবে তিন দিনের মধ্যে সীমিত থাকবে।

(গ) সরকারিভাবে গৃহীত কোন কর্মসূচি যাতে অফিসের কর্মকান্ডে ব্যাঘাত না ঘটায়, তা নিশ্চিত করতে হবে এবং আলোচনা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ছুটির দিনে অথবা অফিস সময়ের পরে আয়োজনের চেষ্টা করতে হবে।

(ঘ) নগদ কিংবা উপকরণ আকারে অর্থ/সম্পদ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না এরূপ সাধারণ ইভেন্টসমূহ ছুটির দিনে কিংবা কার্যদিবসে আয়োজন করা যাবে। যেমন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রচার, পতাকা উত্তোলন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ঘরোয়া আলোচনা সভা, রেডিও ও টেলিভিশনে আলোচনা, পত্রিকায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান ইত্যাদি।

(ঙ) কোন দিবস বা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে রাজধানীর বাইরে থেকে/জেলা পর্যায় হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ঢাকায় আনা যথাসম্ভব পরিহার করা হবে।

৪। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে অনুরোধ করা হল।

৫। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ১০ অক্টোবর ২০১১ তারিখের ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১০-৩৩১ সংখ্যক পরিপত্র, ২ এপ্রিল ২০১২ তারিখের ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০. ০১২.২০১০-১২০ সংখ্যক পরিপত্র, ২ জুলাই ২০১২ তারিখের ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১০-২৩০ সংখ্যক পরিপত্র এবং ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখের ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২-৩৬৭ সংখ্যক পরিপত্রের আংশিক সংশোধনক্রমে এই পরিপত্র জারি করা হল।

৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোঃ মঈন উদ্দিন)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বিধি)

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

২। সিনিয়র সচিব...মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব...মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৫। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

৬। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)..বিভাগ

৭। জেলা প্রশাসক (সকল)...জেলা

৮। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)..

৯। সকল কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১০। অফিস কপি/ মাস্টার কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২.৭৬

তারিখ ২৩ মাঘ ১৪১৯ / ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

পরিপত্র

বিষয়ঃ এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' পালন এবং দিবসটিকে 'গ' শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।

সরকার বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে 'গ' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসাবে প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২। উক্ত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোহাম্মদ খালেদ-উর-রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬১৯৭১
E-mail: general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব.. মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)..বিভাগ
৫। জেলা প্রশাসক (সকল)..জেলা
৬। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)..
৭। অফিস কপি/ মাস্টার কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২.৩৫৯

তারিখ ২৪ ভাদ্র ১৪২০ / ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩

পরিপত্র

বিষয়ঃ জুন মাসের ০৯ তারিখে ‘বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস’ পালন এবং দিবসটিকে ‘গ’ শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।

সরকার বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে ‘গ’ শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসাবে প্রতি বৎসর জুন মাসের ০৯ তারিখে ‘বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস’ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২। উক্ত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(লুবনা সিদ্দিকী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৯৭১
E-mail: general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব... মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৩। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)...বিভাগ

৫। জেলা প্রশাসক (সকল)...জেলা

৬। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪১৬.৩৫.০০১১৩.০৪ তারিখ ১৯ পৌষ ১৪২০ / ০২ জানুয়ারি ২০১৪

বিষয়: **<u>'মন্ত্রিপরিষদ সচিব' পদের নাম যথাযথভাবে লিখন।</u>**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে পত্রযোগাযোগ এবং অন্যান্য সরকারি কাজে 'মন্ত্রিপরিষদ সচিব' পদের নাম যথাযথভাবে লেখার বিষয়ে এ বিভাগের ০৮ এপ্রিল ২০১০ তারিখের ৯৫ সংখ্যক স্মারকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রে এ সংক্রান্ত ভুলের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২। উল্লেখ্য, Rules of Business, 1996 (Revised up to July 2012)-এর Rule 17 ও তৎপরবর্তী বিভিন্ন Rule-এ এবং Warrant of Precedence, 1986 (Revised up to December, 2003)-এর ১২ নম্বর ক্রমিকে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের পদটিকে 'Cabinet Secretary' হিসাবে আখ্যায়িত করা আছে। বাংলায় পদটি **মন্ত্রিপরিষদ সচিব** এবং ইংরেজিতে **Cabinet Secretary** নামে অভিহিত। ঠিকানা লেখার ক্ষেত্রে পদনামের অব্যবহিত পর প্রতিষ্ঠানের নাম হিসাবে বাংলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং ইংরেজিতে Cabinet Division লেখা সমীচীন।

৩। রুলস অব বিজনেস এবং সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাগণের স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪। এমতাবস্থায়, মন্ত্রিপরিষদ সচিব (Cabinet Secretary) পদের নাম যথাযথভাবে লেখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় অনুশাসন প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(লুবনা সিদ্দিকী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০৯৭১
ই-মেইল: general_branch@cabinet.gov.bd

১। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)
.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ

২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
.... বিভাগ

<u>অনুলিপি:</u>

১। অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা)/অতিরিক্ত সচিব (মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট)/অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২। যুগ্মসচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

তারিখ ১৫ আশ্বিন ১৪২১ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নম্বর: ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২.৩৮১

পরিপত্র

বিষয়: প্রতি বৎসর ২৬ জুন তারিখে উদ্‌যাপিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসটিকে 'গ' শ্রেণি হতে 'খ' শ্রেণিতে উন্নীতকরণ সংক্রান্ত।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন দিবস যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ০৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.৩৮১ সংখ্যক পরিপত্র জারি করা হয়। সরকার উক্ত পরিপত্রের 'গ' শ্রেণিভুক্ত 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস (২৬ জুন)'-এর শ্রেণি পরিবর্তন করে 'খ' শ্রেণিতে উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখের ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.৩৮১ সংখ্যক পরিপত্রের অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

(মোঃ মাহমুদুল হাসান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৯৭১
E-mail: general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)..মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
৬। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ....বিভাগ
৭। জেলা প্রশাসক (সকল)..জেলা
৮। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)..
৯। সকল কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২.**৮৮**

তারিখ ২৫ ফাল্গুন ১৪২২ / ০৮ মার্চ ২০১৬

পরিপত্র

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস প্রতিবৎসর 'মার্চ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার'-এর পরিবর্তে '১০ মার্চ' নির্ধারণ সংক্রান্ত।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন দিবস যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ০৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.৩৮১ সংখ্যক পরিপত্র জারি করা হয়। সরকার উক্ত পরিপত্রের 'গ' শ্রেণিভুক্ত জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস প্রতিবৎসর 'মার্চ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার'-এর পরিবর্তে '১০ মার্চ' নির্ধারণ করেছে।

২। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখের ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.৩৮১ সংখ্যক পরিপত্রের অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

রিয়াসাত আল ওয়াসিফ
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০৯৭১
E-mail: general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)..মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ....বিভাগ
৬। জেলা প্রশাসক (সকল)..জেলা
৭। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)..
৮। সকল কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২.১৪৪

তারিখ ০৬ বৈশাখ ১৪২৩ / ১৯ এপ্রিল ২০১৬

পরিপত্র

বিষয়: **প্রতিবৎসর ২৮ এপ্রিল ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস’ পালন এবং দিবসটিকে ‘গ’ শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।**

সরকার বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে ‘গ’ শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসাবে প্রতি বৎসর ২৮ এপ্রিল ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস’ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২। উক্ত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

রিয়াসাত আল ওয়াসিফ
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০৯৭১
E-mail: general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)..মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ....বিভাগ
৬। জেলা প্রশাসক (সকল)..জেলা
৭। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)...
৮। সকল কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সংস্থাপন অধিশাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৪১১.০৬.০০১.১৩.

তারিখ ৩১ বৈশাখ ১৪২২ / ১৪ মে ২০১৫

অফিস আদেশ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ইনোভেশন টিম গঠন সংক্রান্ত ১১ জুন ২০১৩ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪১১.০৬.০০১.১৩.৭৩২ সংখ্যক অফিস আদেশ সংশোধন করে নিম্নরূপভাবে ইনোভেশন টিম পুনর্গঠন করা হল:

০১.	অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার)	-	চিফ ইনোভেশন অফিসার
০২.	যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও বাজেট)	-	সদস্য
০৩.	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	-	সদস্য
০৪.	উপসচিব (রিপোর্ট)	-	সদস্য
০৫.	উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা)	-	সদস্য
০৬.	সিনিয়র সহকারী সচিব (মাঠ প্রশাসন সমন্বয়)	-	সদস্য
০৭.	উপসচিব (ই-গভর্নেন্স)	-	সদস্য-সচিব

২। **ইনোভেশন টিমের কার্যপরিধি:**

(১) স্ব স্ব কার্যালয়ের সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়ন;

(২) এই সংক্রান্ত কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বছরের শুরুতে মাসিক সমন্বয় সভায় অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(৩) প্রতিমাসে টিমের সভা অনুষ্ঠান, কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন;

(৪) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইনোভেশন টিমের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন; এবং

(৫) প্রতি বছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের একটি পূর্ণাঙ্গ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, উহা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং স্বীয় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

৩। নির্দেশক্রমে এ আদেশ জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৪৯৯৫
ই-মেইল establishment_sec@cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৪১১.০৬.০০১.১৩.

তারিখ ৩১ বৈশাখ ১৪২২ / ১৪ মে ২০১৫

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল :

১। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও বাজেট/প্রশাসন/জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৩। উপসচিব (ই-গভর্নেন্স/রিপোর্ট/প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (মাঠ প্রশাসন সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৫। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৬। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)-এর একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৭। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ [বিষয়টি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]

৮। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ -এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৯। অফিস কপি/মাস্টার কপি/গার্ড ফাইল

(মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-০৪.০০.০০০০.৪১১.২৩.০০১.১৩.১২৫

তারিখ ২৯ মাঘ ১৪১৯ / ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

পরিপত্র

বিষয়ঃ **জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক তাঁদের জন্য নির্ধারিত স্থানে আসন গ্রহণ।**

জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রিত কর্মকর্তাগণের পদমর্যাদা অনুযায়ী অনুষ্ঠানস্থলে তাঁদের আসন নির্ধারণ করে রাখা হয়। অনুষ্ঠানের মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে আয়োজক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে আসন গ্রহণ করা আমন্ত্রিত কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব।

২। সম্প্রতি লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত কোন কোন কর্মকর্তা নির্ধারিত স্থানে আসন গ্রহণ না করে তাঁদের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণের জন্য নির্ধারিত স্থানে আসন গ্রহণ করেন। এতে অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা ব্যাহত এবং ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হয়। নির্ধারিত স্থানের পরিবর্তে অন্যত্র আসন গ্রহণের প্রবণতা অবশ্যই পরিহার করা প্রয়োজন।

৩।জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভাবগাম্ভীর্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এগুলির যথাযথ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে নির্ধারিত স্থানে আসন গ্রহণের বিষয়ে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হল।

(মোঃ মঈন উদ্দিন)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বিধি)
ফোনঃ ৯৫১৪৯৫৫

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,
.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্মারক নম্বর ০৪.০০.০০০০.৪১১.২৫.০০৪.১৩.৬৪৩

তারিখ ১৩ শ্রাবণ ১৪২২ / ২৮ জুলাই ২০১৫

অফিস আদেশ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণকে জনপ্রশাসন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞানর্চচায় উৎসাহিত করার জন্য ১৬টি বিষয়ভিত্তিক দল (Thematic Group) নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হল :

ক্রম	Broad Thematic Area	Specific Areas	Composition of the Thematic Group
১.	সুশাসন (Governance)	1. Law and Justice 2. Human Rights 3. Parliamentary Affairs 4. Security and Enforcement 5. Public Policy and Civil Service 6. Anti-Corruption 7. Heritage and Culture	১। মো: নজরুল ইসলাম, সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) ২। মো: মহিউদ্দীন খান ,অতিরিক্ত সচিব ৩। মো: মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী, অতিরিক্ত সচিব
২.	দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা (Poverty Reduction and Social Protection)	1. Social Protection 2. Micro-credit 3. NGO Affairs 4. Rural Development 5. Co-operatives 6. Social Welfare	১। মো: আশরাফ শামীম, যুগ্মসচিব ২। মো: সাইদুর রহমান, যুগ্মসচিব ৩। মঈনউল ইসলাম, উপসচিব ৪। মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, সিসস
৩.	শ্রম ও অভিবাসন (Labour and Migration)	1. Migration 2. Brain Drain 3. Skill Development 4. Overseas Employment 5. Expatriate Welfare	১। তাহমিনা ইয়াসমিন, উপসচিব ২। মো: রফিকুল ইসলাম, সিসস ৩। মনজুর আহমেদসহকারী সচিব ,
৪.	অবকাঠামো (Infrastructure)	1. Transport 2. Communications 3. Housing 4. Energy 5. Power	১। মো: মঈন উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব ২। মো: আনোয়ার হোসেন, যুগ্মসচিব ৩। মোঃ ছাইফুল ইসলাম, উপসচিব
৫.	সরকারি ক্রয় (Public Procurement)	1. Public Procurement	১। মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব ২। মো: সাখাওয়াত হোসেন, উপসচিব ৩। মো: মেহেদী হাসান, সিসস ৪। কাজী নিশাত রসুল, সিসস
৬.	উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা (Development Management)	1. Development Planning 2. Project Management 3. Statistics and Informatics	১। খোন্দকার মোঃ আব্দুল হাই, পিএইচডি, উপসচিব ২। হাবিবুন নাহার, উপসচিব ৩। মো: আশফাকুল আমিন মুকুট, সিসস ৪। মোহাম্মদ খালেদ-উর-রহমান, সিসস
৭.	জেন্ডার (Gender)	1. Women Empowerment 2. Child Protection 3. Ethnic Communities	১। মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম ,যুগ্মসচিব ২। ড. শাহিদা আকতার, যুগ্মসচিব

ক্রম	Broad Thematic Area	Specific Areas	Composition of the Thematic Group
৮.	মানব উন্নয়ন (Human Development)	1. Education 2. Health 3. Population 4. Nutrition 5. Human Resource Management 6. Youth & Sports	১। মো: আবদুল ওয়াদুদ, অতিরিক্ত সচিব ২। মো: সাইদুর রহমান, উপসচিব ৩। মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান, সিসস
৯.	পরিবেশ (Environment)	1. Environment 2. Climate Change 3. Disaster Management 4. Land Management	১। শাব্বীর হোসেন, উপসচিব ২। ইয়াসমিন বেগম, উপসচিব ৩। মনিরা বেগম, উপসচিব
১০.	কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা (Agriculture and Food Security)	1. Crops and Crop Diversity 2. Fisheries 3. Animal Husbandry 4. Forestry 5. Food Security 6. Water Management	১। মোঃ আব্দুল বারিক, যুগ্মসচিব ২। মোঃ আব্দুল্লাহ হারুন, উপসচিব ৩। মাহ্‌ফুজা বেগম, সিসস
১১.	সরকারি আর্থ ব্যবস্থাপনা (Public Financial Management)	1. Macro-economic Management 2. Budgeting and Expenditure Control 3. Banking and Insurances 4. Monetary Policy 5. Internal Resource Mobilization	১। মো: ওসমান গনি, একান্ত সচিব ২। মো: আবদুর রব মিয়া, সহকারী সচিব ৩। মো: মজিবুল হক, গোপনীয় কর্মকর্তা ৪। রফিকুল ইসলাম, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ)
১২.	শিল্প, বাণিজ্য ও বেসরকারি খাতের উন্নয়ন (Trade, Industries and Private Sector Development)	1. Trade 2. Industries 3. Investment 4. Private Sector Development 5. SME 6. Corporate Social Responsibility	১। হাবিবুর রহমান, উপসচিব ২। মোহাম্মদ কামরুল হাসান, সিসস ৩। মোহাম্মদ কায়কোবাদ খন্দকার, সিসস ৪। কাজী নূরুল ইসলাম, সিসস
১৩.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology)	1. E-Governance & Innovation 2. Internet and Networking 3. District Portals 4. UISCs	১। মো: সালাহউদ্দিন সরকার, প্রোগ্রামার ২। মো: শাহীন মিয়া, মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ৩। মো: গোলাম মোস্তফা, সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট
১৪.	গণমাধ্যম ও তথ্য অধিকার (Media and Right to Information)	1. Media 2. Right to Information	১। মোঃ মাহমুদুল হাসান, উপসচিব ২। ড.আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান, উপসচিব ৩। আয়েশা আক্তার, উপসচিব
১৫.	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (International Cooperation)	1. International Affairs 2. Development Cooperation	১। মো: নাজমুল হুদা সিদ্দিকী, উপসচিব ২। মু. ইকরামুল ইসলাম, একান্ত সচিব ৩। মুন্না রাণী বিশ্বাস, সহকারী প্রধান
১৬.	স্থানীয় সরকার (Local Government)	1. Local Government 2. Decentralization	১। ফারুক আহমেদ, যুগ্মসচিব ২। মো: শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী, উপসচিব ৩। রিয়াসাত আল ওয়াসিফ, সিসস

০২। বিশেষায়িত জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিষয়ভিত্তিক দলসমূহ নিম্নলিখিত কর্মকৌশল অনুসরণ করবে:

ক. ওয়েবসাইট, লাইব্রেরি ও অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ;

খ. সংগৃহীত তথ্য ও পাঠসামগ্রী সংকলন এবং সময়ে সময়ে সংকলিত সামগ্রীর এক কপি নিজ দল এবং এক কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ;

গ. নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে সময় সময় দলীয় আলোচনা;

ঘ. মাসিক সমন্বয় সভায় বিভিন্ন দল কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ ও নির্দিষ্ট বিষয় উপস্থাপন;

ঙ. নির্বাচিত বিষয়ে একক/দলীয় প্রতিবেদন/নিবন্ধ প্রণয়ন ও প্রকাশ।

০৩। উপর্যুক্ত বিষয়াবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন আইন/নীতিমালা/কৌশলপত্র/প্রকল্প-দলিলের খসড়া সম্পর্কে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত চাওয়া হলে এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা সে সম্পর্কে প্রথমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক দলের মতামত গ্রহণ করবে।

০৪। দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন সভা/কর্মশালা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক দলসমূহের সদস্যগণকে মনোনয়ন প্রদানের বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

০৫। নির্দেশক্রমে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৪৯৯৫

স্মারক নম্বর ০৪.০০.০০০০.৪১১.২৫.০০৪.১৩.

তারিখ ১৩ শ্রাবণ ১৪২২ / ২৮ জুলাই ২০১৫

<u>জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল :</u>

(সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ)

(মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)
উপসচিব

<u>প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা সম্পর্কিত</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

পরিপত্র

নং-০৪.৪১১.০০৯.০০.০০.০১০.২০১২.২৪৪ তারিখ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০ / ১১ জুন ২০১৩

বিষয়: **জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত।**

সংসদীয় ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ হচ্ছে রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। জাতীয় সংসদ কেবল আইন প্রণয়ন করে না; মাননীয় মন্ত্রিগণ স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে সংসদের কাছে জবাবদিহি করেন। সংসদীয় কার্যক্রমে সর্বতোভাবে সহায়তা প্রদান সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্তব্য।

২। সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৮-এর ২১১ থেকে ২২৪ সংখ্যক নির্দেশে জাতীয় সংসদের প্রশ্ন, সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব ও প্রস্তাব সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক।

৩।জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালে দিনের কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণের সংসদের সংশ্লিষ্ট গ্যালারিতে উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন কারণে সচিবের পক্ষে ঐ দিন সংসদে উপস্থিত থাকা সম্ভব না হলে একজন যথোপযুক্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ গ্যালারিতে উপস্থিত থাকবেন।

৪। সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৮-এর ২১৫ সংখ্যক নির্দেশে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক কাউন্সিল অফিসার ও কাউন্সিল সহকারী নিয়োগের বিধান সন্নিবেশ এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাউন্সিল অফিসার ও কাউন্সিল সহকারীগণ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছেন কিনা তা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন।

৫। উপর্যুক্ত বিষয়াবলির যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিতকরণের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ...
(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

৪। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৫। প্রোগ্রামার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। তাঁকে পরিপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

পরিকল্পনা ও বাজেট শাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

পরিকল্পনা ও বাজেট শাখা

(www.cabinet.gov.bd)

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪৩১.০৬.০১৫.১২.১২৫

তারিখ ১১ আগস্ট ২০১৫ / ২৭ শ্রাবণ ১৪২২

অফিস আদেশ

অর্থ বিভাগের ১৩ জুন ২০১২ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৩.২০০৮.৪২০ সংখ্যক স্মারকের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪৩১.০৬.০১৫.১২.১০ সংখ্যক অফিস আদেশে গঠিত এ বিভাগের **বাজেট** ওয়ার্কিং গ্রুপের গঠন ও কার্যপরিধি আংশিক সংশোধন করে নিম্নোল্লিখিতভাবে পুনর্গঠন করা হল:

বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপের গঠন ও কার্যপরিধি

(১) গঠন:

ক্রমিক নম্বর	পদ**বি ও কর্মস্থল**	পদ
১.	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বিধি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩.	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৪.	উপসচিব (ই-গভর্নেন্স/ পরিকল্পনা ও বাজেট/ সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা/ সংস্থাপন/ মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৫.	উপ-কর্মসূচি পরিচালক/ উপ-প্রকল্প পরিচালক, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৬.	সংশ্লিষ্ট উপসচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব (সাধারণ/ সাধারণ সেবা/ মন্ত্রিসেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৮.	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৯.	সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১০.	সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী/ সহকারী প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১১.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১২.	সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা ও বাজেট), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য সচিব

(২) কার্যপরিধি:

বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে নিম্নোক্ত দলিল/প্রাক্কলন/বিবরণীসমূহ পরীক্ষা ও চূড়ান্তকরণ:

১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা/ কর্মপরিকল্পনা;

২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের খসড়া বাজেট কাঠামো (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ);

৩. সচিবালয় এবং মন্ত্রিগণ অংশের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা;

৪. রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ;

৫. আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (advance procurement plan) ও বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা;

৬. বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণ এবং ব্যয়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;

৭. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন;

৮. বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন;

৯. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যপত্র; এবং

১০. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি/ প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার (principal accounting officer) কর্তৃক প্রদত্ত বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং পর্যালোচনা সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয়।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫১৪১১৭

বিতরণ: *(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):*

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (দৃ.আ. সংশ্লিষ্ট উপসচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব)।

২. অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বিধি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৪. যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৫. উপসচিব (ই-গভর্নেন্স/ পরিকল্পনা ও বাজেট/ সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা/ সংস্থাপন/ মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৬. উপ-কর্মসূচি/ উপ-প্রকল্প পরিচালক, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৭. সিনিয়র সহকারী সচিব (সাধারণ/ সাধারণ সেবা/ মন্ত্রিসেবা/ পরিকল্পনা ও বাজেট), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৮. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৯. সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

১০. সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী/ সহকারী প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

১১. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
পরিকল্পনা ও বাজেট শাখা
(www.cabinet.gov.bd)

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪৩১.০৬.০১৫.১২.১২৬

তারিখ ১১ আগস্ট ২০১৫ / ২৭ শ্রাবণ ১৪২২

অফিস আদেশ

অর্থ বিভাগের ১৩ জুন ২০১২ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৩.২০০৮.৪২০ সংখ্যক স্মারকের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪৩১.০৬.০১৫.১২.১১ সংখ্যক অফিস আদেশ গঠিত এ বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি আংশিক সংশোধন করে নিম্নোল্লিখিতভাবে পুনর্গঠন করা হল:

বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি

(১) গঠন:

ক্রমিক নম্বর	পদবি ও কর্মস্থল	পদ
১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
২.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৪.	যুগ্মসচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৫.	প্রকল্প/ কর্মসূচি পরিচালক (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৬.	উপসচিব (পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৭.	সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব/ উপসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য (কারিগরি)
৮.	সংশ্লিষ্ট উপপ্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৯.	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয়)	সদস্য
১০.	সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা ও বাজেট), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১১.	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১২.	বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রধান	সদস্য-সচিব

(২) কার্যপরিধি:

১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতির খসড়া পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান;
২. বাজেট সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা/ কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;
৩. বাজেট কাঠামো অনুমোদন;
৪. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প গ্রহণের বিষয় অনুমোদন;
৫. সচিবালয় এবং মন্ত্রিগণ অংশের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা অনুমোদন;
৬. রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ অনুমোদন;
৭. রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
৮. আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (advance procurement plan) এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুমোদন;

৯. মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং সকল কার্যক্রম/ প্রকল্প/ কর্মসূচির বাস্তবায়ন (financial and non-financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ যাতে বেশী না হয় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক্‌নির্দেশনা প্রদান;

১০. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণ এবং ব্যয়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং অনুমোদন;

১১. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন পরিবীক্ষণ এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যাতে অর্জিত হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন;

১২. নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণের পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব অনুমোদন; এবং

১৩. অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক্‌নির্দেশনা প্রদান।

(৩) অন্যান্য:

- কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ও অগ্রাধিকার নির্ণয়, কর্মকৃতি নির্দেশক (performance indicator) এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণসহ এ জাতীয় বিশেষ কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির উপকমিটি গঠন করা যেতে পারে; এবং
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি বছরে সাত বা ততোধিক সভায় মিলিত হবে। তবে, প্রয়োজনবোধে কমিটির সভাপতি যে কোন সময় বিশেষ সভা আহবান করতে পারবেন।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫১৪১১৭

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (দৃ.আ. সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব/ উপসচিব)।

২. সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৩. সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা [দৃ.আ. যুগ্মসচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ)]।

৪. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা। [দৃ.আ. যুগ্মপ্রধান, প্যামস্টেক উইং]।

৫. অতিরিক্ত সচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৬. যুগ্মসচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৭. উপসচিব (পরিকল্পনা ও বাজেট), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৮. প্রকল্প/ কর্মসূচি পরিচালক (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৯. মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

১০. সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা ও বাজেট), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

১১. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

বিধি শাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৯ কার্তিক, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/২৪ অক্টোবর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ।

এস. আর. ও. নম্বর ৩২৫ আইন/২০১১-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০১.২০১১।- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, ১৯৯৬-এ নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথাঃ-

উপরি-উক্ত Rules এর -

(ক) rule 3A এবং তদ্‌বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(খ) rule 21 এর sub-rule (4A) এবং তদ্‌বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(গ) rule “34. Non-party Care-Taker Government” শিরোনাম এবং তদ্‌বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রি বিলুপ্ত হইবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ ফাল্গুন, ১৪২০ বঙ্গাব্দ/ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নম্বর ২৯-আইন/২০১৪।- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996-এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথাঃ-

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions)-এর "31. MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT, RURAL DEVELOPMENT AND CO-OPERATIVES" শিরোনামার উপশিরোনাম 'A. Local Government Division'-এর ক্রমিক নম্বর 18 ও তদ্‌বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রির পর নিম্নরূপ নূতন ক্রমিক নম্বর 19. ও এন্ট্রি সংযোজিত হইবে, যথাঃ-

"19. Preparation, approval and notification in official gazette of Master Plan of Upazila, Paurashava and City Corporation area except cities where government has established development authorities by gazette notification."

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

ঢাকা, ২৮ মাঘ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ/১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

এস. আর. ও. নম্বর ২৪-আইন/২০১৪।– Rules of Business, 1996 এর rule 3-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এতদ্দ্বারা Ministry of Posts and Telecommunications (ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়) এবং Ministry of Information & Communication Technology (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)-কে একীভূত করিয়া Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology (ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়) নামে পুনর্গঠনক্রমে উহার আওতায় Posts and Telecommunications Division (ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ) এবং Information and Communication Technology Division (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ) বিভাগ নামে দু'টি বিভাগ গঠন করিলেন।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ ভাদ্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/ ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

এস. আর. ও. নম্বর ২২৮-আইন/২০১৪।- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, Rules of Business, 1996-এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:-

উপরি-উক্ত Rules এর SCHEDULE-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions)-এর Serial No. 11-এর-

(ক) শিরোনাম "MINISTRY OF COMMUNICATIONS"-এর পরিবর্তে "MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND BRIDGES" প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-শিরোনাম "A. Roads Division"-এর পরিবর্তে "A. Road Transport and Highways Division" প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৮ মাঘ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ/ ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

এস. আর. ও. নম্বর ২৫-আইন/২০১৪।- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996-এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:-

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule I (Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions) এর-

(ক) Serial No. 33 এবং উহার বিপরীতে উল্লিখিত শিরোনাম "MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS" এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ Serial No. 33, শিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"33. MINISTRY OF POSTS, TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

A. POSTS AND TELECOMMUNICATIONS DIVISION.

1. Postal Services.
2. Post Office Savings Banks.
3. Postal Life Insurance.
4. Telecommunication services : telegraphs and telephones.
5. Telephone industries.
6. Administration of B.C.S. (Postal).
7. Administration of B.C.S.(Telecommunication).
8. Secretariat administration including financial matters.
9. Administration and control of subordinate offices and organizations under the Division.
10. Liaison with International Organizations, protocols and agreements with other countries and international bodies, relating to Postal and Telecommunications services.
11. All laws on subjects allotted to the Division.
12. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
13. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts.

B. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY DIVISION.

1. Policy matters relating to Information and Communication Technology (ICT) in pursuance of national objectives and plans.
2. Matters relating to Digital Bangladesh Task Force and other national entities on ICT.
3. Co-ordination with other Ministries/Divisions in areas of ICT.
4. Undertaking promotional activities and providing support to ICT surveys, research, design and development wherever necessary in coordination with concerned persons and organisations as well as national and international agencies.
5. Commercialisation of ICT services and formulation of guidelines for making those easily accessible to the people, and monitoring of its implementation.
6. Undertaking appropriate measures for integrating Bangladesh with the current ICT-related development initiatives in the international arena.
7. Secretariat administration and management of assets including financial and human resources, movable and immovable properties as well as Key Point Installations.
8. Matters relating to –
    - (i) Bangladesh Computer Council;
    - (ii) Hi-Tech Park Authority;
    - (iii) Office of the Controller of Certifying Authority;
    - (iv) Administration and control of subordinate offices and organisations.
9. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
10. All laws and rules on the subjects allotted to this Division.
11. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
12. Undertaking any other measures needed for the promotion of ICT and making its services available at the door steps of the citizen.
13. Any other measures needed for the promotion of ICT and their application to the overall development of the nation.
14. Providing assistance to other Ministries/Divisions for the promotion of E-Governance, E-Infrastructure, E-Health, E-Commerce and similar other areas.
15. Taking initiatives on bridging the Digital Divide.

(খ) Serial No. 45 এবং উহার বিপরীতে উল্লিখিত শিরোনাম “MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY” ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৪ মাঘ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ/২৭ জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

এস. আর. ও. নম্বর ১০-আইন/২০১৪।- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996-এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:-

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule I (Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions)-এর Serial No. 41 এবং উহার বিপরীতে উল্লিখিত শিরোনাম "MINISTRY OF LIBERATION WAR AFFAIRS" এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ Serial No., শিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"41. MINISTRY OF LIBERATION WAR AFFAIRS

1. Welfare of freedom fighters through implementation of various schemes.
2. Matters relating to-
   (a) Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust;
   (b) Jatiyo Muktijoddha Council;
   (c) Bangladesh Muktijoddha Sangsad;
   (d) National Mausoleum, Savar;
   (e) Muktijuddho Jadughor, Dhaka;
   (f) Swadhinata Stambha Complex, Suhrawardy Udyan;
   (g) Mujib Nagar Smriti Stambha Complex, Meherpur;
   (h) Rayer Bazar Smrity Shoudha Complex;
   (i) Mirpur Martyred Intellectuals Smrity Shoudha;
   (j) Other organizations of freedom fighters;
   (k) Other monuments and memorials relating to the Liberation War and the War of Independence;
   (l) Other museums relating to the War of Independence;
   (m) Zila and Upazila Muktijoddha Complex.
3. Matters related to the War of Independence.
4. Formulation of policies and projects for preservation of the history of the War of Independence.
5. Preparation and preservation of freedom fighters' lists, publication of gazettes, issuance of certificates and maintenance of database thereof.
6. Providing honorarium, remuneration, allowances, financial support, microcredit and ration for the freedom fighters, injured freedom fighters, gallantry award winning freedom fighters and martyred freedom fighters' families.
7. Providing grants-in-aid to freedom fighters' organizations.
8. Preservation and maintenance of historical places of the War of Independence and mass graves of freedom fighters.

9. Providing financial support for burial and cremation of expired freedom fighters.

10. Muktijuddho-related history, art, literature, research and publication.

11. Celebration of the following National days:
    a. Independence and National Day, 26th March;
    b. Historic Mujibnagar Day, 17th April;
    c. Martyred Intellectuals Day, 14th December;
    d. Victory Day, 16th December.

12. Training of freedom fighters and their children, grand children in different trades including ICT, commensurate with national policies.

13. Monitoring quota of freedom fighters, their children and grand children for jobs in the government, autonomous, semi-autonomous and non-government offices.

14. Rules and instructions regarding privileges and facilities of freedom fighters.

15. Enquiry into and resolution of miscellaneous problems of freedom fighters.

16. Conferring Honour/Award to foreign friends (individuals and organizations) of the Bangladesh Liberation War.

17. Secretariat administration of this Ministry, including financial matters.

18. Administration and control of subordinate offices and organizations under this Ministry.

19. Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.

20. All laws on subjects allotted to this Ministry.

21. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.

22. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.”

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ পৌষ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ/৩০ ডিসেম্বর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নম্বর ৩৯৪-আইন/২০১৩।- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996-এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:-

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions)-এর "14. MINISTRY OF FOOD" শিরোনামের ক্রমিক নম্বর 10 ও তদ্‌বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পর নিম্নরূপ নূতন ক্রমিক 10A. ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"10A. Administration of Food Safety Act, 2013."

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ/০৯ জুলাই, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নম্বর ২৪৬-আইন/২০১৩।- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996-এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথাঃ-

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions)-এর "25. MINISTRY OF INDUSTRIES" শিরোনামের-

(ক) ক্রমিক নং 3 ও তদ্‌বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্রমিক নং ও এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

"3. Promotion and protection of investment through international investment agreements.";

(খ) ক্রমিক নং 17 ও তদ্‌বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(গ) ক্রমিক নং 21 ও তদ্‌বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্রমিক নং ও এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"21. Matters relating to micro, cottage industries and SMEs."।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ চৈত্র, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/২৯ মার্চ, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

এস. আর. ও. নম্বর ৮২-আইন/২০১২।-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:-

(১) উপরি-উক্ত Rules এর–

(ক) rule12-এর উপান্তটীকাসহ উহাতে তিনবার উল্লিখিত ‘‘Ministry of Establishment” শব্দগুলির পরিবর্তে ‘‘Ministry of Public Administration” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) Schedule-I (ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS) এর Serial No. 18. এবং তদ্বিপরীতে উল্লিখিত শিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ Serial No., শিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“18. MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION

1. Formulation of policy on regulation of civil services and determination of their terms and conditions (policy on method of recruitment, age limit, qualification, reservation of posts for certain areas and sex, medical fitness, examinations, appointment, posting, transfer, deputation, leave, travel, seniority, promotion, selection, suppression, retirement, superannuation, re-employment, appointment on contract, conditions of pensions, determination of status etc).
2. Enhancing capacity of the Bangladesh Civil Service to cope with and adapt to an ever-changing environment.
3. Developing and implementing fair, just and transparent Human Resource Management and Development.
4. Securing to all Government servants the rights and privileges conferred on them by or under the Constitution, Law, Rule, Regulation, Statutory Orders in force.
5. Interpretation of rules, regulations and orders on service conditions relating to matters allocated to this Ministry.
6. Policy regarding employment of non-nationals in the service of the Republic and regulation of employment of foreigners in jobs in Bangladeshi enterprises.
7. Honorary appointment of persons to Civil posts.
8. Policy regarding classification of services and posts and determining their status.
9. Determination of status of officers including status when posted in Bangladesh Missions abroad other than officers of the Ministry of Foreign Affairs, grant of ex-officio Secretariat status to non-Secretariat posts.

10. All matters regarding absorption/employment of surplus Government servants.

11. All matters relating to formulation of policies, composition of Cadre Services and advising other Ministries & Divisions on proper management of Cadre Services under their control.

12. Policy regarding recruitment of staff in the Ministry /Division and all matters relating thereto including their duties and responsibilities.

13. First appointment to any posts belonging to any regularly constituted Cadre Service.

14. (a) Administration of B. C. S. (Administration) Cadre.

    (b) First appointment and administration of all other officers and staff of this Ministry.

    (c) Grant of Magisterial Power to other officer.

15. Appointment and transfer of Officers in Upazilas, Zilas and Divisions following existing policies and orders.

16. All matters relating to Recruitment Rules for all Services and Posts under the Republic.

17. Nomination of Government servants to work as experts/consultants in Projects and jobs at home and abroad.

18. Nomination of Government servants in jobs in UN system and into its various agencies as national representative.

19. Administrative Research, Management and Reforms for better and economic execution of Government business.

20. Review and revision of Organogram and Equipment of the public offices.

21. Review of organization, functions, method and procedures of Ministries, Divisions, attached Departments and subordinate Offices.

22. Simplifications of Government Forms.

23. All matter relating to the Secretariat Instructions.

24. Inspection and review of staff position in Ministries, Divisions, Attached Departments and subordinate offices for optimum utilization of manpower.

25. Appointment of Chairman and Managing Director who work as members of the Board of Directors or Governors of Managing Boards by whatever name they are called, of the Corporations, Boards, Authorities, Statutory Bodies etc. except Universities, Higher and Secondary Education Boards, Banks and Financing Institutions.

26. Fixation of terms and conditions of all deputationists.

27. Deputation of all officers under administrative control of this Ministry.

28. Appointment of all Officers in the Secretariat at National Pay Scale (NPS) grade 1 to 9 and their interministerial transfer.

29. Appointment and Transfer of Private Secretary and Assistant Private Secretary to Members of the Cabinet, other Ministers and Advisors.

30. All matters relating to Attached Departments & Subordinate Offices and Advisory Bodies of this Ministry, viz: (1) BPATC, (2) BCS (Admn.) Academy, (3) Directorate. of Printing & Stationery, (4) Government Employees Welfare Directorate, (5) Directorate of Government Transport, (6) Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM).

31. All matters relating to (1) Divisional Commissioner’s Office (2) Deputy Commissioner’s Office and Upazila Nirbahi Officer's Office in consultation with Cabinet Division.

32. Ensuring high quality pro-people/citizen centric services delivered by Attached Departments & Subordinate Offices of this Ministry.

33. Policy regarding Discipline, Procedure & Enquiry, Appeal & Review and all references thereto.

34. Policy regarding Performance Appraisal, its countersignature, preservation, representation on adverse comments, its use and all references thereto.

35. Policy regarding conduct of the public servants and all references thereto.

36. Policy regarding use & sale of stationery items and supply to Ministries, Divisions and Attached Departments & Subordinate Offices.

37. Policy on determination of office-hours and declaration of public holidays.

38. All matters relating to the Welfare of Government Servants; Administration & Management of welfare services such as Community Centers, Staff-bus facility etc.

39. All matters relating to Administration and Management of Government and Autonomous Bodies, Benevolent & Group Insurance Funds and Welfare Grant.

40. Policy regarding the official and residential telephone, cell phone, internet, fax etc entitlement and matters related thereto regarding Government, Autonomous and Semi-Autonomous Bodies & Corporations.

41. Policy regarding liveries and matters related thereto.

42. Policy regarding use, repair and disposal of Government Transport.

43. Sanction of pension and other retirement benefits to the officers and staff under the administrative control of this Ministry.

44. Formulation of Departmental Examination Rules.

45. Preparation and maintenance of History of Service Records, Seniority List and List of up-to-date posting of Officers (Appointment & Deputation List).

46. Policy on composition and functions of Departmental Promotion Committees and Selection Boards.

47. Career Planning of Government servants and matters related thereto.

48. All matters relating to representation of the Government servants.

49. All matters relating to Service Associations.

50. Reimbursement of legal expenses incurred by Government servants.

51. Compilation of data/statistics relating to Government servants for use by the Government for Career planning.

52. Maintenance of Secretarial Record Room and Library.

53. Use of Bengali language in official work.

54. Budget of Finance Division, Ministry of Finance and its control.

55. Policy on Training of Government servants in Bangladesh and abroad.

56. Liaison with International Organizations and matters relating to Treaties and Agreements with other countries and World Bodies relating to subjects allotted to this Ministry.

57. Collection of all information and data regarding subjects allocated to this Ministry.

58. All laws on subjects allotted to this Ministry.

59. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in Courts.

60. Management of Data base of all officers of BCS Admin Cadre and officers of other Cadres from NPS grade 5 to above for Career Planning.”

(গ) SCHEDULE-IV এর Serial No.8C এর পর উল্লিখিত শিরোনাম “MINISTRY OF ESTABLISHMENT” এর পরিবর্তে শিরোনাম “MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) SCHEDULE-V এর প্রারম্ভে উল্লিখিত শিরোনাম “MINISTRY OF ESTABLISHMENT” এর পরিবর্তে শিরোনাম “MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION” প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১০ কার্তিক, ১৪১৯/২৫ অক্টোবর, ২০১২

এস. আর. ও. নম্বর ৩৬৩-আইন/২০১২।- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এ নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথাঃ-

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule-I (ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS) এর Serial no.-

(ক) "11.MINISTRY OF COMMUNICATIONS" শিরোনামের "A. Roads Division" উপ-শিরোনামের-

(অ) এন্ট্রি 1 এর পর নিম্নরূপ নূতন এন্ট্রি 1A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"1A. Formulation of policies regarding Mass Rapid Transit (MRT).";

(আ) এন্ট্রি 2 এর পর নিম্নরূপ নূতন এন্ট্রি 2A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"2A. Development, improvement and maintenance of Mass Rapid Transit (MRT).";

(খ) "43. MINISTRY OF RAILWAYS" শিরোনামের, যথাক্রমে, এন্ট্রি 1 ও 2 এ উল্লিখিত "MRT," শব্দ এবং কমাটি বিলুপ্ত হইবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/১ মার্চ, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও নং ৬৪-আইন/২০১২—Rules of Business, 1996 অতঃপর Rules বলিয়া উল্লিখিত, এর rule 3-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী MINISTRY OF PLANNING-এর অধীন Statistics Division-এর নাম পরিবর্তনক্রমে এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপে পুনর্গঠন করিলেন, যথা:-

"Statistics and Informatics Division (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ)"

২ ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

তারিখ, ২৫ পৌষ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/৮ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ০৯-আইন/২০১২ ।—Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972 (P.O.No. 130 of 1972), এর Article 5 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার National Anthem Rules, 1978 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule I এর Serial 3 এর বিপরীতে Column 1 এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"National Mourning Day (The 15th day of August every year)." ।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
<u>মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ</u>

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

ঢাকা, ১৫ বৈশাখ, ১৪১৮/২৮ এপ্রিল, ২০১১

এস. আর. ও. নম্বর ১০৩-আইন/২০১১-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৮.২০১০। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এর."35. MINISTRY OF SCIENCE AND INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY" SL. No এবং তদ্‌বিপরীতে উল্লিখিত শিরোনাম এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ SL. No. 35, শিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"35. MINISTRY OF SCIENCE AND INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY

A. Science & Technology Division.

1. Formulation and review of national policies on Science and Technology (S&T) in pursuance of national objectives and plans.
2. Implementation of recommendations of the National Committees on Science and Technology.
3. Matters relating to National bodies on S&T.
4. S&T related research, development and similar areas and coordination among the users.
5. Co-ordination of areas of S&T in which other Ministries/Divisions have interests and capabilities.
6. Undertaking Promotional activities and financially sponsoring of S&T surveys, research, design and development where necessary in coordination with concerned persons, organisations, national and international agencies.
7. Commercialisation of S&T services and formulation of guidelines for making it easily accessible to the people and observation of its implementation.
8. Undertaking appropriate steps for integrating Bangladesh with the current S&T related development initiatives in the international arena.
9. Secretariat administration including management of assets (financial, human resource, movable/immovable properties and Key Point Installation.

10. Administration and control of subordinate offices and organisations.

11. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.

12. All laws, rules, circulars on subjects allotted to this Division.

13. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.

14. Undertaking all other measures needed for the promotion of S&T and making its services available at the door steps of the citizen.

15. Matters relating to:

    i) Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC)

    ii) Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR)

    iii) National Institute of Biotechnology (NIB)

    iv) Bangladesh National Scientific and Technical Documentation Centre (BANSDOC)

    v) Bangabandhu Sheikh Mojibur Rahman Novo Theatre (BSMRNT)

    vi) National Museum on Science and Technology (NMST)

    vii) Oceanographic Science

16. Regulation and development of Nuclear Power including generation of electricity from any Nuclear Power Plant (up to the point of integration to the national grid).

17. Regulation and development of Radio active source and nuclear fuel.

18. Construction and installation of S&T infrastructure, supervision of all other areas excluding ICT.

19. Observation of National Science week in collaboration with the research bodies/educational institutions.

20. Matters concerning domestic/appropriate technology particularly the ventures including the commercialization of technology.

21. All other measures needed for the promotion of S&T and their application to the development and security of the nation.

B. **Information & Communication Technology Division.**

1. Policy matters relating to Information and Communication Technology (ICT), in Pursuance of National objectives and plans.
2. Implementation of recommendations of Digital Bangladesh Task Force and matters relating to National bodies on ICT.
3. Co-ordination of areas of ICT with other Ministries/Divisions.
4. Undertaking Promotional activities and financially sponsoring of ICT surveys, research, design and development where necessary in coordination with concerned persons, organisations, national and international agencies.
5. Commercialisation of ICT services and formulation of guidelines for making it easily accessible to the people and observation of its implementation.
6. Undertaking appropriate steps for integrating Bangladesh with the current ICT related development initiatives in the international arena .
7. Secretariat administration including management of assets (financial, human resource, movable/immovable properties and Key Point Installation.
8. Matters relating to-
   (a) Bangladesh Computer Council;
   (b) Hi-Tech Park Authority;
   (c) Office of the Controller of Certifying Authority;
   (d) Administration and control of subordinate offices and organisations.
9. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
10. All laws, rules, circulars on the subjects allotted to this Ddivision.
11. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
12. Undertaking all other measures needed for the promotion of ICT and making its services available at the door steps of the citizen.
13. All other measures needed for the promotion of ICT and their application to the development and security of the nation.
14. Assistance to other Ministries/Divisions for the promotion of E-Governance, E-Infrastructure, E-Health, E-Commerce, and similar other areas.
15. Initiative on bridging the Digital Divide.”।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম আবদুল আজিজ এনডিসি
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/০৪ ডিসেম্বর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নম্বর ৩৬১-আইন/২০১১।- Rules of Business, 1996-এর Rule-3-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এতদ্দ্বারা ''MINISTRY OF RAILWAYS (রেলপথ মন্ত্রণালয়)'' গঠন করিলেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/০৪ ডিসেম্বর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নম্বর ৩৬৫-আইন/২০১১।-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫ (৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business,1996-এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:-

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule-I (Allocation of Busines among the Different Ministries and Divisions)এর—

(ক) SL. No. 35 এবং উহার শিরোনাম "MINISTRY OF SCIENCE AND INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY" এবং তদ্‌বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) SL. No. 43 এবং উহার বিপরীতে উল্লিখিত শিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহের পর, যথাক্রমে নিম্নরূপ নতুন SL.No. 44 ও 45, শিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহ সংযোজিত হইবে, যথা:-

"44. Ministry of Science & Technology

1. Formulation and review of national policies on Science and Technology (S & T) in pursuance of national objectives and plans.
2. Implentation of recommendations of the National Committees on Science and Technology.
3. Matters relating to National bodies on S & T.
4. S & T related research, development and similar areas and coordination among the users.
5. Co-ordination of areas of S & T in which other Ministries/ Divisions have interest and capabilities.
6. Undertaking Promotional activities and financially sponsoring of S & T surveys, research, design and development where necessary in coordination with concerned persons, organisations, national and international agencies.
7. Commercialisation of S & T services and formulation of guidelines for making it easily accessible to the people and observation of its implementation.
8. Undertaking appropriate steps for integrating Bangladesh with the current S & T related development initiatives in the international arena.
9. Secretariat administration including management of assets (financial, human resource, movable/immovable properties and Key Point Installation).
10. Administration and control of subordinate offices and organisations.
11. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
12. All laws, rules, circulars on subjects allotted to this Ministry.
13. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.

14. Undertaking all other measures needed for the promotion of S & T and making its services availble at the door steps of the citizen.

15. Matters relating to:

(i) Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC)

(ii) Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR)

(iii) National Institute of Biotechnology (NIB)

(iv) Bangladesh National Scientific and Technical Documentation Centre (BANSDOC)

(v) Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novo Theatre (BSMRNT)

(vi) National Museum on Scienc and Technology (NMST) (vii) Oceanographic Science

16. Regulation and development of Nuclear Power including generation of electricity from any Nuclear Power Plant (up to the point of integration to the national grid).

17. Regulation and development of Radio active source and nuclear fuel.

18. Construction and installation of S & T infrastructure, supervision of all other areas excluding ICT.

19. Observation of National Science week in collaboration with the researc bodies/educational institutions.

20. Matters concerning domestic/appropriate technology particularly the ventures including the commercialization of technology.

21. All other measures needed for the promotion of S&T and their application to the development and security of the nation.

45. Ministry of Information & Communication Technology

1. Policy matters relating to Information and Communication Technology (ICT) in pursuance of National objectives and plans.

2. Implementation of recommendations of Digital Bangladesh Task Force and matters relating to National bodies on ICT.

3. Co-ordination of areas of ICT with other Minisrty/Divisions.

4. Undertaking Promotional activities and financially sponsoring of CIT surveys, research, design and development where necessary in coordination with concerned persons, organisations, national and international agencies.

5. Commercialisation of ICT services and formulation of guidelines for making it easily accessible to the people and observation of its implementation.

6. Undertaking appropriate steps integrating Bangladesh with the current ICT related development initiatives in the international arena.

7. Secretariat administration including management of assets (financial human resource, movable/immovable properties and Key Point Installation).

8. Matters relating to:-

   (i) Bangladesh Computer Council;

   (ii) Hi-Tech Park Authority;

   (iii) Office of the Controller of Certifying Authority;

   (iv) Aministration and control of subordinate offices and organisations.

9. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.

10. All laws, rules, circulars on the subjects allotted to this Ministry.

11. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.

12. Undertaking all other measures needed for the promotion of ICT and making its services available at the door steps of the citizen.

13. All other measures needed for the promotion of ICT and their application to the development and security of the nation.

14. Assistance to other Ministries/Divisions for the promotion of E-Governance, E-Infrastructure, E-Health, B-Commerce and similar other areas.

15. Initiative on bridging the Digital Divide." ।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ বৈশাখ, ১৪১৮/২৮ এপ্রিল, ২০১১

এস. আর. ও. নম্বর ১০২-আইন/২০১১-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৩.২০১১।- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথাঃ-

উপরি-উক্ত Rules এর Sechdule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এর '11. MINISTRY OF COMMUNICATION SL. NO এবং তদ্‌বিপরীতে উল্লিখিত শিরোনাম এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ SL.NO. 11 শিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"11. MINISTRY OF COMMUNICATION

A. Roads Division:

1. Formulation of policies regarding roads and road transport and other road related transport like BRT.
2. Development, improvement and maintenance of national highways, regional highways, district roads and other important roads including, bridges, culverts and other road related transport like BRT etc.
3. Matters relating to (a) Roads and Highways Department (RHD), (b) Bangladesh Road Transport Corporation (BRTC), (c) Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) & (d) Dhaka Transport Co-ordination Board (DTCB).
4. Road Transport co-ordination.
5. Monitor & Survey in the field of road transport, compulsory insurance of motor vehicles and mechanically propelled vehicles.
6. Promotion of transport co-operation and institutions for development and management of road transport.
7. Administration of B.C.S (Roads and Highways) cadres.
8. Matters relating to development and investment programmes and revenue budget of road and road transport.
9. Determination and enforcement of safety standards.
10. Secretariat administration including financial matters.
11. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.
12. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
13. All laws on subjects allotted to this Division.
14. Inquiries and Statistics on any of the subjects allotted to this Division.
15. Fees and tolls in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts.
16. Construction of tunnel bellow 1500m under surface and river.

B. Railways Division:

1. Formulation of policies regarding Bangladesh Railway and other Rail related Transport like MRT, Metro etc.
2. Development, improvement and maintenance of Bangladesh Railway and other Rail related Transport like MRT, Metro etc.
3. Matters relating to (a) Bangladesh Railway Authority, (b) Bangladesh Railway & (c) Department of Railway Inspection.
4. Railway Transport co-ordination.
5. Monitor & Survey in the field of railway transport.
6. Promotion of transport co-operation and institutions for development and management of railway transport.
7. Administration of B.C.S (Railway: Engineering) and B.C.S (Railway: Transportation and Commercial) cadres.
8. Constitution and reconstitution of BRA.
9. Matters relating to development and investment programmes and revenue budget of Bangladesh Railway.
10. Determination and enforcement of safety standards.
11. Secretariat administration including financial matters.
12. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.
13. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
14. All laws on subjects allotted to this Division.
15. Inquiries and Statistics on any of the subjects allotted to this Division.
16. Fees and tolls in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts.

C. Bridges Division:

1. All matters relating to planning (including feasibility study) implementation, monitoring and evaluation of construction of bridges of 1500m or over, toll road, flyover, expressway, causeway, link road etc.
2. Undertake steps to secure required funds both from external and internal sources for the implementation of such plan.
3. Take all necessary steps to enter into agreements with various agencies for securing funds for the implementation of the bridge projects and other projects Jamuna Multipurpose Bridge subject to the approval of the Government.
4. Enter in to Contracts/agreements with contractors and consultants as approved by the Government for the execution of different components of such projects.

5. Operation and maintenance of the Multipurpose Bridges and other projects and allow other agencies like Bangladesh Railway, GTCL, PDB and T&T Board, mobiles operator etc. to operate and maintain their facilities located within the designated area and enter into contracts with concerned agencies including private concerns for these purposes.
6. Determine and collect tolls for various classes of traffic using the Multipurpose Bridges, Toll Roads etc.
7. Take steps to secure and control development within the designated areas and controlled zones at the entry and exit terminal ends of the Multipurpose Bridges.
8. Employ and use traffic officers and other officials to enforce the by-laws, collect tolls and carry out such duties as the Division may consider necessary to discharge its functions.
9. Appointment, promotion and administration of all officers and staffs in NNS grade 10—20.
10. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
11. All laws on subjects allotted to this Division.
12. Inquiries and Statistics on any of the subjects allotted to this Division.
13. Fees and tolls in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts.
14. Secretariat administration including financial matters.
15. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.
16. Matters relating to Bangladesh Bridge Authority.”

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

এম আবদুল আজিজ এনডিসি
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ মাঘ, ১৪২১/২৩ জানুয়ারি, ২০১৫

নং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০২.০০১.২০১০.১১ সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, সউদি আরবের মহামান্য বাদশাহ্, বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু, বাদশাহ্ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ আল-সউদের ইন্তেকালে ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ শনিবার বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন করা হবে।

২। এ উপলক্ষে আগামীকাল ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ শনিবার বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

৩। সউদি বাদশাহর রুহের মাগফেরাতের জন্য আগামীকাল ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ শনিবার বাংলাদেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁর আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ, ১৪২১/২৯ এপ্রিল, ২০১৪

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.১৪.৬১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন প্রাইভেটাইজেশন কমিশন এবং বিনিয়োগ বোর্ডকে একীভূতকরণের লক্ষ্যে বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য ‘প্রাইভেটাইজেশন কমিশন ও বিনিয়োগ বোর্ড একীভূতকরণের প্রস্তাব প্রণয়ন কমিটি’ নামে নিম্নরূপভাবে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করেছে:

(ক) প্রাইভেটাইজেশন কমিশন ও বিনিয়োগ বোর্ড একীভূতকরণের প্রস্তাব প্রণয়ন কমিটি:

ক্রম	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বিধি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
২.	জনাব এ এইচ এম আফজাল হোসেন এনডিসি, পরিচালক (যুগ্মসচিব), প্রাইভেটাইজেশন কমিশন	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, যুগ্মসচিব (বিধি ও সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৪.	জনাব তৌহিদুর রহমান খান, পরিচালক (যুগ্মসচিব), বিনিয়োগ বোর্ড	সদস্য
৫.	জনাব নীতিশ চন্দ্র সরকার, উপসচিব (স.ও ব্য.-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর, পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৭.	খোরশেদা ইয়াসমীন, উপসচিব (বিধি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি:

(১) প্রাইভেটাইজেশন কমিশন ও বিনিয়োগ বোর্ড সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাপূর্বক সংস্থা দু’টিকে একীভূত করে নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন;

(২) একীভূত প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সমন্বিত সাংগঠনিক কাঠামোর খসড়া প্রণয়ন।

(গ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

(ঘ) **কমিটি** আগামী তিন মাসের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট দাখিল করবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি অধিশাখা এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(খোরশেদা ইয়াসমীন)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪২০/০৬ ডিসেম্বর, ২০১৩

নং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০২.০০১.২০১০-১১৮ সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী মহান নেতা ও বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু নেলসন ম্যান্ডেলার মৃত্যুতে ০৭ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে ০৯ ডিসেম্বর ২০১৩ (শনি, রবি ও সোমবার) তিন দিন রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন করা হবে। উল্লিখিত দিনসমূহে বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও ভবন, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ /২৬ নভেম্বর, ২০১২

নং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০২.০০১.২০১০-১২৮-গত ২৪ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকার উপকণ্ঠে আশুলিয়ায় একটি তৈরি পোশাক কারখানায় সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১২ জন কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। একই দিনে চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট এলাকায় নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের গার্ডার ভেঙে ১৪ জন নিহত হয়েছেন। উক্ত দু'টি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে আজ ২৬-১১-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

২। সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, উক্ত দু'টি দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে আগামীকাল ২৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখ মঙ্গলবার জাতীয় পর্যায়ে শোক পালন করা হবে। এ উপলক্ষে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবনে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। দেশের সকল মসজিদে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত এবং মন্দির, প্যাগোডা, গীর্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে নিহতদের আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নম্বর-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৩.২০১০.৫৪

তারিখ ২৭ চৈত্র ১৪২০ / ১০ এপ্রিল ২০১৪

পরিপত্র

বিষয়: মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁর পর্যায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয়সমূহ প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন এবং দক্ষতার সঙ্গে কার্যাদি নিষ্পন্ন করার স্বার্থে সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁর পর্যায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয়সমূহ প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণ:

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)।

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

৪। মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিবৃন্দের একান্ত সচিব।

৫। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

৬। উপসচিব (আইসিটি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
<u>মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ</u>

নম্বর:-০৪.৪২৩.০২২.০২.০৬.০০১.২০১২.**৪৬**

তারিখ ৩০ বৈশাখ ১৪২০ / ১৩ মে ২০১৩

<u>পরিপত্র</u>

বিষয়: <u>বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এয়ারকুলার সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ব্যবহার এবং আবহাওয়া অনুযায়ী পোশাক পরিধান সংক্রান্ত।</u>

বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সকল এয়ারকুলার সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ব্যবহার সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ হতে ইতঃপূর্বে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে।

২। এ ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ইতঃপূর্বে এ মর্মে পরিপত্র জারি করা হয়েছে যে, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল পুরুষ কর্মকর্তা মার্চ-নভেম্বর সময়ে আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা না থাকলে স্যুট-টাই পরিধান না করে অফিসে প্যান্ট-শার্ট (অর্ধ/পুরা হাতা) পরিধান করবেন।

৩। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এয়ারকুলারের তাপমাত্রা সম্পর্কে সরকারি-বেসরকারি সকলের জন্য প্রযোজ্য উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত এবং গ্রীষ্মকালীন পোশাক সম্পর্কে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য উল্লিখিত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

৪। সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এয়ারকুলারের তাপমাত্রা ও গ্রীষ্মকালীন পোশাক সংক্রান্ত উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হল। এয়ারকুলারের তাপমাত্রা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে অবহিতকরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে অবহিতকরণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে অনুরোধ করা হল।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

<u>বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)। তাঁর বিভাগের সকল জেলা প্রশাসককে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল।
৫। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
৬। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। তাঁকে পরিপত্রটি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে জরুরি ভিত্তিতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।
৭। যুগ্মসচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৮। মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রিগণের একান্ত সচিব।
৯। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১০। প্রোগ্রামার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। তাঁকে পরিপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০৬.০০১.২০১২-৭০ তারিখ ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০ / ০৫ জুন ২০১৩

পরিপত্র

বিষয়ঃ কর্মকর্তাদের অফিসে পরিধেয় পোশাক।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখের মপবি-১৬/১/৯১-বিধি/১৩৮ সংখ্যক পরিপত্রের মাধ্যমে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার পুরুষ কর্মকর্তাগণকে মার্চ-নভেম্বর সময়ে আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে স্যুট-টাই পরিধান না করিয়া অফিসে প্যান্ট, শার্ট (অর্ধ/পুরাহাতা) পরিধানের নির্দেশনা প্রদান করা হয় (কপি অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

২। উপরি-উক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পুনরায় অনুরোধ করা হইল।

(মোঃ আবদুল ওয়াদুদ)
যুগ্মসচিব (বিধি ও সেবা)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)। তাঁহার বিভাগীয় সকল জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইল।

৫। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। তাঁহাকে পরিপত্রটি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে জরুরি ভিত্তিতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানানো হইল।

৬। যুগ্মসচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৭। মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রিগণের একান্ত সচিব।

৮। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-০৪.৪২৩.০২১.০১.০১.০০১.২০১১-৬২

তারিখ ২৩ আষাঢ় ১৪১৮ / ০৭ জুলাই ২০১১

বিষয়: **জাতির পিতার প্রতিকৃতি।**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী (২০১১ সনের ১৪ নম্বর আইন) অনুযায়ী জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করার নিম্নরূপ বিধান করা হয়েছেঃ

"৪ক। **জাতির পিতার প্রতিকৃতি। -** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।"

২। জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন সংক্রান্ত সংবিধানের উপর্যুক্ত বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন এবং অধস্তন অফিসসমূহে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো। এ সংক্রান্ত পূর্বের সকল আদেশ, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

এম আবদুল আজিজ এনডিসি
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণঃ

১। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)।

৩। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

৫। প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর।

৬। মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রিগণের একান্ত সচিব।

৭। মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রিগণের একান্ত সচিব।

৮। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণের একান্ত সচিব।

৯। এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০১.১৪-১৩৯

তারিখ ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২১ / ২০ নভেম্বর ২০১৪

বিষয়: মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে বিদেশে গমন ও দেশে প্রত্যাগমনের সময় বিমানবন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরে সফরকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে বিগত ১৮ নভেম্বর, ২০০১ তারিখের মপবি-৩/১/২০০১-বিধি/১৩৯ সংখ্যক স্মারকে জারিকৃত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ-মন্ত্রিগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে বিদেশে ও দেশের অভ্যন্তরে সফরকালীন অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সংশোধনপূর্বক সরকার নিম্নরূপ নতুন নির্দেশাবলি জারি করছে:

মন্ত্রী/মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রিগণের রাষ্ট্রাচার

বিদেশ সফর:

মন্ত্রী/মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীর বিদেশ সফরকালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন।

দেশের অভ্যন্তরে সফর:

(১) দেশের অভ্যন্তরে সফরকালে মন্ত্রী/মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তনস্থলে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন।

(২) জেলা সদরে যথাসম্ভব জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ের জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা মন্ত্রীকে আগমন ও বিদায়ের স্থানে অভ্যর্থনা ও বিদায় সংবর্ধনা জানাবেন।

(৩) জেলা সদরে উপস্থিত থাকার জন্য জেলা প্রশাসক অথবা পুলিশ সুপারের নিজের সরকারি সফর বাতিল বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সংবর্ধনা জানাবেন। তবে, জেলা প্রশাসক পূর্বেই নিজের সফরসূচি জারি করে থাকলে মন্ত্রীর সফরসূচি পাওয়ার পরই মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হবেন যে, জেলা প্রশাসকের সদরে থাকা আবশ্যক কিনা। মন্ত্রী এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক তাঁর সফরসূচি বাতিল করবেন।

(৪) উপজেলা সদর অথবা উপজেলার অন্য কোন স্থানে মন্ত্রীর সফরকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ের জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সংবর্ধনা জানাবেন। আবশ্যক না হলে জেলা প্রশাসক কিংবা পুলিশ সুপারের এক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই।

(৫) মন্ত্রীর আগমন ও প্রস্থানের সময় আবশ্যক না হলে বিমানবন্দর বা রেলওয়ে স্টেশনে জেলা প্রশাসক, ঢাকা/চট্টগ্রাম-এর উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনারের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

(৬) মন্ত্রিগণের আগমন ও প্রস্থানের সময় বিভাগীয় কমিশনার অথবা সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিআইজি)-এর উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। বিভাগীয় কমিশনার সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকলে মন্ত্রীর আগমনের পর তিনি তাঁর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে পারেন।

(৭) মন্ত্রিগণের সফরসূচি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৮) দেশের অভ্যন্তরে মন্ত্রীর রেলযোগে ভ্রমণকালীন রেলওয়ে পুলিশ নিম্নোল্লিখিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করবে:

(ক) মন্ত্রীর সফরসূচি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে পুলিশ সুপার তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট রুটের সকল পুলিশ স্টেশন/ফাঁড়িকে অবহিত করবেন।

(খ) যে স্টেশনে মন্ত্রী ট্রেন হতে অবতরণ এবং ট্রেনে পুনরায় আরোহণ করবেন অথবা কোন জংশনে যে স্থানে ট্রেন বদলের প্রয়োজন হবে সেসব স্থানে পুলিশের একজন পরিদর্শক/উপ-পরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন।

(গ) রেলযোগে চট্টগ্রামে গমন ও প্রস্থানের সময় সেখানে চট্টগ্রাম রেলওয়ের পুলিশ সুপার উপস্থিত থাকবেন।

প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের রাষ্ট্রাচার

বিদেশ সফর:

প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর বিদেশ সফরকালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের একজন যুগ্মসচিব/উপসচিব বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন।

দেশের অভ্যন্তরে সফর:

(১) দেশের অভ্যন্তরে সফরকালে প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তনস্থলে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন।

(২) জেলা সদরে জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণকে আগমন ও বিদায়ের স্থানে অভ্যর্থনা ও বিদায় সংবর্ধনা জানাবেন।

(৩) উপজেলা সদরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/তিনি উপস্থিত না থাকলে তার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও একজন সহকারী পুলিশ সুপার/তিনি উপস্থিত না থাকলে তার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সংবর্ধনা জানাবেন।

(৪) প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণের সফরসূচি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৫) দেশের অভ্যন্তরে প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর রেলযোগে ভ্রমণকালীন রেলওয়ে পুলিশ নিম্নোল্লিখিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করবে:

(ক) প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর সফরসূচি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে পুলিশ সুপার তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট রুটের সকল পুলিশ স্টেশন/ফাঁড়িকে অবহিত করবেন;

(খ) যে স্টেশনে প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী ট্রেন হতে অবতরণ এবং ট্রেনে পুনরায় আরোহণ করবেন অথবা কোন জংশনে যে স্থানে ট্রেন বদলের প্রয়োজন হবে সেসব স্থানে পুলিশের একজন উপ-পরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন;

(গ) চট্টগ্রামে রেলযোগে গমন ও প্রস্থানের সময় সেখানে চট্টগ্রাম রেলওয়ের পুলিশ সুপার/ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বা পরবর্তী জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন।

<u>সাধারণ নির্দেশাবলি:</u>

(১) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণের সফরসূচি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে। সফরসূচিতে কোন পরিবর্তন হলে তাও যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

(২) সফরসূচি প্রণয়নের সময় সফরটি সরকারি, না ব্যক্তিগত তা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণের দপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অবহিত করতে হবে। সরকারি সফরের সময় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণের জন্য যানবাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ব্যক্তিগত সফরের জন্য যানবাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হলে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণকে প্রচলিত নিয়মে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

(৩) একান্ত ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক সফরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্বাভাবিক সরকারি কাজকর্মের পাশাপাশি একজন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, জনসভা ইত্যাদিতে যোগদান করতে পারেন। তবে, প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী প্রচার অভিযানের অংশ হিসাবে জনসভায় ভাষণ দান ও রাজনৈতিক কর্মীদের সভায় যোগদান ব্যক্তিগত ভ্রমণ হিসাবে গণ্য হবে।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০১.১৪.১৩৯

তারিখ ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২১ / ২০ নভেম্বর ২০১৪

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ... (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।

৩। কমিশনার, ...বিভাগ। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে অনুলিপি প্রেরণের অনুরোধসহ।

৪। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

৫। যুগ্মসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৬। মন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ...

৭। উপসচিব (আইসিটি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।

৮। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব।

(মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০৯.০০১.২০১১-৩৫

তারিখ ২৭ চৈত্র ১৪১৭ / ১০ এপ্রিল ২০১১

বিষয়: মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ২৩ মার্চ, ২০০৯ তারিখের মপবি-১/৭/৮৬-বিধি/৪৯নং স্মারকের নির্দেশাবলী সংশোধনপূর্বক সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সফরে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা ও বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকিবেনঃ

(১) মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠতম ২ জন মন্ত্রী।
(২) মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ।
(৩) ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রধান।
(৪) স্বাগতিক দেশ/দেশসমূহের মিশন প্রধানগণ।
(৫) মন্ত্রিপরিষদ সচিব; মুখ্য সচিব; সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানগণ।
(৬) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
(৭) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
(৮) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
(৯) রাষ্ট্রপতির সচিব, রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব।
(১০) মহা-পরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর।
(১১) মহা-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর।
(১২) মহা-পুলিশ পরিদর্শক।
(১৩) রাষ্ট্রাচার প্রধান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মোঃ মঈন উদ্দিন
যুগ্ম সচিব

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সেনা বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ।
৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৪। সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
৫। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, আপন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৭। মহা-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর।
৮। মহা-পরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর।
৯। মহা পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
১০। রাষ্ট্রাচার প্রধান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১১। মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রিগণের একান্ত সচিব।
১২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব।
১৩। সিনিয়র সহকারী সচিব, সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

<u>সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার অধিশাখা সম্পর্কিত</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ/০৫ আগস্ট ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৪১.০০৯.১৪.২৭২—সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, পূর্ব-অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট জনবল কাঠামো সংবলিত প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের প্রধান কিংবা অন্যান্য পদে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদায় নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তির প্রাধিকার পৃথক আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত নয়, তাঁদের ক্ষেত্রে “The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973’-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী সংক্রান্ত ধারা ১৪ এবং স্বেচছাধীন মঞ্জুরি সংক্রান্ত ধারা ১৬ প্রযোজ্য হবে না।

২। বিদেশে রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনার ও অন্যান্য পদে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত ধারা ১৪ ও ১৬ ছাড়াও উক্ত আইনের দৈনিক ভাতা সংক্রান্ত ধারা ১০ এবং চিকিৎসা-সুবিধা সংক্রান্ত ধারা ১৩ প্রযোজ্য হবে না। তাঁরা প্রচলিত নিয়মে দৈনিক ভাতা ও চিকিৎসা-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

৩। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত/উপদেষ্টাবৃন্দ এবং জাতীয় সংসদের উপনেতার ক্ষেত্রে এ প্রজ্ঞাপন প্রযোজ্য নয়।

৪। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসেবা শাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসেবা শাখা

নং- ০৪.৪২২.০৪৮.০০.০৩.০১৮.২০১৩.**১১৮**

তারিখ ১০ আষাঢ় ১৪২০ / ২৪ জুন ২০১৩

পরিপত্র

বিষয়: The Ministers, Ministers of State and Deputy Minister (Remuneration and Privileges) Act, 1973 অনুসরণ সংক্রান্ত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের পারিতোষিক ও প্রাধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলি The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 (জুন, ২০১০ পর্যন্ত সংশোধিত) শীর্ষক আইনে সন্নিবেশিত রয়েছে। আইনটির হালনাগাদ কপি সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটেও এটি দেওয়া আছে। মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, বিশেষত মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রিগণের একান্ত সচিব ও সহকারী একান্ত সচিবগণের উক্ত আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

০২। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রাপ্ত কোন কোন পত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রিগণের প্রাধিকার সংক্রান্ত উপর্যুক্ত আইন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে সম্যক অবহিত নন।

০৩। এমতাবস্থায়, মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রিগণের প্রাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লিখিত আইনের যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত মাননীয় মন্ত্রিগণের একান্ত সচিব/ সহকারী একান্ত সচিবসহ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/ নির্দেশনা প্রদানের জন্য আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ ওসমান গনি)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৬০১২৬

বিতরণঃ

১। সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ)।

২। মাননীয় মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)।

আইন শাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
আইন কোষ
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.১১১.০০৪.০০.০২০.২০১২-২৮ তারিখ ২৪ ফাল্গুন ১৪১৮বঙ্গাব্দ / ০৭ মার্চ ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: বিজ্ঞ আদালতের রায়/ আদেশ/নির্দেশনা যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন ও এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ এবং অন্যান্য বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক বিভিন্ন মামলায় সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রদত্ত রায় (Judgment), আদেশ (Order) এবং নির্দেশনা (Directives) পাওয়ার পর এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে অনেক সময় সরকারের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়।

০২। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অনেক সময় মামলার কার্যক্রম এবং বিজ্ঞ আদালতের আদেশ, নির্দেশ ও রায় সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত হন না। কোন কোন ক্ষেত্রে মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনার বিষয়ে যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং তামাদি আইন দ্বারা বারিত হওয়ার কারণে আপীল করাও সম্ভব হয় না। ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসহ নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। আদালতের রায়/আদেশ/নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে কোন কোন সময় আদালত অবমাননা মামলার উৎপত্তি হয়। এতে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাগণকেও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

০৩। এমতাবস্থায়, বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক যে কোন মামলায় প্রদত্ত রায়/আদেশ/নির্দেশনা তাৎক্ষণিকভাবে দপ্তর প্রধানের নজরে আনা এবং যথাশীঘ্র সম্ভব আদালতের আদেশ/নির্দেশ রায়ের সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করতে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া বাঞ্জনীয়। সিনিয়র সচিব/সচিববৃন্দকে মন্ত্রণালয়/বিভাগেসমূহের সকল কর্মকর্তা এবং তাঁদের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণকে উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণঃ

১। সিনিয়র সচিব/সচিব
----------------------------------মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
--বিভাগ।
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)
--জেলা।

নম্বর-০৪.১১১.০০৪.০০.০২০.২০১২-২৮ তারিখ ২৪ ফাল্গুন ১৪১৮বঙ্গাব্দ / ০৭ মার্চ ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলঃ

০১। বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
০২। বিজ্ঞ সলিসিটর, সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ আশরাফুল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
আইন কোষ
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.১১১.০৩৫.০০.০০২.২০১০-৪২

তারিখ ২৫ চৈত্র ১৪১৮ বঙ্গাব্দ / ০৮ এপ্রিল ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় লিখিত জবাব (affidavit in opposition) প্রদান সম্পর্কে হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ।

রিট পিটিশন নম্বর ৬৪০৬/২০১০-এ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ এ মর্মে আদেশ প্রদান করেছেন যে, আদালত অনবরত এবং অব্যাহতভাবে লক্ষ্য করছেন যে, সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলায় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মকর্তাগণ কর্তৃক লিখিত জবাব (affidavit in oppostition) প্রায় ৯০%ক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয় না । ফলে, সরকারের বিপক্ষে মামলার রায় হয়। এতে জাতি, সরকার ও করদাতাগণের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীও এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী বলে প্রতীয়মান হয়।

০২। সরকারের বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলার জবাব তৈরি, মামলার বিষয়ে সরকারি কৌঁসুলীর সংগে যোগাযোগ, শুনানীর দিন কৌঁসুলীসহ আদালতে উপস্থিতি এবং মামলার বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তাদের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ সকল পদক্ষেপ সঠিক সময়ে ও যথাযথভাবে গ্রহণ করা হলে সরকারের স্বার্থ রক্ষা এবং মামলা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার নিরসন সম্ভব। সরকারের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার বিষয়ে বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল/সলিসিটর/জিপি/পিপি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং তাদেরকে মামলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাসময়ে সরবরাহ করা বাঞ্ছনীয়।

০৩। কোন মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে গেলে একই আদালতে রিভিউ/রিভিশন করার সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া রায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনবোধে উচ্চতর আদালতে আপিল করার বিধান রয়েছে। মামলার রায় ঘোষণার পর যথাশীঘ্র রায়ের নকলের জন্য আবেদন করা সমীচীন। রায়ের নকলের জন্য আবেদন করার তারিখ থেকে রায়ের নকল প্রাপ্তির তারিখ পর্যন্ত ব্যয়িত সময় আপিল করার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গণনা করা হয় না। অধস্তন কোর্টের রায়ের নকল পাওয়ার পর আপিলের যৌক্তিকতা (Statement of facts) তথ্য/উপাত্ত/প্রমাণকসহ রায়ের নকল এবং মামলা দায়েরে বিলম্ব হলে/তামাদি আইন দ্বারা বারিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্বের যথাযথ কারণ এবং বিলম্বের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার বর্ণনাসহ সলিসিটর অফিসে আপিলের জন্য পাঠাতে হয়।

০৪। লক্ষ্য করা গেছে যে, সরকারের পক্ষে যথেষ্ট কারণ ও যুক্তি থাকা সত্ত্বেও কেবল জবাব (Statement of facts) উপস্থাপনের অভাবে অনেক মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে যায়। আদালতে সরকার পক্ষে কৌঁসুলী উপস্থিত না থাকার কারণে কোন কোন সময় একতরফা রায় (ex parte decree) হয়। সে কারণে মামলার কার্যক্রম বিভিন্ন স্তরে পরিবীক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন হবে।

০৫। এমতাবস্থায়, সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত/প্রমাণকসহ লিখিত জবাব (affidavit in oppostition) যথাসময়ে সলিসিটর অফিস এবং বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ নিশ্চিত করণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সদা সতর্ক ও মনোযোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি কৌঁসুলীগণ যথাসময়ে উপযুক্ত আদালতে (affidavit in oppostition) উপস্থাপনপূর্বক সরকারের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। এ বিষয়ে সরকারের সচিববৃন্দকে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং তাদেঁর আওতাধীন সকল অধিদপ্তর /পরিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণ:

১। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,
---মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)---------------------------------------বিভাগ।
৪। জেলা প্রশাসক (সকল)---জেলা।

অনুলিপি:

১। বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট।
২। সলিসিটর, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
আইন কোষ
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.১১১.০৪.১৫-২৫২

তারিখ ০৬ কার্তিক ১৪২২ / ২১ অক্টোবর ২০১৫

পরিপত্র

বিষয়ঃ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইনের আলোকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর আইনি এখতিয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা এবং আইনে বিধান না থাকলে কারখানা বা স্থাবর সম্পত্তি সিলগালা না করা সম্পর্কে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ।

রিট পিটিশন নম্বর-৪০৭/২০১৫- এ মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেছেন:

"(4) Respondent No.6 being the Cabinet Secretary is directed to issue a Circular to all Executive Magistrates within 2 Months from the date of receipt of the copy of this Judgment to the effect that while exercising powers under Mobile Court Ain, 2009 and the relevant laws they must not exceed their lawful authority and must not put a factory or an immovable property under sealed lock and key unless authorized by the relevant law."

০২। মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে বা তাঁর প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা/কার্যালয়ে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল। ইতঃপূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারিকৃত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করার জন্যও অনুরোধ করা হল।

(মোহাম্মদ খালেদ-উর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৪৫৩৯
e-mail: law_cell@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব--------------------- মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)--------------------------------------বিভাগ।
৪। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)--জেলা।

অনুলিপি:

১। বিজ্ঞ সলিসিটর, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২। বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় অধিশাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

<u>পরিপত্র</u>

নং- ০৪.০০.৩১৩.০০০০.০৬০১৯..১২-১৭২(১৮০)

তারিখ ১৬ কার্তিক ১৪১৯ / ৩১ অক্টোবর ২০১২

বিষয়: **<u>সরকারি কাজে বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ</u>**।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়দপ্তরসমূহে বাংলা ভাষা ব্যবহারের/সংস্থা/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বানানরীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বানানের শুদ্ধতা সম্পর্কে যত্নবান হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনি সরকারি কাজে ভাষারীতির সমরূপতা রক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানরীতি ইতোমধ্যে পাঠ্যপুস্তকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুসৃত হচ্ছে। বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণের মাধ্যমে সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহারে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব।

২। এমতাবস্থায়, সরকারি কাজে সর্বত্র বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

৩। উপর্যুক্ত বিষয়টি নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে সকল মন্ত্রণালয়/সংস্থা/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট অভিধানসমূহের পর্যাপ্ত সংখ্যক কপি সংগ্রহ করতে পারে।

৪। জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মীর মোশাররফ হোসেন)
যুগ্মসচিব (মন্ত্রিসভা)
js_cm@cabinet.gov.bd

<u>বিতরণ:</u>
১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব(সকল) সচিব/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার/ বিভাগ।/মন্ত্রণালয়--------------------------------

তাঁর আওতাধীন অধিদপ্তরদপ্তরসমূহ /সংস্থা/ এবং কর্মকর্তাগণকেঅবহিতকরণের জন্য অনুরোধ জানানো হল।

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার বিভাগ।-------------------(সকল)
৫। জেলা প্রশাসক জেলা।------------------------(সকল)
৬। সকল কর্মকর্তামন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। ,

তাঁর আওতাধীন দপ্তরসমূহ এবং কর্মকর্তাগণকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ।

মন্ত্রিসভা-বৈঠক অধিশাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা

www.cabinet.gov.bd

নং-০৪.০০.০০০০.৩১১.৩১.০০৪.১৫.৫০৮.(৫৩)

তারিখ ২৩ আষাঢ় ১৪২২ / ০৭ জুলাই ২০১৫

বিষয়: মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রেরিত খসড়া আইন ও নীতিমালায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা, দপ্তর ও পদের সঠিক নাম এবং এ সকল আইন ও নীতিমালার খসড়া পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নাম ও পদবি পরিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধকরণ সংক্রান্ত।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত খসড়া আইন ও নীতিমালায় কোন কোন ক্ষেত্রে অধিদপ্তর, সংস্থা ও দপ্তরের নাম এবং কর্মকর্তাগণের পদবি সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয় না। ফলে, প্রস্তাবিত আইন ও নীতিমালার ভাস্য ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া, এ সকল আইন ও নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে আয়েজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবি এবং তাঁরা যে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন, সেগুলি নাম সভার কার্যবিবরণীতে কোন কোন ক্ষেত্রে অতি সংক্ষেপে কিংবা অস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করার কারণে সহজবোধ্য হয় না।

২। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে খসড়া আইন ও নীতিমালা প্রেরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা, দপ্তর ও পদের হালনাগদ নাম সঠিকভাবে উল্লেখ এবং এ সংকল আইন ও নীতিমালার খসাড় প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নাম ও পদিব এবং প্রতিষ্ঠানের নাম সভার কার্যাবিবরণীতে স্পষ্টাক্ষরে ও পরিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করার বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মনিরা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫১১০৩৪

১। মুখ্য সচিব ,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,
.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা

নং -০৪.৩১১.০৩১.০১.০০.০০১.২০১০.৮৮৭(৫১)

তারিখ ৩১ কার্তিক ১৪১৯ / ১৪ নভেম্বর ২০১২

বিষয়: মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপের সঙ্গে 'প্রেস ব্রিফ' প্রেরণ।

মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে বৈঠকে বিবেচিত বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করা হয়। মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণকালে এর সঙ্গে একটি 'প্রেস ব্রিফ' অর্থাৎ গণমাধ্যমকর্মীদের অবহিতকরণের জন্য উপস্থাপিত বিষয়ের অতি সংক্ষিপ্ত সার সংযুক্ত করা হলে গণমাধ্যমকে তা আরও কার্যকরভাবে জানানো সম্ভব। উল্লেখ্য, সংসদীয় পদ্ধতি তথা মন্ত্রিসভা-শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান এরূপ বিভিন্ন দেশে মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিসভার কমিটির বিবেচনার জন্য প্রেরিত সারসংক্ষেপের সঙ্গে 'প্রেস ব্রিফ' প্রেরণের বিধান রয়েছে।

২। উক্ত প্রেস ব্রিফ অর্ধ পৃষ্ঠা হতে এক পৃষ্ঠার মধ্যে বুলেট পয়েন্টে প্রস্তুত করা যেতে পারে এবং তাতে সারসংক্ষেপে প্রদত্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট, মূল বিষয়বস্তু, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপকারভোগীর ধরন ও সংখ্যা, ক্ষেত্রবিশেষে আর্থিক সংশ্লেষ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার/জনগণ জানতে আগ্রহী হতে পারেন এমন প্রাসঙ্গিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের পর ব্রিফটি হালনাগাদ করার প্রয়োজন হলে সংশোধিত ব্রিফ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আগের দিন পর্যন্ত এ বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে।

৩। বর্ণিত পরিপ্রেক্ষিতে, মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ প্রেরণকালে এর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি একটি 'প্রেস ব্রিফ' সংযুক্ত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মনিরা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫১১০৩৪

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব
....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা

স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.৩১১.৩১.০০৪.১৩-১৩১(৫৫)

তারিখ ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ / ২৫ মাঘ ১৪১৯

বিষয়: মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণ, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অংশগ্রহণ এবং মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি।

মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণ, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অংশগ্রহণ এবং মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে বিভিন্ন বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এ সকল বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের অনুরোধ জানিয়ে ইতঃপূর্বে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পত্র দেওয়া হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২। বর্ণিত অবস্থায়, উল্লিখিত বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের সুবিধার্থে এ সংক্রান্ত করণীয় বিষয়াদির একটি তালিকা এবং মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণকালে অনুসরণের জন্য একটি চেকলিস্ট নির্দেশিত হয়ে এ পত্রের সঙ্গে পুনরায় প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: বর্ণনা অনুযায়ী ৩ (তিন) পাতা।

(মনিরা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
৯৫১১০৩৪

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব।

২। সিনিয়র সচিব

.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব

.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

পত্রটির অনুলিপি তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল শাখা/অধিশাখা/সেলের গার্ডফাইলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ।

মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংশ্লিষ্ট বিষয়সমুহে অনুসরণীয় বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি

ক। মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ:

০১। কোন বিষয় মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বেই নিশ্চিত হতে হবে যে, -

(ক) বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী বিষয়টি মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনযোগ্য। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ৪(২), ১৬, ২৫, ২৬ ও ২৭ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮-এর নির্দেশ ১১৫(১), ২২৫, ২৩২(৩) ও ২৩৩(৪)];* এবং

(খ) বিষয়টি উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর প্রথম তফসিল]*

০২। বিবেচ্য বিষয়টি সুস্পষ্ট ও যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি স্মারকলিপি (সারসংক্ষেপ) আকারে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে। সারসংক্ষেপের দৈর্ঘ্য সাধারণভাবে তিন পৃষ্ঠার বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮-এর নির্দেশ ১০৩]*

০৩। পরস্পর সংশ্লিষ্ট না হলে একটি সারসংক্ষেপে একাধিক বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করা যাবে না।

০৪। বিবেচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট, প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি, যৌক্তিকতা ও সিদ্ধান্তের বিষয়সমূহ (points for decision) সারসংক্ষেপে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

০৫। মন্ত্রিসভার নিকট কী সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে তা সারসংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

০৬। সারসংক্ষেপ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং সারসংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদে তাঁর সম্মতির বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

০৭। উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সারসংক্ষেপের শেষে স্বাক্ষর এবং অন্যান্য পৃষ্ঠায় অনুস্বাক্ষর করবেন। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১) ও ২(১)(জে) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮-এর নির্দেশ ২(২৫)]*

০৮। বিবেচ্য বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি ‘সংলাগ’ হিসাবে সারসংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

০৯। বিবেচ্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে হবে। প্রাপ্ত পরামর্শ সংক্ষিপ্ত আকারে সারসংক্ষেপে উল্লেখ এবং পরামর্শ সংবলিত পত্র/নোটশিটের অনুলিপি সংলাগ হিসাবে সারসংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। প্রাপ্ত পরামর্শের সঙ্গে একমত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তার উল্লেখ এবং একমত না হয়ে থাকলে না হওয়ার যুক্তি সারসংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪এ, ১৯(২) ও ১৯(৩) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮-এর নির্দেশ ১৪৭-১৬২]*

১০। কোন বিষয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি বা অন্য কোন কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণের আবশ্যকতা থাকলে তা গ্রহণপূর্বক সংক্ষিপ্ত আকারে সারসংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কিংবা উদ্ধৃতাংশের সত্যায়িত অনুলিপি সংলাগ হিসাবে সারসংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

১১। আইন, নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন/জারির প্রস্তাব করা হলে তার একটি খসড়া সংলাগ হিসাবে সারসংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

১২। আইন, নীতি ইত্যাদি সংশোধনের প্রস্তাব করা হলে প্রস্তাবিত সংশোধনীর খসড়া; বিদ্যমান বিধান, প্রস্তাবিত সংশোধনী ও সংশোধনের যৌক্তিকতা সংবলিত একটি তুলনামূলক বিবরণী; এবং বিদ্যমান আইন, নীতি ইত্যাদির কপি সংলাগ হিসাবে সারসংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। তুলনামূলক বিবরণীতে সংশোধন/সংযোজন/প্রতিস্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত শব্দ/বাক্যের প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সে অংশ মোটা হরফে (bold font) মুদ্রণ করা বাঞ্ছনীয় হবে।

১৩। আইন প্রণয়নের প্রস্তাব মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কিংবা কোন চুক্তি/আইনগত দলিল মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সময় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষিত (vetted) খসড়ার অনুলিপি ও সংশ্লিষ্ট নোটশিটের অনুলিপি সারসংক্ষেপের সঙ্গে সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করতে হবে। *[সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮-এর নির্দেশ ২২৯]*

১৪। সংলাগ হিসাবে কোন সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করা হলে সে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকাও সংযুক্ত করতে হবে।

১৫। সারসংক্ষেপের সঙ্গে একাধিক সংলাগ থাকলে মন্ত্রিসভা কর্তৃক বিবেচ্য মুখ্য সংলাগটি (যেমন- আইন প্রণয়নের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আইনের খসড়া, প্রতিবেদন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের কপি, ইত্যাদি) সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সংযুক্ত করতে হবে।

১৬। সকল সংলাগ সংখ্যা বা বর্ণ সংবলিত ও ক্রমানুসারে সজ্জিত পতাকা দ্বারা চিহ্নিত এবং সারসংক্ষেপের যথাস্থানে সংলাগের উল্লেখ করতে হবে। সংলাগের ভেতর পরিশিষ্ট থাকলে তা এমনভাবে চিহ্নিত করতে হবে যাতে কোনরূপ সংশয়ের সৃষ্টি না হয়।

১৭। সারসংক্ষেপ A4 আকারের সাদা কাগজে প্রস্তুত করতে হবে। সারসংক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কাগজের বাম দিকে ৩ সেন্টিমিটার ও অন্যান্য দিকে ২ সেন্টিমিটার এবং উভয় পৃষ্ঠা ব্যবহার করে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার বাম দিকে ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ডান দিকে ৩ সেন্টিমিটার ও অন্যান্য সকল দিকে ২ সেন্টিমিটার মার্জিন রাখতে হবে। এ নিয়ম সংলাগসমূহের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব অনুসরণ করতে হবে। [স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য বাঁধাই করার সুবিধার্থে যথাযথ মার্জিন রাখা একান্ত প্রয়োজন]

১৮। সারসংক্ষেপ ও এর সংলাগসমূহের ছাপা স্পষ্ট এবং ফন্টের আকার অন্তত ১৩ হতে হবে।

১৯। সারসংক্ষেপ এবং এর সংলাগসমূহ স্পাইরাল বাইন্ডিং বা অন্য কোনভাবে বই আকারে বাঁধাই না করে বাম দিকের উপরের কোণায় স্ট্যাপলার দিয়ে বা সেলাই করে একসঙ্গে আটকাতে হবে। [স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য বাঁধাই করার সুবিধার্থে]

২০। বিবেচ্য বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা পাঁচটির বেশি না হলে ৭২ কপি এবং এই সংখ্যা পাঁচটির বেশি হলে সে অনুসারে অতিরিক্ত সংখ্যক সারসংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সারসংক্ষেপের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

২১। প্রতি সোমবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকের আলোচ্যসূচিভুক্ত করার জন্য পূর্ববর্তী বুধবারের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে। এ সময়ের পরে প্রেরিত অতি জরুরি কোন বিষয় মন্ত্রিসভা- বৈঠকের আলোচ্যসূচিভুক্ত করতে হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(৪)]*

২২। সারসংক্ষেপ একটি অগ্রায়ণপত্রসহ এবং গোপনীয়তা রক্ষার নিয়মাবলী অনুসরণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখার সিনিয়র সহকারী সচিবের নিকট (কক্ষ-২০২, ভবন-১, বাংলাদেশ সচিবালয়) প্রেরণ করতে হবে। একইসঙ্গে মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখায় সারসংক্ষেপের সফ্‌ট কপি এবং প্রেস ব্রিফিং-এর প্রিন্ট ও সফ্‌ট কপি প্রেরণ করতে হবে।

২৩। নিচে প্রদর্শিত কাঠামো অনুসরণে সারসংক্ষেপের নির্দিষ্ট স্থানে যথাযথভাবে ‘অতি গোপনীয়’, কপির ক্রমিক সংখ্যা, উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম, ‘মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ’, নথি নম্বর, তারিখ, বিষয় ইত্যাদি লিখতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৪(১) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকার পরিচ্ছেদ-১৩, ১৪]*

অতি গোপনীয়

......কপির........নম্বর কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

....

(মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম)

মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ

নম্বর: তারিখ:----------------------

বিষয়: ....।

....
....।

২। ....
....।

..। ....
....।

..। ....
....।

..। ....
....।

..। *(সারসংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদে মন্ত্রিসভার নিকট কী সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে। আইন/অধ্যাদেশের খসড়ার ক্ষেত্রে নীতিগত/চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়টি উল্লেখ করা সমীচীন হবে।)* ....
.........।

..। ....*মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী সারসংক্ষেপটি দেখেছেন, অনুমোদন করেছেন এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।*

(সচিবের স্বাক্ষর)
(নাম)
(পদবি)

খ। মন্ত্রিসভা-বৈঠক:

০১। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের নোটিশ, সারসংক্ষেপ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র 'অতি গোপনীয়' শ্রেণিভুক্ত বিধায় এগুলির গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রেরিত এসকল কাগজপত্র সংবলিত খাম প্রাপক নিজে খুলবেন বা তাঁর সম্মুখে খুলতে হবে। প্রাপক এসকল কাগজপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপদ হেফাজত নিশ্চিত করবেন। এসকল কাগজপত্র ফটোকপি বা অন্য কারও নিকট হস্তান্তর করা যাবে না। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৪(১) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকার পরিচ্ছেদ-২১-এর অনুচ্ছেদ ৩৮]*

০২। আমন্ত্রণ ব্যতিরেকে কেউ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থিত হবেন না এবং যে বিষয় বিবেচনাকালে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সে বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বিবেচনাকালে বৈঠক-কক্ষে অবস্থান করবেন না।

০৩। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে কোন বিষয় বিবেচনাকালে বিষয়টির উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তার উপস্থিতি আবশ্যক হলে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২১(৫)(২)]*

০৪। কোন বিষয় মন্ত্রিসভার অবগতির জন্য উপস্থাপনকালে যথাসম্ভব সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হবে।

০৫। কোন বিষয় মন্ত্রিসভা-বৈঠকে বিবেচিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সারসংক্ষেপ বৈঠক-কক্ষে রেখে যেতে হবে। কোন কারণে তা সম্ভব না হলে গোপনীয়তা রক্ষা করে যথাশীঘ্র সম্ভব সারসংক্ষেপটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ফেরত পাঠাতে হবে।

গ। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত:

০১। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবকে পত্র দিয়ে অবহিত করা হয়। এ পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাপ্তিস্বীকারপত্রটি প্রাপক নিজে স্বাক্ষর করবেন। স্বাক্ষরিত ও যথাযথভাবে পূরণকৃত প্রাপ্তিস্বীকারপত্রটিতে ডাইরি নম্বর লিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ফেরত পাঠাতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২১(৭) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকার পরিচ্ছেদ-৪৪]*

০২। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সংবলিত পত্রটি সচিব নিজ হেফাজতে সংরক্ষণ করবেন। এ সকল পত্রের তালিকা একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। সচিব কার্যভার হস্তান্তরকালে এ সকল পত্র উত্তরসূরির নিকট হস্তান্তর করবেন। হস্তান্তরকরণ সার্টিফিকেটের কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৪(৩) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকার অনুচ্ছেদ-৫৪ ও সংলাগ-৫]*

০৩। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে সরকারের সিদ্ধান্ত হিসাবে উল্লেখ করে তা পৃথক পত্র দ্বারা বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সংবলিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্রটি বা তার ফটোকপি কারও নিকট প্রেরণ করা যাবে না। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৩(২)]*

০৪। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ/সমন্বয় করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৩(১) ও ২৩(৩)]*

০৫। কোন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণসহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন প্রতি মাসের চার তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে (মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ অধিশাখায়) প্রেরণ করবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৩(৪)]*

মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণকালে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ব্যবহারের জন্য চেকলিস্ট

(অনুসরণীয় বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতির তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহারের জন্য)

		হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	না
০১	বিষয়টি মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনযোগ্য কিনা?			
০২	বিষয়টি উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত কিনা?			
০৩	সারসংক্ষেপে শুধু একটি বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা?			
০৪	সারসংক্ষেপের দৈর্ঘ্য অনধিক তিন পৃষ্ঠা কিনা?			
০৫	সারসংক্ষেপের বক্তব্য সুস্পষ্ট কিনা?			
০৬	সারসংক্ষেপটি যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা?			
০৭	সারসংক্ষেপে বিবেচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
০৮	সারসংক্ষেপে বিবেচ্য বিষয় সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
০৯	সারসংক্ষেপে প্রস্তাব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
১০	প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তিসমূহ সুস্পষ্টভাবে সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
১১	মন্ত্রিসভার নিকট কী সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে তা সারসংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কিনা?			
১২	সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের অনুলিপি সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?			
১৩	সংলাগ হিসাবে প্রদত্ত সকল কাগজপত্র সত্যায়িত করা হয়েছে কিনা?			
১৪	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে কিনা?			
১৫	পরামর্শের বিষয়ে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮-এর নির্দেশ ১৪৭-১৬২ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?			
১৬	প্রাপ্ত পরামর্শ সংক্ষিপ্ত আকারে সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা করা হয়েছে কিনা?			
১৭	পরামর্শ সংবলিত পত্র/নোটশিটের অনুলিপি সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?			
১৮	প্রাপ্ত পরামর্শের সঙ্গে একমত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
১৯	প্রাপ্ত পরামর্শের সঙ্গে একমত না হয়ে থাকলে না হওয়ার যুক্তি সারসংক্ষেপে প্রদান করা হয়েছে কিনা?			
২০	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি বা অন্য কোন কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণের আবশ্যকতা থাকলে তা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?			
২১	কোন কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা সংক্ষিপ্ত আকারে সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
২২	কোন কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অনুলিপি সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?			

		হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	না
২৩	আইন, নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন/জারি/সংশোধনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে তার একটি খসড়া সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?			
২৪	বিদ্যমান আইন, নীতি ইত্যাদি সংশোধনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধান, প্রস্তাবিত সংশোধনী ও সংশোধনের যৌক্তিকতা সংবলিত একটি তুলনামূলক বিবরণী সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?			
২৫	তুলনামূলক বিবরণীতে সংশোধন/সংযোজন/প্রতিস্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত শব্দ/বাক্য মোটা হরফে (bold font) মুদ্রণ করা হয়েছে কিনা?			
২৬	বিদ্যমান আইন, নীতি ইত্যাদি সংশোধনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন, নীতি ইত্যাদির কপি সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?			
২৭	আইনের খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন বা কোন চুক্তি/আইনগত দলিল অনুমোদনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষিত (vetted) খসড়ার অনুলিপি সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?			
২৮	আইনের খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন বা কোন চুক্তি/আইনগত দলিল অনুমোদনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সংশ্লিষ্ট নোটশিটের অনুলিপি সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?			
২৯	সংলাগ হিসাবে কোন সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করা হয়ে থাকলে তার সঙ্গে সভার উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?			
৩০	একাধিক সংলাগ থাকলে মুখ্য সংলাগটি সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরেই রাখা হয়েছে কিনা?			
৩১	সংলাগসমূহ সংখ্যা বা বর্ণ সংবলিত পতাকা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?			
৩২	সংলাগসমূহ ক্রমানুসারে লাগানো হয়েছে কিনা?			
৩৩	সারসংক্ষেপের যথাস্থানে সংলাগের উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
৩৪	সংলাগের ভেতর পরিশিষ্ট থাকলে যাতে সংশয় সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করে পতাকা-চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?			
৩৫	সারসংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
৩৬	উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সারসংক্ষেপের শেষে স্বাক্ষর করেছেন কিনা?			
৩৭	উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সারসংক্ষেপের অন্যান্য পৃষ্ঠায় অনুস্বাক্ষর করেছেন কিনা?			
৩৮	সারসংক্ষেপ A4 আকারের সাদা কাগজে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা?			
৩৯	সারসংক্ষেপে যথাযথ মার্জিন রাখা হয়েছে কিনা?			
৪০	সংলাগসমূহের আকারের ও মার্জিনের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?			

		হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	না
৪১	সারসংক্ষেপ ও এর সংলাগগুলির ছাপা স্পষ্ট কিনা?			
৪২	সারসংক্ষেপ ও এর সংলাগগুলির ফন্টের আকার অন্তত ১৩ কিনা?			
৪৩	সারসংক্ষেপ ও এর সংলাগগুলির শীর্ষ বাম কোণায় স্ট্যাপলার দিয়ে বা সেলাই করে একসঙ্গে আটকানো হয়েছে কিনা?			
৪৪	নির্ধারিত সংখ্যক (বর্তমানে এ সংখ্যা কমপক্ষে ৭২টি) সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হচ্ছে কিনা?			
৪৫	সারসংক্ষেপের শীর্ষ ডান কোণে ‘অতি গোপনীয়’ লেখা হয়েছে কিনা?			
৪৬	সারসংক্ষেপের কপির ক্রমিক সংখ্যা লেখা হয়েছে কিনা?			
৪৭	সারসংক্ষেপের শীর্ষে যথাযথ স্থানে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম লেখা হয়েছে কিনা?			
৪৮	সারসংক্ষেপের শীর্ষে যথাযথ স্থানে ‘মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ’ কথাটি লেখা হয়েছে কিনা?			
৪৯	সারসংক্ষেপের শীর্ষে যথাযথ স্থানে নথি নম্বর ও তারিখ লেখা হয়েছে কিনা?			
৫০	মন্ত্রিসভার আসন্ন বৈঠকেই আলোচ্যসূচিভুক্ত করা আবশ্যক এমন কোন বিষয়ের সারসংক্ষেপ বৈঠকের অন্তত চার দিন (four clear days) পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা না হয়ে থাকলে বিষয়টি আলোচ্যসূচিভুক্ত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?			
৫১	সারসংক্ষেপটি অগ্রায়ণপত্রসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কিনা?			
৫২	সারসংক্ষেপটি গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কিনা?			
৫৩	সারসংক্ষেপের সফ্‌ট-কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কিনা?			
৫৪	প্রেস ব্রিফিং-এর প্রিন্ট ও সফ্‌ট কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কিনা?			

✷ চেকলিস্টের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘প্রযোজ্য নয়’ হতে হবে।

(যে কোন পরামর্শ/সহযোগিতার জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব (ফোন: ৯৫১১০৩৪)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে)

কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ

<u>কমিটি বিষয়ক শাখা সম্পর্কিত</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৭৮- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) পরিষদের গঠনঃ

(১)	শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী	-	চেয়ারপারসন
(২)	মন্ত্রিসভার সকল সদস্য	-	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণঃ

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব
(২) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
(৩) পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ
(৪) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব

(গ) পরিষদের কার্যপরিধিঃ

(১) দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (পলিসি) নিরূপনের প্রাথমিক পর্যায়ে সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(২) পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং কর্মপন্থা চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন প্রদান;

(৩) উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৪) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(৫) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের দায়িত্ব পালনে সহায়ক বিবেচিত যে কোন কমিটি গঠন।

২। পরিষদের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

৩। পরিকল্পনা বিভাগ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ জুলাই ২০১৫/১৫ শ্রাবণ ১৪২২

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১৩০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৫/০১/২০১৪ তারিখের ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০১১.২০১১-০৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত নিম্নলিখিত মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক);
(খ) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
(গ) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
(ঘ) জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
(ঙ) আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ।

২। উপর্যুক্ত মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের পুনর্গঠন পরিশিষ্ট ‘ক’ হইতে ‘ঙ’-তে প্রদত্ত হইল।

৩ । ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

পরিশিষ্ট-ক

(ক) **জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)**

১। **কমিটির গঠন :**

ক্রমিক নং	**নাম ও পদবি**	**দায়িত্ব**
১.	শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
২.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	বিকল্প চেয়ারম্যান
৩.	জনাব আমির হোসেন আমু মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব তোফায়েল আহমেদ মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	বেগম মতিয়া চৌধুরী মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	খন্দকার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব শাহজাহান খান মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	জনাব এম,এ, মান্নান প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

২। সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা, কমিটির কার্যপরিধি এবং অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

(খ) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

১। কমিটির গঠন :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	জনাব আমির হোসেন আমু মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব তোফায়েল আহমেদ মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	বেগম মতিয়া চৌধুরী মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	খন্দকার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব আনিসুল হক মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব মোঃ মুজিবুল হক (চুন্নু) প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	জনাব এম,এ,মান্নান প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

২। সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা, কমিটির কার্যপরিধি এবং অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

(গ) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

১। কমিটির গঠন :

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	জনাব আমির হোসেন আমু মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব তোফায়েল আহমেদ মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	বেগম মতিয়া চৌধুরী মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	খন্দকার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	জনাব রাশেদ খান মেনন মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব আনিসুল হক মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব নুরুল ইসলাম বি.এসসি মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	ড. এস এ সামাদ নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড	সদস্য
১২.	জনাব এম,এ,মান্নান প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

২। **সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণঃ**

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৩) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

(৪) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

(৫) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(৬) সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৭) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

(৮) সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(৯) সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(১০) সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১১) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(১২) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১৩) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য

(১৪) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৩। কমিটির কার্যপরিধি এবং অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

(ঘ) জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

১। কমিটির গঠন :

ক্রমিক নম্বর	**নাম ও পদবি**	**দায়িত্ব**
১.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	জনাব আমির হোসেন আমু মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব তোফায়েল আহমেদ মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	জনাব হাসানুল হক ইনু মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব আসাদুজ্জামান নূর মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	সৈয়দ মহসিন আলী মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব নুরুল ইসলাম বি.এসসি মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

২। সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা, কমিটির কার্যপরিধি এবং অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

(ঙ) **আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি**

১। কমিটির গঠন :

ক্রমিক নম্বর	**নাম ও পদবি**	**দায়িত্ব**
১.	জনাব আমির হোসেন আমু মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	জনাব তোফায়েল আহমেদ মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব মোহাম্মদ নাসিম মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	খন্দকার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব রাশেদ খান মেনন মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	জনাব হাসানুল হক ইনু মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব শাজাহান খান মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব আনিসুল হক মন্ত্রী, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব নুরুল ইসলাম বি.এসসি মন্ত্রী,প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	জনাব মোঃ মুজিবুল হক (চুন্নু) প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	বিষয়-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

২। সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা, কমিটির কার্যপরিধি এবং অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ জুন ২০১৫/ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১০৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৪/ ০২ মাঘ ১৪২০ তারিখের ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০১১.২০১১-০৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৬ নম্বর কার্যপরিধি পরিমার্জনপূর্বক নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করিয়াছেঃ

'বাণিজ্য বৃদ্ধি, বৈদেশিক শ্রম বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদা নিরূপণ, রেমিটেন্স সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিবীক্ষণ, বিদেশে জনশক্তি প্রেরণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।'

২। কমিটির গঠন ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ জানুয়ারি ২০১৫/ ০৭ মাঘ ১৪২১

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৪.১০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.০৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক-কে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।

২। কমিটির কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি ২০১৪/ ০২ মাঘ ১৪২০

নং-০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০১১.২০১১-০৭ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নলিখিত মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ গঠন করেছেঃ

(ক) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক);
(খ) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
(গ) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
(ঘ) জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
(ঙ) আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

২। উপর্যুক্ত মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের গঠন, এগুলিকে সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা, কমিটিসমূহের কার্যপরিধি (টার্মস অব রেফারেন্স) এবং এ সকল কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম পরিশিষ্ট ‘ক’ হতে ‘ঙ’-তে প্রদত্ত হল।

৩। যে সকল ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ব্যতিরেকে অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে, সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হওয়ার তিন দিনের মধ্যে এর অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে (কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ) প্রেরণ করতে হবে।

৪। মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের যে সকল সুপারিশ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় পেশ করার আবশ্যকতা রয়েছে, সেগুলি মন্ত্রিসভায় পেশ করতে হবে। অন্যান্য সুপারিশ রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

৫। এতদ্সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বেকার মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
১৫-০১-২০১৪
মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

পরিশিষ্ট-ক

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)

(ক) **কমিটির গঠনঃ**

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
২.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	বিকল্প চেয়ারম্যান
৩.	জনাব আমির হোসেন আমু মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব তোফায়েল আহমেদ মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	বেগম মতিয়া চৌধুরী মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব আবদুল লতিফ সিদ্দিকী মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	খন্দকার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	জনাব শাহজাহান খান মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	জনাব এম,এ, মান্নান প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

(খ) **সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণঃ**

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৩) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

(৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(৫) সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(৬) সচিব, অর্থ বিভাগ

(৭) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৮) পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ

(৯) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

(গ) **নির্বাহী কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(১) সকল বিনিয়োগ প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) বিবেচনা ও অনুমোদন;

(২) সরকারি খাতে ২৫(পঁচিশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে মোট বিনিয়োগ ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন;

(৩) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৪) বেসরকারি উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ অথবা অংশগ্রহণমূলক বিনিয়োগ কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা;

(৫) দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবীক্ষণ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারণী বিষয়সমূহ পর্যালোচনা;

(৬) বৈদেশিক সহায়তার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

(ঘ) নির্বাহী কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) পরিকল্পনা বিভাগ নির্বাহী কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

(ক) কমিটির গঠনঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	জনাব আমির হোসেন আমু মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব তোফায়েল আহমেদ মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	বেগম মতিয়া চৌধুরী মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব আবদুল লতিফ সিদ্দিকী মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	খন্দকার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব মোঃ মুজিবুল হক (চুন্নু) প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণঃ

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব
(২) মুখ্য সচিব/ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
(৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
(৪) সচিব, অর্থ বিভাগ
(৫) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
(৬) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য
(৭) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

(গ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, অধস্তন দপ্তর, আধা-সরকারি,স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত এককভাবে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার ঊর্ধ্বের ক্রয় ও চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব বিবেচনা;

(২) পরামর্শক সার্ভিস (কনসালটেন্সি সার্ভিসেস) সংক্রান্ত ১০ (দশ) কোটি টাকার ঊর্ধ্বের চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব বিবেচনা;

(৩) উপরের (১) ও (২) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অংকের (অর্থাৎ যথাক্রমে ৫০ কোটি ও ১০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বের) পুনঃ দরপত্র সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব বিবেচনা;

(৪) সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুসৃত দরপত্র পদ্ধতির পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা।

(ঘ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে।

(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

(ক) কমিটির গঠনঃ

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	জনাব আমির হোসেন আমু মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব তোফায়েল আহমেদ মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	বেগম মতিয়া চৌধুরী মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	খন্দকার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব রাশেদ খান মেনন মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব আনিসুল হক মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	ড. এস এ সামাদ নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড	সদস্য
১২.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণঃ

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৩) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

(৪) সচিব, অর্থ বিভাগ

(৫) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৬) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(৭) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(৮) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

(৯) সচিব, অভ্যন্ত রীণ সম্পদ বিভাগ

(১০) সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(১১) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১২) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য

(১৩) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

(গ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) দেশের সার্বিক অর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ;

(২) মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের পূর্বে নিমণলিখিত বিষয়/নীতিসমূহ বিবেচনা ও সুপারিশ প্রণয়নঃ

ক. বাণিজ্য নীতি(আমদানি নীতি, রপ্তানি নীতিসহ) ;

খ. শিল্পনীতি;

গ. বাজেট ও কর সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলি;

(৩) ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অনুসৃত নীতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

(৪) বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ভর্তুকি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(৫) বিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের সম্পাদিত কার্যাবলি, বিশেষতঃ এদের আর্থিক কৃতি ও ফলাফল বিবেচনা;

(৬) বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বিদেশে জনশক্তি প্রেরণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৭) সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অন্য কোন প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হয়ে না থাকলে তা নির্ধারণ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্ব মূল্যমানের উৎপাদিত দ্রব্য/শিল্প কারখানার উপজাত বিক্রয়ের প্রস্তাব বিবেচনা ও সুপারিশ।

(ঘ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে।

(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

পরিশিষ্ট-ঘ

জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

(ক) কমিটির গঠনঃ

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	জনাব আমির হোসেন আমু মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব তোফায়েল আহমেদ মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব হাসানুল হক ইনু মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব আসাদুজ্জামান নূর মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	সৈয়দ মহসিন আলী মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণঃ

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) মুখ্য সচিব/ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৩) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(৪) সচিব, অর্থ বিভাগ

(৫) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(৬) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

(৭) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৮) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(গ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) জাতীয় পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করা;

(২) বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কারের ক্রমনির্ধারণ এবং প্রয়োজনবোধে পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রদান ;

(৩) নতুন জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব পরীক্ষা করা ও সুপারিশ প্রণয়ন।

(ঘ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে।

(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

(ক) কমিটির গঠনঃ

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	জনাব আমির হোসেন আমু মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	জনাব তোফায়েল আহমেদ মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব মোহাম্মদ নাসিম মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	খন্দকার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	জনাব রাশেদ খান মেনন মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব হাসানুল হক ইনু মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব শাজাহান খান মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব মোঃ মুজিবুল হক (চুন্নু) প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	বিষয়-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণঃ

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৩) সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(৪) প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

(৫) চিফ অব জেনারেল স্টাফ, সেনাসদর

(৬) মহাপুলিশ পরিদর্শক

(৭) মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

(৮) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা

(৯) মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা

(১০) মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

(১১) মহাপরিচালক, কোস্টগার্ড

(১২) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

(১৩) মহাপরিচালক, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান

(গ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(২) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণ পর্যবেক্ষণ ও চিহ্নিতকরণ এবং এগুলি দূরীকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(৩) হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট ও জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহতকারী অন্যান্য ঘটনা প্রতিরোধ এবং এগুলির ফলে জনজীবনে সৃষ্ট দুর্ভোগ ও অচলাবস্থা নিরসনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থাসমূহের করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান;

(৪) উপর্যুক্ত বিষয়াবলির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান।

(ঘ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ জুলাই ২০১৫/১৫ শ্রাবণ ১৪২২

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১৩১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৩/০২/২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৪১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে:

১। কমিটির গঠন :

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী	আহবায়ক
২.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব মোহাম্মদ নাসিম মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব আনিসুল হক মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব শামসুর রহমান শরীফ মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব বীর বাহাদুর উ শৈ সিং প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	বেগম ইসমাত আরা সাদেক প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১২.	বিষয়- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
১৩.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	সদস্য
১৪.	মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১৫.	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
১৬.	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭.	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮.	সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১৯.	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
২০.	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	সদস্য
২১.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
২২.	সচিব , সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সদস্য

২। কমিটির কার্যপরিধি এবং অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি২০১৪/ ০১ ফাল্গুন ১৪২০

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪ -৪১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'**(নিকার)** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(১) কমিটির গঠনঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী	আহবায়ক
২.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব আবদুল লতিফ সিদ্দিকী মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব মোহাম্মদ নাসিম মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	জনাব আনিসুল হক মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব শামসুর রহমান শরীফ মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব বীর বাহাদুর উ শৈ সিং প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১২.	বেগম ইসমাত আরা সাদেক প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	বিষয়- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
১৪.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	সদস্য
১৫.	মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১৬.	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭.	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
১৯.	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
২০.	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
২১.	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	সদস্য
২২.	সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
২৩.	সচিব , সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সদস্য

(২) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(i) নতুন বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, থানা ও পৌরসভা গঠন/স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা;

(ii) বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, থানা ও পৌরসভার সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা।

(৩) কমিটি প্রয়োজনবোধে আরও সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৭ আগস্ট ২০১৫/ ০২ ভাদ্র ১৪২২

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪.১৪৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৪ এপ্রিল ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

কমিশনের গঠন :

(১)	প্রধানমন্ত্রী	- চেয়ারপারসন
(২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	- বিকল্প চেয়ারম্যান
(৩)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	- ভাইস-চেয়ারম্যান
(৪)	পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ	- সদস্য
(৫)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	- সদস্য-সচিব

২। প্রয়োজনে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা করা যাইবে এবং নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণকে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইবে:

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব;

(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব/সচিব;

(৩) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ;

(৪) সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;

(৫) সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ;

(৬) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;

(৭) গুরুত্বপূর্ণ আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপার্থক্যের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ।

৩। কমিটির কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৭-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) কমিশনের গঠনঃ

(১)	প্রধানমন্ত্রী	- চেয়ারপারসন
(২)	পরিকল্পনা মন্ত্রী	- ভাইস-চেয়ারম্যান
(৩)	পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ	- সদস্য
(৪)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	- সদস্য-সচিব

(খ) কার্যপরিধিঃ

(১) রুলস্ অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর সিডিউল-১ এ বর্ণিত পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত পরিকল্পনা কমিশনের জন্য নির্ধারিত কার্যাবলি।

(২) চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় সভায় নিম্নলিখিত কার্যাবলিও সম্পন্ন হবেঃ

(২.১) দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা;
(২.২) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ;
(২.৩) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের নির্দেশনা প্রদান;
(২.৪) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি; এবং
(২.৫) পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়াবলি সম্পর্কে আন্তঃমন্ত্রণালয় মতপার্থক্য দূরীকরণ।

২। প্রয়োজনে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা করা যাবে এবং নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণকে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে :

(১) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(২) সচিব, অর্থ বিভাগ

(৩) সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(৪) সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।

(৫) গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃমন্ত্রণালয় মতপার্থক্যের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩১ আগস্ট ২০১৫/ ১৬ ভাদ্র ১৪২২

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১৪৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৪২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম-কে এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তদানীন্তন মাননীয় মন্ত্রীর স্থলে বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বি.এসসি-কে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর পরিবর্তে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উক্ত কাউন্সিলের সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

২। কমিটির কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি২০১৪/ ০১ ফাল্গুন ১৪২০

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৪২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল'** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(১) **কাউন্সিলের গঠনঃ**

ক্রমিক নং	**নাম ও পদবি**	**দায়িত্ব**
১.	শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী	সভাপতি
২.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	বেগম মতিয়া চৌধুরী মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব মোহাম্মদ নাসিম মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	খন্দকার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ মুজিবুল হক (চুন্নু) প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	বেগম ইসমাত আরা সাদেক প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	সদস্য
১০.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	সদস্য
১১.	মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১২.	চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন	সদস্য
১৩.	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১৪.	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	রেক্টর, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা	সদস্য
১৭.	সদস্য (কার্যক্রম ও আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১৮.	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯.	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২০.	সভাপতি, বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি	সদস্য
২১.	অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(১) কাউন্সিলের কার্যপরিধিঃ

(i) জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন, পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান ;

(ii) প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার স্থির করা এবং প্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দের দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(iii) জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উপযোগী জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(iv) প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা মূল্যায়নের ভিত্তিতে এর ফলাফল ও কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং

(v) প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর করার ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা প্রদান।

(৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাউন্সিলকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৯ জানুয়ারি ২০১৫/ ১৬ মাঘ ১৪২১

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৪.১৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৪ এপ্রিল ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদে (NCWCD) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বেগম রেবেকা মমিন, এমপি-কে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।

২। কমিটির কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮২- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) পরিষদের গঠনঃ

(১)	প্রধানমন্ত্রী -	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় -	সহ-সভাপতি
(৩)	প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় -	সহ-সভাপতি
(৪)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৯)	মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১০)	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১১)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১২)	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১৩)	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১৪)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১৫)	মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১৬)	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১৭)	প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১৮)	প্রতিমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১৯)	প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(২০)	প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(২১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব -	সদস্য
(২২)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব -	সদস্য

(২৩) মোছাঃ সেলিনা জাহান লিটা, সংসদ সদস্য - সদস্য
৩০১ মহিলা আসন-১, রংপুর বিভাগ

(২৪) বেগম আখতার জাহান, সংসদ সদস্য - সদস্য
৩০৫ মহিলা আসন-৫, রাজশাহী বিভাগ

(২৫) জনাব সিরাজুল আকবর, সংসদ সদস্য - সদস্য
৯১ মাগুরা-১, খুলনা বিভাগ

(২৬) তালুকদার মোঃ ইউনুস, সংসদ সদস্য - সদস্য
১২০ বরিশাল-২, বরিশাল বিভাগ

(২৭) বেগম ফজিলাতুননেছা ইন্দিরা, সংসদ সদস্য - সদস্য
৩২২ মহিলা আসন-২২, ঢাকা বিভাগ

(২৮) জনাব মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী, সংসদ সদস্য - সদস্য
২৩১ সিলেট-৩, সিলেট বিভাগ)

(২৯) ডাঃ দিপু মনি, সংসদ সদস্য - সদস্য
২৬১ চাঁদপুর-৩, চট্টগ্রাম বিভাগ)

(৩০) সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৩১) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য

(৩২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৩৩) সচিব, অর্থ বিভাগ - সদস্য

(৩৪) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৩৫) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৩৬) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৩৭) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৩৮) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৩৯) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৪০) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৪১) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ - সদস্য

(৪২) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ - সদস্য

(৪৩) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৪৪) সদস্য (কার্যক্রম বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন - সদস্য

(৪৫) সদস্য (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ), - সদস্য
পরিকল্পনা কমিশন

(৪৬) মহা-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা - সদস্য

(৪৭) চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা - সদস্য

(৪৮) চেয়ারম্যান/পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী - সদস্য

(৪৯) বেগম মনোয়ারা হাকিম আলী, - সদস্য
প্রথম সহ সভাপতি, এফবিসিসিআই (FBCCI),
বাড়ি নম্বর-১১, রোড নম্বর-১, বারিধারা,
ডিপ্লোমেটিক জোন, ঢাকা

(৫০) মিসেস তানিয়া বাখত - সদস্য
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি
ফ্ল্যাট নম্বর-৫০৪/এ, ইস্টার্ন হারমনি,
রোড নম্বর-৭১, বাড়ি নম্বর-১১/এ, গুলশান-২, ঢাকা

(৫১) বেগম আয়শা খানম, - সদস্য
সভানেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
বাড়ি নম্বর -১৩/এ, রোড নম্বর-১,
পার্ক স্পেলেনডার, এপার্টমেন্ট ডি/৪,
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা

(৫২) বেগম আশরাফুন্নেছা মোশাররফ, - সদস্য
সভানেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ
বাসা- ১ নম্বর গেট মনিপুরী পাড়া,
১১৫ ডমিনিও সি/১, তেজগাঁও, ঢাকা

(৫৩) ড. রওনক হাফিজ, - সদস্য
চেয়ারপার্সন, অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (AWF)
ফ্ল্যাট নম্বর-৬/সি, হাউজ নম্বর-৫১, রোড নম্বর-১০/এ
ধানমন্ডি, ঢাকা

(৫৪) মিসেস সাবিনা হোসেন, - সদস্য
প্রিন্সিপাল এবং প্রতিষ্ঠাতা পেরেন্ট মেম্বার,
সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অব অটিস্টিক চিলড্রেন (swAC)
বাড়ি নম্বর-৮৩, রোড নম্বর-১২/এ,
ধানমন্ডি, ঢাকা।

(গ) পরিষদের কার্যপরিধিঃ

(১) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(২) শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের নিমিত্ত সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনসমূহের সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;

(৩) নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(৪) Convention on Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW), শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ/পরিবীক্ষণ;

(৫) মহিলাদের আইনগত অধিকার, মহিলা উন্নয়ন এবং মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলি সম্বন্ধে নীতি প্রণয়ন; এবং

(৬) সকল কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২। পরিষদ ৬ (ছয়) মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে।

৩। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৪-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **জাতীয় পর্যটন পরিষদ** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) জাতীয় পর্যটন পরিষদের গঠনঃ

(১)	প্রধানমন্ত্রী -	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৯)	প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১০)	প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১১)	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় -	সদস্য-সচিব

(খ) পরিষদের কার্যপরিধিঃ

(১) পর্যটন উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিকল্পনাসমূহের নীতিগত অনুমোদন;

(২) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচার ও বিপণনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নীতকরণ;

(৩) গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানসমূহে যাতায়াতের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(৪) পর্যটন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণে নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদান;

(৫) বেসরকারি খাতের জন্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(৬) পর্যটন উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশসমূহের পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রদান।

২। অনধিক প্রতি ছয় মাস অন্তর 'জাতীয় পর্যটন পরিষদ'-এর সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৩। এ সভার সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম

অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৮-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST)** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) পরিষদের গঠনঃ

(১) প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার - সভাপতি

(২) প্রতিমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় - সহ-সভাপতি

(৩) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৪) মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৫) মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৬) মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৭) মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৮) মন্ত্রী , পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৯) মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় - সদস্য

(১০) মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় - সদস্য

(১১) মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় - সদস্য

(১২) মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য

(১৩) প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় - সদস্য

(১৪) মন্ত্রিপরিষদ সচিব - সদস্য

(১৫) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব - সদস্য

(১৬) জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী - সদস্য
সংসদ সদস্য, নারায়নগঞ্জ-১ (ঢাকা বিভাগ) (২০৪)

(১৭) জনাব আশেক উল্লাহ রফিক - সদস্য
সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-২ (চট্টগ্রাম বিভাগ) (২৯৫)

(১৮) জনাব মোঃ আলী আজগার - সদস্য
সংসদ সদস্য, চুয়াডাংগা-২ (খুলনা বিভাগ) (৮০)

(১৯) জনাব এনামুল হক - সদস্য
সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৪ (রাজশাহী বিভাগ) (৫৫)

(২০) জনাব ইমরান আহমদ, - সদস্য
সংসদ সদস্য, সিলেট-৪ (সিলেট বিভাগ) (২৩২)

(২১) জনাব আ খ ম জাহঙ্গীর হোসাইন - সদস্য
সংসদ সদস্য, পটুয়াখালয়-৩ (বরিশাল বিভাগ) (১১৩)

(২২) জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী - সদস্য
সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-২ (রংপুর বিভাগ) (৭)

(২৩) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য

(২৪) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় - সদস্য

(২৫) সচিব, অর্থ বিভাগ - সদস্য

(২৬) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় - সদস্য

(২৭) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ - সদস্য

(২৮) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ - সদস্য

(২৯) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ - সদস্য

(৩০) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৩১) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৩২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৩৩) উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য

(৩৪) উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য

(৩৫) উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য

(৩৬) উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য

(৩৭) উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য

(৩৮) উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য

(৩৯) উপাচার্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য

(৪০) উপাচার্য, ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি অব টেকনোলজি - সদস্য

(৪১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ - সদস্য

(৪২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন - সদস্য

(৪৩) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল - সদস্য

(৪৪) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল - সদস্য

(৪৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল - সদস্য

(৪৬) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্সস - সদস্য

(৪৭) প্রফেসর ড. সুলতানা সফি - সদস্য
সাবেক চেয়ারম্যান, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৪৮) প্রফেসর ড. মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ - সদস্য
সাবেক উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও
সেক্রেটারি, বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্সেস

(৪৯) ড. নঈম চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান - সদস্য
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

(৫০) ড. অজয় বায়, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, - সদস্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৫১) প্রফেসর ড. মুনাজ আহম্মেদ নূর, - সদস্য
উপ-উপচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ঢাকা।

(৫২) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় - সদস্য-সচিব

(খ) পরিষদের কার্যপরিধিঃ

(১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন;

(২) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মান ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন, সমন্বয় সাধন এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ব্যবহারিক প্রয়োগের সার্থকতা নিরূপনের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি।

২। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ প্রতি ৬ মাসে একবার এবং প্রয়োজন অনুসারে আরও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সভায় মিলিত হবে।

৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম

অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৯- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCT)** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) নির্বাহী কমিটির গঠনঃ

(১)	প্রতিমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(৩)	সচিব, পরিবেশ ও বন	সদস্য
(৪)	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৫)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
(৭)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
(৮)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
(৯)	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(১৪)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	সদস্য
(১৫)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
(১৬)	মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	সদস্য
(১৭)	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	সদস্য
(১৮)	পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(১৯)	ড. হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা	সদস্য
(২০)	অধ্যাপক ড. খোরশেদ আহম্মদ কবির, চেয়ারম্যান নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য

(২১)	ড. নঈম চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
(২২)	ড. মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
(২৩)	প্রফেসর ড. মোঃ জাফর ইকবাল, বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট-৩১১৪	সদস্য
(২৪)	জনাব মোস্তাফা জব্বার, প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ও আইটি বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(২৫)	প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
(২৬)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(খ) নির্বাহী কমিটির কার্যপরিধিঃ

নির্বাহী কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদকে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবেঃ

(১) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় উল্লিখিত বিভিন্ন সেক্টরের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক প্রণয়নকৃত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি হালনাগাদকরণ;

(২) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নীতি এবং প্রযুক্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(৩) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নীতি এবং প্রযুক্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৪) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

(৫) উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে একটি সার্বিক প্রতিবেদন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদে উপস্থাপন।

২। এ নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১২৯-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পরিবেশ কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করেছে:

(ক) কমিটির গঠন :

১.	প্রধানমন্ত্রী -	আহবায়ক
২.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় -	সদস্য
৩.	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় -	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় -	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় -	সদস্য
৬.	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় -	সদস্য
৭.	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -	সদস্য
৮.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় -	সদস্য
৯.	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় -	সদস্য
১০.	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় -	সদস্য
১১.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড -	সদস্য
১২.	উপমন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় -	সদস্য
১৩.	সভাপতি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি -	সদস্য
১৪.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব -	সদস্য
১৫.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব -	সদস্য
১৬.	সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় -	সদস্য
১৭.	সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ -	সদস্য
১৮.	সদস্য (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন -	সদস্য
১৯.	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় -	সদস্য
২০.	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় -	সদস্য
২১.	সদস্য (কার্যক্রম বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন -	সদস্য
২২.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় -	সদস্য
২৩.	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় -	সদস্য
২৪.	মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর -	সদস্য
২৫.	চেয়ারম্যান, স্পারসো -	সদস্য
২৬.	সভাপতি, বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি -	সদস্য
২৭.	বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি মনোনীত প্রতিনিধি -	সদস্য
২৮.	বাংলাদেশ জুওলজিক্যাল সোসাইটি মনোনীত প্রতিনিধি -	সদস্য
২৯.	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় -	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি:

১. জাতীয় পরিবেশ নীতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

২. পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়াদি বিবেচনা;

৩. সরকারের পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;

৪. আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনা।

(গ) কমিটি বছরে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে।

(ঘ) প্রয়োজনবোধে কমিটি সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জানুয়ারি ২০১৫ / ২৫ পৌষ ১৪২১

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৪-০৭ সরকার 'জাতীয় পরিবেশ কমিটির নির্বাহী কমিটি' নিম্নরূপভাবে গঠন করিয়াছে :

ক. কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	:	আহবায়ক
(২)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড	:	সদস্য
(৭)	উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৯)	সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১০)	সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(১১)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১২)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	:	সদস্য
(১৩)	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	:	সদস্য
(১৪)	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	:	সদস্য
(১৫)	সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৬)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৭)	সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	:	সদস্য
(১৮)	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	:	সদস্য
(১৯)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	:	সদস্য
(২০)	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর	:	সদস্য

(২১)	কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টটিভ, আইইউসিএন	:	সদস্য
(২২)	সভাপতি, বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি	:	সদস্য
(২৩)	পরিবেশ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সিভিল সোসাইটির একজন প্রতিনিধি (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(২৪)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব

খ. কমিটির কার্যপরিধি :

(১) অনুমোদিত জাতীয় পরিবেশ নীতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(২) অনুমোদিত জাতীয় পরিবেশ নীতি বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিশ্লেষণ এবং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ইহার সংশোধন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(৩) পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যা দূরীকরণে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রয়োজনবোধে তাহা জাতীয় পরিবেশ কমিটিতে উপস্থাপন;

(৪) জাতীয় পরিবেশ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ;

(৫) পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২। নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করাসহ কমিটির উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে স্বতন্ত্র কারিগরি প্যানেল গঠনপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইহার মতামত বিবেচনা করিতে পারিবে।

৩। কমিটি বছরে অন্তত দুইবার সভায় মিলিত হইবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৯ মে, ২০১৪/ ০৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-১০০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) টাস্কফোর্স-এর গঠনঃ

১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
২.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মন্ত্রী ,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
৭.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
৮.	সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১০.	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	সদস্য
১২.	কার্যনির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	সদস্য
১৩.	পর্যবেক্ষক/প্রতিনিধি, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪.	পর্যবেক্ষক/প্রতিনিধি, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৫.	সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি	সদস্য
১৬.	সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস	সদস্য
১৭.	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য
১৮.	নির্বাহী পরিচালক, D.Net	সদস্য

১৯. জনাব আনীর চৌধুরী, পরামর্শক, একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় — সদস্য

২০. জনাব ড. মুনাজ আহমেদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা — সদস্য

২১. জনাব শামীম আহসান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস — সদস্য

২২. ড. ইয়াসমিন হক, অধ্যাপক, কম্পিউটার বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট — সদস্য

২৩. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ — সদস্য-সচিব

(খ) টাস্কফোর্স-এর কার্যপরিধিঃ

(১) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডলে তথ্য প্রযুক্তির অবদানের সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ;

(২) তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও বিকাশের রূপরেখা প্রণয়ন;

(৩) দ্রুত পরিবর্তনশীল এই প্রযুক্তির স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর আলোকেঃ

(ক) দেশের অভ্যন্তরে তথ্য প্রযুক্তির applications সম্প্রসারণের (যথাঃ e-governance, e-commerce/trade/finance, e-medicine, e-education/training ইত্যাদি) সময়সূচি ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ;

(খ) রপ্তানি বাজারে computer software এবং IT-enabled service sector এর সময়সূচি ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ;

(গ) (ক) এবং (খ) এর আলোকে মানব সম্পদ ও ভৌত অবকাঠামো (network infrastructure, telecommunication equipemnt and service sector) উন্নয়নের সময়সূচি ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; এবং

(ঘ) সময়োপযোগী আইন ও নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো (intellectual property rights, electronic authentication, network security ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।

(৪) উপরোক্ত (১), (২) ও (৩) এর আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান।

২। টাস্কফোর্স প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। টাস্কফোর্স-এর কেন্দ্রবিন্দু (Focal point) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থিত হবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৯ মে, ২০১৪/ ০৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৯৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স-এর নির্বাহী কমিটি** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

১.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সভাপতি
২.	সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৪.	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
৬.	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৭.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সদস্য
৯.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	সদস্য
১২.	সদস্য, বিনিয়োগ বোর্ড	সদস্য
১৩.	কার্যনির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	সদস্য
১৪.	বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
১৫.	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য
১৬.	সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি	সদস্য
১৭.	সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস	সদস্য
১৮.	সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্টারনেট সার্ভিসেস প্রোভাইডারস এসোসিয়েশন	সদস্য
১৯.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) দেশে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ বিকাশ, সম্প্রসারণ ও প্রয়োগের লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ, কলা-কৌশল ও উপায়-পদ্ধতি বিষয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স-এর নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা ও সুপারিশ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে পরিচালিত কর্মকান্ড বিষয়ে টাস্কফোর্সকে অবহিত রাখা;

(২) বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এবং বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে উপদেশ-পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং ক্রমান্বয়ে একটি সমন্বিত জাতীয় কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়নে ও পরিকল্পিতভাবে এর বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন;

(৩) তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্ভাবনা, সুযোগ, বিভিন্ন কারিগরি, শিল্প ও ব্যবসায়িক বিষয়ে এবং এর উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যথাযথ অংশীদারিত্বের উপায়-পদ্ধতি ও কলা-কৌশলসমূহ চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরি, বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহের দূরীকরণ এবং আইন ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান;

(৪) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ বিকাশে আইনগত (আইন ও লিগ্যাল ফ্রেমওয়াক সৃষ্টি সংক্রান্ত) ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় (হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্ক গঠন সংক্রান্ত) অবকাঠামো সৃষ্টি, আইন ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র বিমোচনে এর ব্যবহার ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, উৎসাহদান ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৫) ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং এর উন্নয়নে একটি দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(৬) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

২। কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্য যে কারো উপদেশ-পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে বা অন্য কাউকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

৩। কমিটি প্রয়োজনানুযায়ী বৈঠকে মিলিত হবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৫-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এন সি আই ডি)** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) পরিষদের গঠনঃ

(১)	প্রধানমন্ত্রী -	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় -	সহ-সভাপতি
(৩)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৯)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড -	সদস্য
(১০)	প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১১)	প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১২)	চেয়ারম্যান, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন -	সদস্য
(১৩)	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ, সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-৭ -	সদস্য
(১৪)	জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী, সংসদ সদস্য, রাজশাহী-১ -	সদস্য
(১৫)	জনাব এ কে এম রহমতুল্লাহ্, সংসদ সদস্য, ঢাকা-১১ -	সদস্য
(১৬)	জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, সংসদ সদস্য, বাগেরহাট-৩ -	সদস্য
(১৭)	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক -	সদস্য
(১৮)	সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(১৯)	সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ -	সদস্য
(২০)	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ -	সদস্য
(২১)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(২২)	সচিব, অর্থ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(২৩)	সদস্য (শিল্প ও শক্তি বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন -	সদস্য
(২৪)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ -	সদস্য
(২৫)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ -	সদস্য
(২৬)	সচিব, শ্রম ও কর্মসংসহান মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(২৭)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(২৮)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় -	সদস্য

(২৯)	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৩০)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস - অথরিটি (বেপজা)	সদস্য
(৩১)	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড - ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	সদস্য
(৩২)	সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড - ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডাব্লিউসিসিআই)	সদস্য
(৩৩)	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) -	সদস্য
(৩৪)	সভাপতি, ফরেন ইনভেস্টরস্ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড - ইন্ডাস্ট্রিজ (এফআইসিসিআই)	সদস্য
(৩৫)	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস মেনুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড - এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)	সদস্য
(৩৬)	সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) -	সদস্য
(৩৭)	সভাপতি, বাংলাদেশ নীটউইয়ার মেনুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড - এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)	সদস্য
(৩৮)	সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন -	সদস্য
(৩৯)	চেয়ারপার্সন, উইমেন এন্ট্রেপ্রিনিউয়ার্স এসোসিয়েশন -	সদস্য
(৪০)	জনাব টিপু মুন্শি, এমপি, সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ এবং - ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিপাল গ্রুপ লিঃ	সদস্য
(৪১)	জনাব মহিউদ্দিন মোনেম, আব্দুল মোনেম সুগার রিফাইনারি লিঃ -	সদস্য

(খ) পরিষদের কার্যপরিধিঃ

(১) আবেদনকারী কোন উদীয়মান যোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অগ্রধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতে অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা;

(২) বিদ্যমান অগ্রধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতের পর্যালোচনা ও তালিকা হালনাগাদ করাসহ প্রদেয় প্রণোদনাসমূহের ধরণ ও শর্ত নির্ধারণ;

(৩) শিল্পনীতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা;

(৪) দেশের শিল্প উন্নয়ন ও প্রসার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

২। পরিষদ প্রতি ছয় মাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

৩। শিল্প মন্ত্রণালয় এ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৪। পরিষদ বিশেষ প্রয়োজনবোধে আরও সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

৫। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৬-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (NCID) নির্বাহী কমিটি** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২)	সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	সদস্য
(৪)	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
(৫)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৭)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
(১০)	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
(১২)	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সদস্য
(১৩)	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৪)	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৫)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৬)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৭)	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৮)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৯)	সদস্য-২, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন	সদস্য
(২০)	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
(২১)	বিনিয়োগ বোর্ড-এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
(২২)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেপজা	সদস্য

(২৩)	চেয়ারম্যান, বিসিক	সদস্য
(২৪)	বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(২৫)	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য
(২৬)	সভাপতি, বিডব্লিউসিসিআই	সদস্য
(২৭)	সভাপতি, এমসিসিআই	সদস্য
(২৮)	সভাপতি, ডিসিসিআই	সদস্য
(২৯)	সভাপতি, বিসিআই	সদস্য
(৩০)	সভাপতি, এফআইসিসিআই	সদস্য
(৩১)	সভাপতি, সিসিসিআই	সদস্য
(৩২)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) কমিটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসাবে স্বীকৃতির জন্য কোন আবেদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা পর্যালোচনা করবে এবং এনসিআইডি-এর নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবে;

(২) পরিবেশ রক্ষাসহ শিল্পনীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা কমিটি তা পরিবীক্ষণ করবে;

(৩) শিল্পনীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোন সমস্যা হলে তা সমাধান কিংবা সমাধানের সুপারিশ করবে, অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের অবহেলা বা অনীহা পরিলক্ষিত হলে বা অনুরূপ কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজনে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে।

২। প্রতি তিন মাস অন্তর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৩। কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৪ মে ২০১৪/ ২১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৯২-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশে সুষ্ঠু শিল্পায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে একটি সার্বিক দিক-নির্দেশনা কমিটি গঠন করেছেঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১) মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় - আহবায়ক

(২) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড - সদস্য

(৩) চেয়ারম্যান, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন - সদস্য

(৪) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব - সদস্য

(৫) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক - সদস্য

(৬) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৭) সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড - সদস্য

(৮) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৯) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় - সদস্য

(১০) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ - সদস্য

(১১) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ - সদস্য

(১২) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য

(১৩) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় - সদস্য

(১৪) সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় - সদস্য

(১৫) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় - সদস্য

(১৬) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (বেপজা) - সদস্য

(১৭) সভাপতি, এফবিসিসিআই - সদস্য

(১৮) সভাপতি, নাসিব - সদস্য

(১৯) চেয়ারপারসন, উইমেন এন্ট্রাপ্রিনিউয়ার্স এসোসিয়েশন - সদস্য

(২০) অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) দেশে পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু শিল্পায়নে শিল্পোদ্যাক্তাদের শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও এগুলো দক্ষভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে কমিটি প্রয়োজনীয় তথ্যভিত্তিক পরামর্শ ও সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে;

(২) ইতঃপূর্বে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানাগুলোর বিদ্যমান বিবিধ সমস্যাবলি নিরসনে বিভিন্ন মন্ত্রলালয় ও সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন ও সহায়তা প্রদান করবে।

২। প্রতি তিন মাস অন্তর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৩। কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/ ২৯ নভেম্বর ২০১২

নং-০৪.৬১১.০৭৪.০০.০২.২০১২-১৬০ – রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নে দিক্-নির্দেশনা প্রদান এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করিয়াছেঃ

(১) প্রধানমন্ত্রী	সভাপতি
মন্ত্রী/উপদেষ্টাঃ	
(২) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩) মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	”
(৪) মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	”
(৫) মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	”
(৬) মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	”
(৭) মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	”
(৮) মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	”
(৯) প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা	”
(১০) প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা	”
সংসদ সদস্যঃ	
(১১) জনাব আব্দুল মতিন খসরু, সংসদ সদস্য, ২৫৩ কুমিল্লা-৫	”
(১২) জনাব মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী, সংসদ সদস্য, ৪৮ নওগাঁ-৩	”
(১৩) জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, সংসদ সদস্য, ১৮৪ ঢাকা-১১	”
সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধানঃ	
(১৪) প্রধান নির্বাচন কমিশনার	”
(১৫) চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন	”
(১৬) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন	”
(১৭) চেয়ারম্যান, প্রেস কাউন্সিল	”
(১৮) চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন	”
(১৯) প্রধান তথ্য কমিশনার	”
(২০) অ্যাটর্নি জেনারেল	”
(২১) কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল	”

শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ ও এনজিওঃ

(২২) চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	সদস্য
(২৩) উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	”
(২৪) অধ্যাপক এম. সাইদুর রহমান খান, প্রাক্তন উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	”
(২৫) মিজ আরমা দত্ত, নির্বাহী পরিচালক, প্রিপ ট্রাস্ট	”

গণমাধ্যমঃ

(২৬) জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সভাপতি, বিএফইউজে	”
(২৭) জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, কলামিস্ট ও প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত	”

বেসরকারি খাতঃ

(২৮) সভাপতি, এফবিসিসিআই	”
(২৯) সভাপতি, এমসিসিআই	”
(৩০) সভাপতি, বিজিএমইএ	”

সরকারি কর্মকর্তাঃ

(৩১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব	”
(৩২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	”
(৩৩) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	”
(৩৪) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	”
(৩৫) সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	”
(৩৬) সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	”
(৩৭) সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	”
(৩৮) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ	”
(৩৯) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	”
(৪০) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	”
(৪১) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	”
(৪২) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	”
(৪৩) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	”
(৪৪) সচিব, অর্থ বিভাগ	”
(৪৫) রেক্টর, বিপিএটিসি	”
(৪৬) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	”
(৪৭) সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়	”
(৪৮) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	”
(৪৯) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	”

২। **পরিষদের কার্যপরিধিঃ**

(ক) মন্ত্রিসভা-বৈঠক কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

(খ) রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা এবং সে আলোকে প্রয়োজনীয় দিক্‌-নির্দেশনা প্রদান;

(গ) জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;

(ঘ) প্রয়োজনবোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংশোধন সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান; এবং

(ঙ) সরকার প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

৩। পরিষদ এই উদ্দেশ্যে গঠিত নির্বাহী কমিটির সহায়তায় দায়িত্ব সম্পাদন করিবে।

৪। পরিষদ বছরে অন্তত দু'বার বৈঠকে মিলিত হইবে।

৫। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৮ জানুয়ারি ২০১৪/ ১৫ মাঘ ১৪২০

নং-০৪.৬১১.০৭৪.০০.০২.২০১২-১৬ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৯ নভেম্বর, ২০১২/ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯ তারিখের ০৪.৬১১.০৭৪.০০.০২.২০১২-১৬১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাবৃন্দকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে :

(১) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(২) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

২। কমিটির কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/২৯ নভেম্বর ২০১২

নং-০৪.৬১১.০৭৪.০০.০২.২০১২-১৬১ রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নে দিক্-নির্দেশনা প্রদান এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদকে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে উক্ত পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠন করিয়াছেঃ

১.	মন্ত্রী ,অর্থ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	মন্ত্রী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা	”
৪.	চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন	”
৫.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	”
৬.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	”
৭.	কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল	”
৮.	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	”
৯.	সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	”
১০.	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	”
১১.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	”
১২.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	”
১৩.	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	”
১৪.	সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়	”
১৫.	মিজ আরমা দত্ত ,নির্বাহী পরিচালক, প্রিপ ট্রাস্ট	”
১৬.	জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী ,সভাপতি, বিএফইউজে	”
১৭.	সভাপতি, এফবিসিসিআই	”

২। কমিটির কার্যপরিধিঃ

নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদনে ‘জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ’-কে সহায়তা প্রদানঃ

(ক) মন্ত্রিসভা-বৈঠক কর্তৃক অনুমোদিত ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

(খ) রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা এবং সে আলোকে প্রয়োজনীয় দিক্-নির্দেশনা প্রদান;

(গ) জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;

(ঘ) প্রয়োজনবোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংশোধন সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানএবং ;

(ঙ) সরকার প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

৩। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪/ ১৩ আশ্বিন ১৪২১

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪.১৫৭- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২০ আগস্ট ২০১৪/ ০৫ শ্রাবণ ১৪২১ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল এবং জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির নিম্নেবর্ণিত সদস্যগণের পরিচিতি ও ঠিকানা সরকার নিম্নরূপে সংশোধন করেছে :

(ক) জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিলের সদস্য ক্রমিক নম্বর-৬০-এর নাম এবং সংশোধিত পরিচিতি ও ঠিকানা নিম্নরূপ :

জনাব মোঃ আবদুল হক

সাবেক সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ডেপুটি টীম লিডার, চর জীবিকায়ন কর্মসূচী

চর জীবিকায়ন কর্মসূচীর সচিবালয়

আরডিএ ক্যাম্পাস, শেরপুর, বগুড়া।

(খ) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ক্রমিক নম্বর-৩৪-এর নাম এবং সংশোধিত পরিচিতি ও ঠিকানা নিম্নরূপ :

ড. কাজী ফারুক আহম্মদ

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

আই/১-গ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

৩। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল ও জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন সংক্রান্ত উক্ত প্রজ্ঞাপনের অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১

নম্বর- *০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৮* - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এবং পল্লী উন্নয়নকে যথাযথ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করার লক্ষ্যে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল, জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করেছে :

(১) জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল

(ক) জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল-এর গঠন :

১.	প্রধানমন্ত্রী	-	সভাপতি
২.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সহ-সভাপতি
৩.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	-	সহ-সভাপতি
৪.	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬.	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৭.	মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৮.	মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৯.	মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১০.	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১১.	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১২.	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৩.	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৪.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৫.	মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৬.	মন্ত্রী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৭.	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৮.	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৯.	প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২০.	প্রতিমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২১.	প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২২.	প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৩.	প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৪.	প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

২৫.	প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য
২৬.	প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৭.	প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য
২৮.	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৯.	সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩০.	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩১.	সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
৩২.	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩৩.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩৪.	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩৫.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩৬.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩৭.	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
৩৮.	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩৯.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪০.	সচিব, তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য
৪১.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪২.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	-	সদস্য
৪৩.	সচিব, সড়ক বিভাগ	-	সদস্য
৪৪.	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪৫.	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪৬.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪৭.	সচিব, সেতু বিভাগ	-	সদস্য
৪৮.	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪৯.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫০.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫১.	সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫২.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫৩.	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য
৫৪.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫৫.	সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫৬.	সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫৭.	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।	-	সদস্য
৫৮.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), ঢাকা	-	সদস্য

৫৯.	১ জন এনজিও প্রতিনিধি মিজ রোকেয়া কবির, চেয়ারপার্সন, এডাব এবং নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ নারী প্রগ্রতি সংঘ ১৩/১৪, বাবর রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	-	সদস্য
৬০.	১ জন পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষক জনাব আবদুল হক, সাবেক অতিরিক্ত সচিব ডেপুটি টীম লিডার, চর জীবিকায়ন কর্মসূচির সচিবালয়, আরডিএ ক্যাম্পাস, শেরপুর, বগুড়া।	-	সদস্য
৬১.	১ জন পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তি কাজী এ টি এম আনিসুর রহমান বুলবুল, নাগরপুর, টাঙ্গাইল বাড়ি নং-৬৭/ডি, রোড নং- ১২ এ, মেঘালয়, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।	-	সদস্য

(খ) কাউন্সিল-এর কার্যপরিধি :

(১) পল্লী উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে নীতিগত দিক-নির্দেশনা প্রদান ;

(২) নীতিতে বর্ণিত কর্মসূচির ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে নীতিগত দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কাজে সমন্বয় সাধনসহ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৪) পল্লী উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে জিও-এনজিও'র কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে অংশীদারিত্বের উন্নয়ন সাধনসহ একাধিক সংস্থার অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত কাজের দ্বৈততা পরিহারের মাধ্যমে মূল্যবান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৫) স্থানীয় পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কাজের সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিগুলোর কাজের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(৬) স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জনগণ এবং সরকারি উন্নয়ন কর্মীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের উন্নত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৭) দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমীক্ষা,গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণালব্ধ ফলাফল ও অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ এবং সমন্বিত করে ফলপ্রসূ কৌশল ও কর্মসূচি প্রণয়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৮) কাউন্সিলের কাছে বিবেচিত পল্লী উন্নয়নের যে কোন বিষয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(গ) কাউন্সিল বছরে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে;

(ঘ) পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে অবদান রয়েছে এমন দক্ষ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল-এর সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(২) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

(ক) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি-এর গঠন :

১.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
২.	প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	-	সহ-সভাপতি
৩.	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪.	সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫.	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬.	সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
৭.	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৮.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়		সদস্য
৯.	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১০.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১১.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১২.	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৩.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৪.	সচিব, তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য
১৫.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৬.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	-	সদস্য
১৭.	সচিব, সড়ক বিভাগ	-	সদস্য
১৮.	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৯.	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২০.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২১.	সচিব, সেতু বিভাগ	-	সদস্য
২২.	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৩.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৪.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৫.	সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৬.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৭.	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য
২৮.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৯.	সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩০.	সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩১.	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	-	সদস্য
৩২.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	-	সদস্য

৩৩-৩৪	২ (দুই) জন এনজিও প্রতিনিধি (একজন নারী নেতৃত্ব) ৩৩. বেগম অ্যারোমা দত্ত, নির্বাহী প্রধান/ নির্বাহী পরিচালক প্রিপ ট্রাস্ট, বাসা নং-৭২, সড়ক নং-৮/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯। ৩৪. জনাব ফারুক আহমেদ নির্বাহী পরিচালক, প্রশিকা, প্রশিকা ভবন, মিরপুর-১১, ঢাকা।	-	সদস্য
৩৫-৩৬	২ (দুই) জন পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ৩৫. কাজী রফিকুল আলম, চেয়ারম্যান, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, হাউজ নং-১৯, রোড-১২ (নিউ), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা। ৩৬. ড. নিলুফার বেগম, সাবেক এমডিএস, বিপিএটিসি, সাভার, বাড়ি নং-২৭, 'লেভেন্ডার' এপার্টমেন্ট বি-১, রোড নং-৬ ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫।	-	সদস্য
৩৭-৩৮.	২ (দুই) জন পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তি ৩৭. ড. মিহির কান্তি মজুমদার সাবেক সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৬২/সি, আজিমপুর এস্টেট, ঢাকা-১২০৫। ৩৮. বেগম ফারাহ কবির কান্ট্রি ডিরেক্টর, এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ হাউজ-০৮, রোড-১৩৬, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।	-	সদস্য

(খ) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি-এর কার্যপরিধি :

(১) পল্লী উন্নয়ন নীতির যথাযথ বাস্তবায়নে জাতীয় কাউন্সিলকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়া;

(২) জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) পল্লী উন্নয়ন নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

(৪) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় সাধন এবং কাজের দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৫) জাতীয় কাউন্সিলে উপস্থাপনের জন্য বিষয়/এজেন্ডা নির্বাচন;

(৬) পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিবিধ বিষয়াবলি;

(গ) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি বছরে অন্তত ২(দুই) বার সভায় মিলিত হবে;

(ঘ) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রয়োজনীয় সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(৩) আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি

(ক) আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি-এর গঠন :

১.	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত-সচিব (প্রশাসন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সহ-সভাপতি
৩.	যুগ্ম-সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য
৪.	যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫.	যুগ্ম-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
৬.	যুগ্ম-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৭.	যুগ্ম-সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৮.	যুগ্ম-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৯.	যুগ্ম-সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১০.	যুগ্ম-সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১১.	যুগ্ম-সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১২.	যুগ্ম-সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৩.	যুগ্ম-সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৪.	যুগ্ম-সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৫.	যুগ্ম-সচিব, সড়ক বিভাগ	-	সদস্য
১৬.	যুগ্ম-সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৭.	যুগ্ম-সচিব, সেতু বিভাগ	-	সদস্য
১৮.	যুগ্ম-সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৯.	যুগ্ম-সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২০.	যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২১.	যুগ্ম-সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২২.	যুগ্ম-সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৩	যুগ্ম-সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৪.	যুগ্ম-সচিব, তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য
২৫.	যুগ্ম-সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৬.	যুগ্ম-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৭.	যুগ্ম-সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৮.	যুগ্ম-সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	-	সদস্য
২৯.	যুগ্ম-সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩০.	যুগ্ম-সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩১.	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	-	সদস্য
৩২.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	-	সদস্য
৩৩-৩৪	২ (দুই) জন এনজিও প্রতিনিধি (একজন নারী নেতৃত্ব)	-	সদস্য

৩৩. জনাব মোঃ আজিজুল বারী
নির্বাহী পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল
এসোসিয়েশন, কোনাবাড়ী, পোঃ-নীলনগর, গাজীপুর

৩৪. মিজ. ভেলরি টেইলর
সমন্বয়কারী, ট্রাস্ট ফর দি রিহাবিলিটেশন অব দি
প্যারালাইজড, সিআরপি, চাপাইন, সাভার, ঢাকা।

৩৫-৩৬ ২ (দুই) জন পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি - সদস্য

৩৫. জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস
সাবেক মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা।
হেনার্স এপার্টমেন্ট ৭ এ
৫৫, ল্যাবরেটরী রোড (নিউ এলিফ্যান্ট রোড)
ঢাকা-১২০৫।

৩৬. জনাব রঞ্জন কর্মকার
নির্বাহী পরিচালক
স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ৩/৪, ব্লক-ডি,
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

৩৭-৩৮ ২ (দুই) জন পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তি - সদস্য

৩৭. মিজ মাজেদা শওকত আলী
নির্বাহী পরিচালক
নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি, ডাকঘর ও উপজেলা- নড়িয়া,
জেলা- শরিয়তপুর।

৩৮. জনাব মোঃ আবদুল হান্নান
সাবেক চেয়ারম্যান
বাৈমল কমপ্রিহেন্সিভ ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, পঞ্চবটী, কুমিল্লা।

(খ) আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি-এর কার্যপরিধি :

(১) পল্লী উন্নয়ন নীতির যথাযথ বাস্তবায়নে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়া ;

(২) জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল ও জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) পল্লী উন্নয়ন নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ ;

(৪) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় সাধন এবং কাজের দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৫) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য বিষয়/এজেন্ডা নির্বাচন;

(৬) পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিবিধ বিষয়াবলি;

(গ) আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি বছরে অন্তত ২(দুই) বার সভায় মিলিত হবে;

(ঘ) আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রয়োজনীয় সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৬ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের National Advisory Council (NAC) নিম্নরূপভাবে গঠন করেছে :

(ক) কাউন্সিলের গঠন :

১.	প্রধানমন্ত্রী	- সভাপতি
২.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৩.	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-সহ-সভাপতি
৪.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৫.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৬.	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৭.	প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৮.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	-সদস্য
৯.	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ	-সদস্য
১০.	সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-সদস্য
১১.	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-সদস্য
১২.	সদস্য (আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন	-সদস্য
১৩.	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	-সদস্য
১৪.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	-সদস্য
১৫.	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
১৬.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	-সদস্য
১৭.	মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	-সদস্য
১৮.	প্রকল্প পরিচালক, রিভিটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট	-সদস্য

(খ) কাউন্সিলের কার্যপরিধি (ToR) :

(১) কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের কার্যক্রম ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(২) কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়।

(গ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাউন্সিলকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ঘ) কাউন্সিল প্রয়োজনবোধে কোন ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞকে পরিষদের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) কাউন্সিল বছরে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে।

(চ) প্রকল্পের মেয়াদশেষে কাউন্সিল বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ মে ২০১৫/ ২৮ বৈশাখ ১৪২২

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪.৯৩ - সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৪ এপ্রিল ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৯০ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত 'মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি'তে নিম্নে বর্ণিত পদধারী ব্যক্তিবর্গকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে :

(১) প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(২) চেয়ারম্যান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি; এবং

(৩) জনাব ইফতিকার উদ্দিন তালুকদার পিন্টু, সংসদ সদস্য, ১৫৯ নেত্রকোনা-৩ ও সদস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ।

২। মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৯০- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি** এবং **এর নির্বাহী কমিটি** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি

১। কমিটির গঠনঃ

(১)	প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
(২)	মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	ভাইস- চেয়ারপারসন
(৩)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা	সদস্য
(১৪)	সদস্য (কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(১৫)	ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, মতিঝিল, ঢাকা	সদস্য
(১৬)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	সদস্য
(১৭)	সভাপতি, এফবিসিসিআই, ঢাকা	সদস্য
(১৮)	সভাপতি, হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সমিতি	সদস্য
(১৯)	সভাপতি বাংলাদেশ ফিস এন্ড শ্রিম্প ফাউন্ডেশন, গুলশান, ঢাকা	সদস্য
(২০)	সভাপতি, জাতীয় চিংড়ি চাষি সমিতি	সদস্য
(২১)	সভাপতি, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন	সদস্য
(২২)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।	সদস্য-সচিব

২। **কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(ক) মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সার্বিক নীতি নির্ধারণ;

(খ) পরিবেশ সম্মত ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে নিরাপদ মাছ চাষের লক্ষ্যে ভূমি ও পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(গ) উপকূলীয় অঞ্চলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধেঁর অন্তর্ভুক্ত এলাকায় পরিবেশসম্মত উপায়ে চিংড়ি ও মৎস্য চাষের উন্নয়ন ও প্রসারে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন ও প্রসারে সহায়ক অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(ঙ) মৎস্য ও চিংড়ি চাষ উপযোগী জলমহাল/জলাশয়সমূহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ বিষয়ক দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(চ) মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সঙ্গে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক জাতীয়/ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি বিবেচনা।

৩। কমিটি তাদের কার্যপরিধিভুক্ত কোন বিষয়ে অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সংশিষ্ট থাকলে সে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/সচিব/সংস্থা প্রধানকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৪। কমিটির নিকট কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন অনুভূত হলে কমিটি সরকারি/ বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষজ্ঞগণকে সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৫। জাতীয় কমিটি বৎসরে কমপক্ষে একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(খ) মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির নির্বাহী কমিটি

১। **নির্বাহী কমিটির গঠনঃ**

১.	মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য

৯.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ,বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	গর্ভনর, বাংলাদেশ ব্যাংক- এর প্রতিনিধি (জিএম পদমর্যাদার নীচে নয়)	সদস্য
১৩.	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা	সদস্য
১৫.	মহাপরিচালক, হাওড় উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১৬.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা	সদস্য
১৭.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা	সদস্য
১৮.	মহাপরিচালক, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ	সদস্য
১৯.	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, আগারগাও, ঢাকা	সদস্য
২০.	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	সদস্য
২১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা	সদস্য
২২.	সভাপতি, হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সমিতি, বিজয়নগর, ঢাকা	সদস্য
২৩.	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফিস এন্ড শ্রিম্প ফাউন্ডেশন, গুলশান, ঢাকা	সদস্য
২৪.	সভাপতি, জাতীয় চিংড়ি চাষি সমিতি, সাতক্ষীরা	সদস্য
২৫.	সভাপতি, মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন, ঢাকা	সদস্য
২৬.	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা	সদস্য-সচিব

২। নির্বাহী কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) জাতীয় কমিটির জন্য এজেন্ডা প্রণয়ন;

(খ) মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে সুপারিশ প্রণয়ন;

(গ) মৎস্য ও চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত ভূমি ও পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে প্রয়োজনে ভূমি ব্যবহার, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, চিংড়ি চাষ ইত্যাদি নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঘ) উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডারভূক্ত জমিতে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)-এর অবকাঠামোগত সুবিধাদি (বাঁধ, স্লুইস গেট/রেগুলেটর) ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত না করে পরিমিত উপায়ে লবণ পানি প্রবেশ ও নির্গমন নিশ্চিত করে মৎস্য ও চিংড়ি চাষের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ;

(ঙ) মৎস্য ও চিংড়ি চাষীগণকে প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করাসহ আকস্মিক বিপর্যয় থেকে রক্ষাকল্পে বিমা সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;

(চ) মৎস্য ও চিংড়ি চাষ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মাননিয়ন্ত্রণ, জাহাজীকরণ, বাজারজাতকরণ, রপ্তানিকরণ ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থাকরণ;

(ছ) জাতীয় রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় রপ্তানি-ভর্তুকি একটি অংশ উৎপাদক (চাষি) পর্যায়ে বিতরণের নীতিমালা প্রণয়ন;

(জ) মৎস্য ও চিংড়ি চাষ এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন ও মাঠ পর্যায়ে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থাকরণ;

(ঝ) জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নসহ মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সঙ্গে সংশিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩। কমিটি তাদের কার্যপরিধিভুক্ত কোন বিষয়ে অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সংশিষ্ট থাকলে সে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/সচিব/সংস্থা প্রধানকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৪। কমিটির নিকট কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন অনুভূত হলে কমিটি সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষজ্ঞগণকে সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৫। নির্বাহী কমিটি প্রতি চার মাস অন্তর বৈঠকে মিলিত হবে এবং এছাড়া প্রয়োজনে যে কোন সময় বৈঠকে মিলিত হতে পারবে।

৬। মৎস্য অধিদপ্তর এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৭। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৬ মার্চ ২০১৪/ ২২ ফাল্গুন, ১৪২০

নং-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০২.১৪-৫৫ সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোয়েন্দা কার্যক্রম সমন্বয়, ইহার সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং এই কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৯ জুলাই, ২০০৯/ ১৪ শ্রাবণ ১৪১৬ তারিখের মপবি/ক:বি:শা:/মন্ত্রিপরিষদ-১/২০০৯/১৬৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত **ন্যাশনাল কমিটি ফর ইন্টেলিজেন্স কো-অর্ডিনেশন (এনসিআইসি)**-তে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে ।

২। কমিটির কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩।ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৯ জুলাই ২০০৯/ ১৪ শ্রাবণ ১৪১৬

নং- মপবি/কঃবিঃশাঃ/মন্ত্রিপরিষদ-১/২০০৯/১৬৬-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোয়েন্দা কার্যক্রম সমন্বয়, সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে:-

০১। নামকরণঃ কমিটির নাম হইবে 'ন্যাশনাল কমিটি ফর ইন্টেলিজেন্স কো-অর্ডিনেশন' বা সংক্ষেপে 'এনসিআইসি'।

০২। গঠনঃ কমিটির গঠন নিম্নরূপ হইবে:

(ক) সভাপতি - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ।

(খ) প্রধান সমন্বয়ক - প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা।

(গ) সদস্যবৃন্দঃ

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৩) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর

(৪) মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর

(৫) মহাপরিচালক, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স

(৬) মহা পুলিশ পরিদর্শক

(ঘ) সহায়তাকারী কর্মকর্তা হিসাবে সভায় উপস্থিত থাকিবেনঃ

(৭) মহাপরিচালক, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন

(৮) এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, স্পেশাল ব্রাঞ্চ

(৯) এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, সিআইডি

এতদ্ব্যতীত কমিটি প্রয়োজন ও ক্ষেত্র বিবেচনায় অন্যান্য সশস্ত্র ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে কমিটিতে সদস্য হিসাবে নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

০৩। কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) যথাপ্রয়োজনে (ন্যূনতম প্রতিমাসে একবার) সমন্বয় সভায় মিলিত হইবে এবং দেশের বিরাজমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়ন সাপেক্ষে গোয়েন্দা দুর্বলতাসমূহ চিহ্নত ও গোয়েন্দা কার্যক্রম সুসমন্বিত করার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করিবে;

(খ) গোয়েন্দা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তাসমূহকে মূল্যায়ন করতঃ গুরুত্ব নির্ধারণ করিবে;

(গ) গোয়েন্দা কার্যক্রম সুসমন্বিত করার জন্য সংস্থাসমূহের কার্যপরিধি ও ক্ষেত্র নির্ধারণ করিবে;

(ঘ) গোয়েন্দা তথ্য আদান প্রদানের জন্য সংস্থাসমূহের সহায়ক হইবে;

(ঙ) গোয়েন্দা কার্যক্রমে দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করতঃ তা নিরসনে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(চ) সভাপতি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য যে কোন গোয়েন্দা কার্যক্রম।

০৪। কমিটির সচিবালয়ঃ

কমিটির একটি সচিবালয় থাকিবে যাহা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থিত হইবে। সচিবালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও জনবল সরকার কর্তৃক নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত কমিটি কর্তৃক সভায় নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোন একটি গোয়েন্দা সংস্থা নির্ধারিত মেয়াদে কমিটির সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করিবে। সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান সভাপতির অনুমোদনক্রমে উক্ত মেয়াদে সচিবালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করিবেন।

০৫। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

এম আবদুল আজিজ, এনডিসি
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩১ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং-এর জন্য নিম্নরূপভাবে জাতীয় কমিটি গঠন করেছে:

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
(২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা	সদস্য
(১০)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড	সদস্য
(১১)	প্রতিমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	সদস্য
(১৩)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
(১৪)	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(১৫)	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৬)	সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(১৭)	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৮)	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(১৯)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
(২০)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
(২১)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২২)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
(২৩)	ড. নঈম চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
(২৪)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প	সদস্য
(২৫)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাক-বাস্তবায়ন, বাস্তবায়ন পর্যায়ের মনিটরিং এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(২) প্রকল্পের স্বত্বাধিকার নির্ধারণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্বাচন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থ যোগানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও এ সম্পর্কিত বাধাসমূহ দূরীকরণে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান;

(৪) পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরবরাহকারী সম্ভাব্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও যথাযথ পরিচালনার বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও সম্পাদিত চুক্তিসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং নিউক্লিয়ার সায়েন্স ও নিউক্লিয়ার টেকনোলজি সম্পর্কিত শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৬) প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল আন্তর্জাতিক মানদন্ড পূরণ অত্যাবশ্যক সে সকল মানদন্ড পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তিসমূহ সম্পাদনের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৭) দেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণসহ উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি অবকাঠামো উন্নয়ন/প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৮) প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশজ প্রযুক্তি, সম্পদ ও অবকাঠামোর সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে দিক-নির্দেশনা প্রদান।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩২ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে তদারকি, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও কারিগরি বিষয়াদি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য নিম্নরূপভাবে কারিগরি কমিটি গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	প্রতিমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
(৩)	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৪)	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	সদস্য (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(৬)	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(৭)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণলায়	সদস্য
(১০)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
(১২)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
(১৩)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৪)	বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য	সদস্য
(১৫)	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(১৬)	চেয়ারম্যান, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(১৭)	সদস্য (ভৌত বিজ্ঞান), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
(১৮)	সদস্য (প্রকৌশল), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
(১৯)	সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
(২০)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প	সদস্য
(২১)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
(২২)	ড. নঈম চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
(২৩)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) প্রয়োজনীয় জনবল চিহ্নিত করে প্রকল্পের প্রাক-বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পের প্রশাসনিক অবয়ব (Organizational Structure) প্রণয়ন এবং প্রাক-বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ের কার্যাবলি যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(২) প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং প্রযুক্তি আন্তস্থকরণ পদ্ধতি নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণ, অর্থায়নের পদ্ধতি নির্ধারণ এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের অর্থায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য আর্থিক ও বাণিজ্যিক সীমাবদ্ধতা/ঝুঁকি (Risk)-সমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা দূরীকরণে সরকারের সম্ভাব্য ভূমিকা নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৪) সম্ভাব্য প্রযুক্তি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/দেশ-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অর্থায়ন সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রস্তাবনাটি প্রকল্পের মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) প্রকল্পের প্রাক বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নকালীন বিভিন্ন পর্যায় ও ধাপে আন্তর্জাতিকভাবে প্রযোজ্য যে সকল Codes, Guides ও Standards অনুসরণ করা প্রয়োজন সেগুলো চিহ্নিতকরণ এবং নিশ্চিতভাবে সেগুলো অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৬) পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাইট নির্বাচন, নির্মিতব্য কেন্দ্রের নকশা ও কারিগরি বিষয়াদি পুননিরীক্ষণ (review), নির্মাণ, পরিচালনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যাবলি তদারকি ও পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি উপযোগী আইন প্রণয়নসহ একটি স্বতন্ত্র নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি বডি (Independent Nuclear Regularoty Body) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৭) প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল আন্তর্জাতিক মানদন্ড (International Legal Instruments) পূরণের আবশ্যকীয়তা চিহ্নিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ ও পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) সুষ্ঠু ও নিরাপদে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ উন্নয়নের পন্থা/পদ্ধতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ;

(৯) পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞান (Nuclear Physics)-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং পারমাণবিক প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(১০) প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল দেশজ সম্পদ, প্রযুক্তি ও অবকাঠামো ব্যবহার করা সম্ভব তা যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত গুণগতমান বজায় রেখে দেশজ সকল সম্পদ, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৩ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে ওয়ার্কিং-গ্রুপ গঠন করেছে:

(ক) ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর গঠন :

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক	সদস্য
(৩)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব	সদস্য
(৪)	অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-সচিব	সদস্য
(৫)	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব	সদস্য
(৬)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মহাপরিচালক	সদস্য
(৭)	বিদ্যুৎ বিভাগের একজন যুগ্ম-সচিব	সদস্য
(৮)	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের একজন যুগ্ম-প্রধান	সদস্য
(৯)	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব	সদস্য
(১০)	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-সচিব	সদস্য
(১১)	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব	সদস্য
(১২)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব	সদস্য
(১৩)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব	সদস্য
(১৪)	শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব	সদস্য
(১৫)	সড়ক বিভাগের একজন যুগ্ম-সচিব	সদস্য
(১৬)	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব	সদস্য
(১৭)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব	সদস্য
(১৮)	মহাপরিচালক, সিপিটিইউ, আইএমইডি	সদস্য
(১৯)	চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(২০)	মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(২১)	সদস্য (ভৌত বিজ্ঞান), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
(২২)	সদস্য (প্রকৌশল), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
(২৩)	সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
(২৪)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য	সদস্য
(২৫)	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(২৬)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(২৭)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য-সচিব

(খ) কার্যপরিধি:

(১) আন্তর্জাতিক মানদন্ডের নিরিখে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায় ও ধাপের কার্যাবলিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(২) প্রকল্প এলাকায় নির্মিতব্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরণ, প্রকৃতি ও উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ সম্ভাব্য সরবরাহকারীর তালিকা প্রণয়ন এবং প্রযুক্তি সরবরাহ পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান (দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা)-এর নিমিত্ত অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং অর্থায়নের শর্তাবলি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৪) প্রযুক্তি সরবরাহকারী সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠান/দেশসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে সরবরাহকারীর সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সর্বোত্তম উপায়ে উপযুক্ত দেশজ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৬) যথাসময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ইকুইপমেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং এবং নিরাপদে ও সাশ্রয়ী উপায়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযোজন ও উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য গ্রিড সিস্টেম-এর প্রয়োজনীয় ডেভলপমেন্ট-এর লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

(৭) প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভৌত, কারিগরি, আইনানুগ অবকাঠামো ও সাইট সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন;

(৮) প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে অপরিহার্য মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৯) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নির্মিতব্য কেন্দ্রের আকার-আকৃতি, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, অর্থায়নের উৎস, প্রয়োজনীয় ভৌত, কারিগরি ও পারমাণবিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত রেগুলেটরি অবকাঠামো, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশ করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রতিবেদনটি প্রকল্পের কারিগরি কমিটির নিকট উপস্থাপন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

২। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
<u>কমিটি বিষয়ক শাখা</u>

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৪ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ওয়ার্কিং-গ্রুপকে সহায়তা করার নিমিত্ত আটটি সাব-গ্রুপ নিম্নরূপভাবে গঠন করেছে:

(১) ইন্টারন্যাশনাল অবলিগেশনস, লিগ্যাল এন্ড রেগুলেটরি অ্যাসপেক্টস এবং নিউক্লিয়ার সেফটি এন্ড সিকিউরিটি **(International Obligations, Legal and Regulatory Aspects and Nuclear Safety and Security) সাব-গ্রুপ :**

(ক) সাব-গ্রুপ-এর গঠন:

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৪)	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৭)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(৮)	উপ-প্রযুক্তি উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(১০)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য-সচিব

(খ) সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি:

(১) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি আইন ২০১২-এর অধীন বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসহ যাবতীয় প্রবিধি ও সংবিধি চূড়ান্তকরণ এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাযথ আইন প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ;

(২) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় International Legal Instruments চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো স্বাক্ষরের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৩) একটি কার্যকর, স্বাধীন এবং উপযুক্ত নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি বডি স্থাপনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৪) দেশে পারমাণবিক সেফটি কালচার গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৫) পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট স্থাপনাসমূহ এবং পারমাণবিক দ্রব্যাদি পরিবহন ও গুদামজাতের জন্য উপযুক্ত ফিজিক্যাল প্রটেকশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্ত যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ;

(৬) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1-এর Infrastructure Issues 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14 এবং 15 অনুসরণ করবে;

(ক) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(২) **মালিকানা/ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক (**Ownership/Institutional Framework) **সাব-গ্রুপ:**

(ক) সাব-গ্রুপ-এর গঠন:

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৪)	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৭)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৮)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(৯)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(১০)	উপ-প্রযুক্তি উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য-সচিব

(খ) সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি:

(১) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অর্গানাইজেশন অবয়ব প্রতিষ্ঠা করা;

(২) সাইট নিরাপত্তা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ এবং প্রকল্প এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৩) প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ;

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশীয় প্রতিষ্ঠানসহ প্রযুক্তি সরবরাহকারীর সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৫) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1 -এর Infrastructure Issues 3 অনুসরণ করবে;

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৩) নিউক্লিয়ার ফুয়েল সাইকেল এন্ড ম্যানেজমেন্ট অব রেডিওএ্যাকটিভ ওয়েস্ট এন্ড ডিকমিশনিং (Nuclear Fuel Cycle and Management of Radioactive Waste And Decommissioning) সাব-গ্রুপ :

(ক) সাব-গ্রুপ-এর গঠন:

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৪)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(৬)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(৭)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য-সচিব

(খ) সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি:

(১) বাংলাদেশের জন্য উপযোগি একটি Nuclear Fuel Cycle Policy প্রণয়ন করা;

(২) পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সরবরাহকারীর নিকট থেকে কেন্দ্রের জীবদ্দশায় জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি নির্ধারণ;

(৩) পারমাণবিক জ্বালানি ক্রয় অথবা ফুয়েল সাইকেল উন্নয়ন ক্ষমতা অথবা পুনর্ব্যবহার উপযোগিতা বিবেচনা করে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৪) সরবরাহকারীর নিকট Spent Fuel ফেরত প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত অস্থায়ী মেয়াদে Spent Fuel Storage এর বিষয়ে দিক-নির্দেশনা নির্ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৫) Radioactive Waste Handling, Storage and Disposal বিষয়ে দিক-নির্দেশনা নির্ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৬) প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত Environmental Impact Assessment সম্পন্নকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৭) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1-এর Infrastructure Issues 13, 16 এবং 17 অনুসরণ করবে;

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৪) **ডেভেলপমেন্ট অব হিউম্যান রিসোর্স (Development of Human Resources) সাব-গ্রুপ :**

(ক) সাব-গ্রুপ-এর গঠন:

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৪)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য

(৬)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৭-৯)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিনিধি	সদস্য
(১০)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(১১)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(১২)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য-সচিব

(খ) সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি:

(১) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল নির্ধারণ;

(২) দেশীয় এবং প্রকল্প সরবরাহকারীর উৎস হতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) প্রযুক্তি সরবরাহকারীর সহযোগিতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের O&M Design সম্পর্কিত এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ পেশাজীবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে On the job training-এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা পেশকরণ;

(৪) প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য পেশাজীবীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানদন্ডের নিরিখে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণসহ তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৫) দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পারমাণবিক প্রযুক্তি বিষয়ক মৌলিক ও কারিগরি গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ সম্প্রসারণের নিমিত্ত যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ;

(৬) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1 -এর Infrastructure Issues 10 অনুসরণ করবে;

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৫) ন্যাশনাল পার্টিসিপেশন (National Participation) সাব-গ্রুপ :

(ক) সাব-গ্রুপ-এর গঠন:

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৪)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৭)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(৮)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(৯)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য-সচিব

(খ) সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি:

(১) প্রকল্পের জন্য দেশজ নির্মাণ সামগ্রী/দ্রব্যাদি ও সেবা প্রদানে জাতীয় যোগ্যতা নিরূপণ;

(২) জাতীয় স্থাপনা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রকল্পে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৩) প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সরকারি অব্যবহৃত স্থাপনাসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়ে প্রয়োজন মোতাবেক ব্যবহার করা যায় কি না, তা চিহ্নিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৪) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1-এর Infrastructure Issues 11, 12 এবং 18 অনুসরণ করবে;

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৬) ফাইন্যানসিং (Financing) ও ক্রয় (Procurement) সাব-গ্রুপ :

(ক) সাব-গ্রুপ-এর গঠন:

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৪)	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৭)	শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৮)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৯)	সিপিটিইউ, আইএমইডি এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১০)	উপ-প্রযুক্তি উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(১২)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১৩)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।	সদস্য-সচিব

(খ) সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি:

(১) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থের উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(২) অর্থায়নের শর্তাবলি ও পদ্ধতি চিহ্নিতকরণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিপণনের নিমিত্তে একটি উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ;

(৪) পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন-প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক Procurement এর জন্য বিদ্যমান জাতীয় নীতিমালাসমূহের যথার্থতা যাচাই ও এ সংক্রান্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন;

(৫) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1 -এর Infrastructure Issues 4 এবং 19 অনুসরণ করবে;

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৭) গ্রিড সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট (Grid System Development) সাব-গ্রুপ :

(ক) সাব-গ্রুপ-এর গঠন:

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৪)	বিদ্যুৎ বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৭)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(৮)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৯)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য-সচিব

(খ) সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি:

(১) ভবিষ্যতে জাতীয় Grid-এ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোজনের জন্য বর্তমান Grid System -এর প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ;

(২) Grid System -এর Reliability নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহের জন্য অন-সাইট Power System স্থাপনে এবং প্রয়োজনবোধে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য অফ-সাইট Power প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা বিষয়ে উপযুক্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

(৪) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1-এর Infrastructure Issues 9 অনুসরণ করবে;

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৮) ভারী যন্ত্রপাতি ট্রান্সপোর্টেশন প্লানিং (Heavy Equipment Transportation Planning) সাব-গ্রুপ:

(ক) সাব-গ্রুপ-এর গঠন:

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৪)	সড়ক বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	সেতু বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য

(৬)	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৭)	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৮)	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA)-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৯)	চট্রগ্রাম/মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১০)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(১১)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ	সদস্য
(১২)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য-সচিব

(খ) সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি:

(১) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভারী নির্মাণ সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি পরিবহনে যথার্থ পরিবহন রুট নির্ধারণ ও এ সংক্রান্ত কাজে দেশীয় সক্ষম পরিবহন প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(২) দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন পরিবহন সংশ্লিষ্ট সুবিধা/অসুবিধাসমূহ নির্ধারণ;

(৩) পরিবহন ক্ষেত্রে মৌসুমী জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অন্তরায়সমূহ অতিক্রমে বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থার সুপারিশ প্রণয়ন;

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৪ মে, ২০১৪/ ২১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৯৫ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সারের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও সার্বিক সমন্বয় সাধনের জন্য **'সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি'** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১)	বেগম মতিয়া চৌধুরী মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	- আহবায়ক
(২)	জনাব আমির হোসেন আমু মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৩)	জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার, হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	- সদস্য
(৪)	সভাপতি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	- সদস্য
(৫)	জনাব আব্দুল হাই, এমপি, ঝিনাইদহ-১	- সদস্য
(৬)	বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি, এমপি, মুন্সিগঞ্জ-২	- সদস্য
(৭)	জনাব ছবি বিশ্বাস, এমপি, নেত্রকোনা-১	- সদস্য
(৮)	বেগম আমাতুন কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী, এমপি, মহিলা আসন-২৮	- সদস্য
(৯)	সচিব, অর্থ বিভাগ	- সদস্য
(১০)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১১)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১২)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১৩)	চেয়ারম্যান, বিসিআইসি	- সদস্য
(১৪)	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	- সদস্য
(১৫)	মহা-পরিচালক, ডিএই	- সদস্য
(১৬)	নির্বাহী পরিচালক (বৈদেশিক মুদ্রানীতি), বাংলাদেশ ব্যাংক	- সদস্য
(১৭)	চেয়ারম্যান, বিএফএ	- সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) দেশে সকল প্রকার সারের উৎপাদন/আমদানি চাহিদা ও মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং এ সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন;

(২) কৃষকদের নিকট সঠিক সময়ে সার সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সার বিতরণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও এ বিষয়ে সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান;

(৩) সারের ডিলার নিয়োগের বিদ্যমান পদ্ধতি পর্যালোচনা এবং এর যথার্থতা যাচাই করে সুপারিশ প্রদান;

(৪) ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সার সরবরাহ ও বিতরণ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোন বিষয় পর্যালোচনা ও এ সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন;

২। কমিটি প্রয়োজনবোধে আরও সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। কৃষি মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ অক্টোবর ২০১৪/ ২৭ আশ্বিন ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৬২ - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৪ এপ্রিল ২০১৪/ ১১ বৈশাখ ১৪২১ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত **'পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'**-তে সরকার নিম্নে বর্ণিত সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে :

(১) প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২। এ সংক্রান্ত ইত:পূর্বেকার প্রজ্ঞাপনের অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৩-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং এ সেক্টরের বিদ্যমান সমস্যাদি দূরীকরণে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য **পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১)	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	-আহবায়ক
(২)	জনাব রাশেদ খান মেনন মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৩)	ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(৪)	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৫)	জনাব হাসানুল হক ইনু মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৬)	জনাব আনোয়ার হোসেন মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(৭)	জনাব শাজাহান খান মন্ত্রী, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৮)	জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণারয়	- সদস্য
(৯)	জনাব শামসুর রহমান শরীফ মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(১০)	জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণঃ

(১) সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(২) সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

(৩) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

(৪) সচিব, অর্থ বিভাগ

(৫) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৬) সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়

(৭) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

(৮) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৯) সচিব, সড়ক বিভাগ

(১০) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

(১১) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়

(১২) সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

২। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮০- বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নদীর উভয় তীর, নদীর অভ্যন্তরে অবৈধ দখল ও অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও নদীর সংস্কার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য **টাস্ক ফোর্স** সরকার নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) টাস্ক ফোর্সের গঠনঃ

(১)	মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, আইন, বিচার, ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৯)	নৌ-পরবহন মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতিগণ	- সদস্য
(১০)	সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র	- সদস্য
(১১)	সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংসদ সদস্য	- সদস্য
(১২)	এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	- সদস্য
(১৩)	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১৪)	সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১৫)	সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	- সদস্য

(১৬) মহা-পুলিশ পরিদর্শক - সদস্য

(১৭) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় - সদস্য

(১৮) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় - সদস্য

(১৯) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় - সদস্য

(২০) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য

(২১) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য

(২২) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ - সদস্য

(২৩) সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় - সদস্য

(২৪) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কতৃপক্ষ (রাজউক) - সদস্য

(২৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) - সদস্য

(২৬) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর - সদস্য

(২৭) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর - সদস্য

(২৮) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা - সদস্য

(২৯) প্রশাসক, ঢাকা দক্ষিণ/উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা - সদস্য

(৩০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা - সদস্য

(৩১) চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ - সদস্য

(৩২) মহা পরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড - সদস্য

(৩৩) জনাব আবু নাসের খান - সদস্য
চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন
৫৮/১, কলাবাগান, ১ম লেইন, ঢাকা

(৩৪) ডাঃ মোঃ আবদুল মতিন - সদস্য
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন
৯/১২, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

(৩৫) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ এনভায়নমেন্ট লইয়ারস এসোসিয়েশন **(BELA)** - সদস্য

(৩৬) অধ্যাপক (ডঃ) আনসারুল করিম - সদস্য
পরিবেশ বিজ্ঞানী, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার

(৩৭) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক - সদস্য

(খ) টাস্ক ফোর্সের কার্যপরিধিঃ

(১) বুড়িগঙ্গাসহ শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নদীর উভয় তীরসহ নদীর অভ্যন্তরে অবৈধ দখলসহ অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

(২) পরিবেশ সংরক্ষণ ও নদী সংস্কারের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

২। টাস্ক ফোর্স প্রয়োজনবোধে কোন বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্সকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫/৩১ ভাদ্র ১৪২২

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১৫২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় - আহবায়ক

(২) মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৩) মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৪) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৫) মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৬) মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৭) প্রতিমন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় - সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ :

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব

(৩) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

(৪) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(৫) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব।

(গ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনিষ্পন্ন কেইসসমূহের পর্যালোচনা;

(২) বেতন স্কেলে বৈষম্যের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে এইগুলি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান; এবং

(৩) এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনান্তে সুপারিশ প্রদান।

২। অর্থ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৩। কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হইবে।

৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৪/০৪/২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৭৯ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এতদদ্বারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ জুলাই ২০১৫/ ১৫ শ্রাবণ ১৪২২

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১৩২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৪/০৪/২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৮১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত "সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি”র নাম সংশোধনপূর্বক “সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি” নামকরণ করিয়াছে ।

২। কমিটির গঠন ও কার্যপরিধিসহ অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮১- সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৫)	প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৬)	প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) প্রতি বছর মার্চ মাসে কমিটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং উক্ত সভায় বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচির পূর্ববর্তী বছরের সার্বিক মূল্যায়ন ও পরবর্তী বছরের বাজেট নির্ধারণ করা;

(২) অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা বিতরণ কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং পরবর্তী বছরের বাজেট নির্ধারণ করা;

(৩) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা বিতরণের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং পরবর্তী বছরের এ সংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন করা;

(৪) মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম, প্রার্থী বাছাইয়ে অনুমোদিত নীতিমালার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং এ সংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন করা;

(৫) দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালভাতা বিতরণ কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং বাজেট নির্ধারণ করা;

(৬) প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং বাজেট নির্ধারণ করা;

(৭) হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং বাজেট নির্ধারণ করা;

(৮) দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান মূল্যায়ন এবং বাজেট নির্ধারণ করা;

(৯) ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান মূল্যায়ন এবং বাজেট নির্ধারণ করা; এবং

(১০) চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান মূল্যায়ন এবং বাজেট নির্ধারণ করা।

২। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৩। কমিটি প্রতি তিনমাসে একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম

অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩০ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রকল্প শেষ হওয়ার পূর্বে অথবা প্রকল্পে তিন বছর কর্মকাল শেষ হবার পূর্বে প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণের বদলির বিষয় বিবেচনা করার নিমিত্ত কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

১.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় -	সভাপতি
২.	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় -	সদস্য
৩.	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ -	সদস্য
৪.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ -	সদস্য
৫.	সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ -	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

পদোন্নতি/উচ্চতর পদায়ন এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা/বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় ব্যতীত ৩ (তিন) বছর মেয়াদ সমাপ্তির পূর্বে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণকে বদলি সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা করে সুপারিশ প্রদান ।

(গ) প্রকল্প সমাপ্তির কারণে বদলির ক্ষেত্রে কমিটির নিকট উপস্থাপনের প্রয়োজন হবে না।

(ঘ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে জারিকৃত বদলি/নিয়োগ আদেশসমূহ কমিটির সুপারিশের আওতা বহির্ভূত থাকবে এবং তা সরাসরি কার্যকর হবে।

(ঙ) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৯১- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফ পি এম সি)** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১)	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৭)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	- সদস্য
(৮)	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	- সদস্য
(৯)	সচিব, অর্থ বিভাগ	- সদস্য
(১০)	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	- সদস্য
(১১)	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১২)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১৩)	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১৪)	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১৫)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১৬)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১৭)	মহা-পরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) কমিটি সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখবে;

(২) কমিটি খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান, খাদ্যশস্যের চাহিদা নিরূপণ, খাদ্যশস্যের মজুদ, সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং খাদ্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে পরামর্শ দেবে।

২। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফ পি এম ইউ) কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ মার্চ ২০১৪/ ০৬ চৈত্র, ১৪২০

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০৩.১৪.৬২ - সরকার বিদেশে অবস্থানরত আসামী (বাংলাদেশের নাগরিক) দেরকে বিচারার্থে ও দন্ডদানার্থে বাংলাদেশে আনয়নের বিষয় পর্যালোচনা ও এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে টাস্কফোর্স গঠন করেছেঃ

(ক) টাস্কফোর্সের গঠনঃ

(১)	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৩)	প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৪)	এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ	- সদস্য
(৫)	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৬)	মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	- সদস্য
(৭)	মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর	- সদস্য
(৮)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	- সদস্য
(৯)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১০)	মহা-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা	- সদস্য

(খ) টাস্কফোর্স-এর কার্যপরিধিঃ

(১) বিদেশে অবস্থানরত আসামী (বাংলাদেশের নাগরিক) দেরকে বিচারার্থে ও দন্ডদানার্থে বাংলাদেশে আনয়নের উদ্দেশ্যে তাদের নামের তালিকা প্রণয়ন;

(২) যথাযথ সূত্র ব্যবহার করে বিদেশে আসামীদের অবস্থান চিহ্নিতকরণ;

(৩) সংশ্লিষ্ট দেশ হতে আসামীদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার উপায় নির্ধারণ এবং ফেরৎ আনার কার্যক্রম তদারকি;

(৪) কোন আসামী ইতোমধ্যে বিদেশে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে থাকলে সেক্ষেত্রে তাকে ফিরিয়ে আনার উপায় নির্ধারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি;

(৫) এতদসংক্রান্ত অন্য সকল কার্যক্রম।

(গ) উক্ত 'টাস্কফোর্স'-এর কার্যক্রম পূর্বের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

(ঘ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত 'টাস্কফোর্স'-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ঙ) এ 'টাস্কফোর্স' প্রয়োজনে যে কাউকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৭ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে গৃহীতব্য কার্যক্রম যথাদ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা	-	সদস্য
(৪)	প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা	-	সদস্য
(৫)	প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে Bangladesh Power Development Board (BPDB) এবং National thermal Power Company (NTPC) Limited, India-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে গৃহীতব্য কার্যক্রম যথাদ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান; এবং

(২) বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশের যে কোন বিদ্যুৎ সংস্থা/ কোম্পানি এবং বিদেশী যে কোন সংস্থা/ কোম্পানির মধ্যে Joint Venture (JV)-এর ভিত্তিতে নির্মিতব্য কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সকল বৃহৎ কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

২। বিদ্যুৎ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৯ অক্টোবর ২০১৫/ ০৪ কার্তিক ১৪২২

নম্বর-০৪.৬১১.০০.০০.০১০.২০১০-১৬১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) আরও বিশদভাবে পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের দায়িত্বপালনকারী মন্ত্রিসভা কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
(২)	মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা :

(১)	সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(২)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	-	সদস্য
(৫)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৬)	সচিব, সেতু বিভাগ	-	সদস্য
(৭)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৮)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
(৯)	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

(গ) কমিটির কার্যপরিধি :

জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত মতামত এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত পর্যালোচনাক্রমে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) চূড়ান্তকরণ।

২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোনঃ ৯৫১১০৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০১ এপ্রিল ২০১৪/ ১৮ চৈত্র ১৪২০

নম্বর- ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০১০.২০১০.৬৪ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) আরও বিশদভাবে পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের দায়িত্বপালনকারী মন্ত্রিসভা কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করেছেঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

ক্রমিক নম্বর	পদবি ও মন্ত্রণালয়	দায়িত্ব
১.	মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাঃ

(১) সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় - সদস্য
(২) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য
(৩) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় - সদস্য
(৪) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় - সদস্য
(৫) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় - সদস্য
(৬) সচিব, সড়ক বিভাগ - সদস্য
(৭) সচিব, সেতু বিভাগ - সদস্য
(৮) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় - সদস্য
(৯) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় - সদস্য

২। কমিটির কার্যপরিধিসহ অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২২ জানুয়ারি ২০১৪/ ০৯ মাঘ ১৪২০

নং-০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০১০.২০১০.১১ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) আরও বিশদভাবে পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রিসভা কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করেছেঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

ক্রমিক নম্বর	পদবি ও মন্ত্রণালয়		দায়িত্ব
১.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
২.	মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	যুগ্ম-আহ্বায়ক
৩.	মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬.	মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৭.	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাঃ

(১)	সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(২)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৬)	সচিব, সড়ক বিভাগ	-	সদস্য
(৭)	সচিব, সেতু বিভাগ	-	সদস্য
(৮)	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৯)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য

(গ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত মতামত এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত পর্যালোচনাক্রমে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) চূড়ান্তকরণ।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কাউকে কো-অপ্ট করতে পারবে ।

(ঙ) আহ্বায়কের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-আহ্বায়ক কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৫ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র (Bangladesh National Conservation Strategy)-এর খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য নিম্নরূপভাবে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় -	আহ্বায়ক
(২)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৭)	প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা -	সদস্য
(৮)	প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৯)	উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় -	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধি:

বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্রের খসড়া চূড়ান্তকরণ।

২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে এবং উক্ত কমিটির নির্দেশনার আলোকে 'Bangladesh National Conservation Strategy'-এর খসড়া সংশোধন করে বাংলা অনুবাদসহ পুনরায় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ নভেম্বর ২০১১/ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪১৮

নম্বর-০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১০.১৭৫- সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ০২ জুন ২০১০ তারিখের ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১০-৯৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি'তে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাবৃন্দকে অন্তর্ভুক্ত করেছেঃ

(১) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(২) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;

(৩) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(৪) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;

(৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

(৬) সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ;

(৭) সচিব, পরিসংখ্যান বিভাগ;

(৮) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(৯) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

২। কমিটির কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নুরুল করিম
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ জুন ২০১০ খ্রিঃ

নম্বর- ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১০-৯৩- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ও তালিকা কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং-এর জন্য নিম্নরূপভাবে 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	আহবায়ক
(২)	সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(৫)	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
(৬)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(৮)	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(৯)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(১৪)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৫)	সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৬)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৭)	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
(১৮)	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৯)	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২০)	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২১)	সচিব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২২)	সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৩)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য

(২৪)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
(২৫)	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৬)	সচিব, খাদ্য বিভাগ	সদস্য
(২৭)	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৮)	সচিব, পরিসংখ্যান বিভাগ	সদস্য
(২৯)	সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(৩০)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

২। কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট পর্যালোচনা;

(২) সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা পরীক্ষা ও সমন্বয়;

(৩) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের উপকারভোগী নির্বাচনের নীতি, পদ্ধতি এবং তালিকা পর্যালোচনা;

(৪) মাঠপর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

(৫) অর্থ বিভাগ কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা ও নির্দেশনা প্রদান;

(৬) সার্বিক কার্যাদি পরিবীক্ষণ।

৩। কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্য সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের বিষয়টি ‘কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি’ বিবেচনা করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নুরুল করিম
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি২০১৪/ ০১ ফাল্গুন ১৪২০

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৪৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করেছে :

(১) কমিটির গঠনঃ

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মন্ত্রী , ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য

(২) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ :

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব

২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৩. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪. মহা-পুলিশ পরিদর্শক

৫. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

৬. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৭. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

৮. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৯. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১০. সচিব, সড়ক বিভাগ

১১. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

১২.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

১৩.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি

১৪.	নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

১৫.	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

১৬.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

**(৩)	কমিটির কার্যপরিধি :**

(i)	জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর ও এগুলির পার্শ্ব হতে হাট বাজার ও বাণিজ্যিক স্থাপনা অপসারণ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(ii)	জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে রেজিস্ট্রেশনবিহীন অবৈধভাবে চলাচলরত নছিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক বা অনুরূপ যানবাহন চলাচল বন্ধকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(iii)	প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোন বিষয়।

(৪)	সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১১ নভেম্বর ২০১০/ ২৭ কার্তিক ১৪১৭

নম্বর-০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০৩.২০১০-১৯৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জেলা সদরে কোর ভবন এলাকায় নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সভাপতি
(২)	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৬)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	-	সদস্য
(৭)	সচিব, প্রস্তাবক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	-	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) জেলা সদরে কোর ভবন এলাকায় নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির আওতা বহির্ভূত কোন বিষয় অনুমোদন;

(২) টাস্কফোর্স কমিটি জেলা সদরে কোর ভবন এলাকায় নির্মাণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা চাইলে সংশিষ্ট বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান।

(গ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটির সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১১ নভেম্বর ২০১০/ ২৭ কার্তিক ১৪১৭

নং -০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০৩.২০১০-১৯৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কোর ভবন এলাকায় কোর ভবন বহির্ভূত অন্যান্য সরকারি দপ্তরের জন্য স্থাপনা নির্মাণের প্রস্তাবনার বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রদানের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স কমিটি নিম্নরূপ পুনর্গঠন করেছে :

(ক) টাস্কফোর্সের গঠন :

(১) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব - আহবায়ক
প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(২) উপসচিব (উন্নয়ন) - সদস্য
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়) - সদস্য
গণপূর্ত অধিদপ্তর

(৪) উপ-প্রধান স্থপতি (সার্কেল-১) - সদস্য
স্থাপত্য অধিদপ্তর (পূর্বের PWD এর পরিবর্তে)

(৫) উপ-পরিচালক (গবেষণা ও সমন্বয়) - সদস্য
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

(৬) প্রস্তাবক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধি(উপ সচিব - সদস্য
পদমর্যাদার নিম্নে নয়)

(খ) টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি :

(১) টাস্কফোর্স কমিটি জেলা সদরে নিম্নোক্ত স্থাপনাসমূহ নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজের স্থান নির্বাচন প্রস্তাব অনুমোদন করবেনঃ

(ক) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বাসভবন, ট্রেজারি ভবন, রেকর্ড রুম, সার্কিট হাউজ, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিদের বাসভবন, ডরমিটরি ভবন;

(খ) জেলা জজ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও মহানগর দায়রা জজ আদালত ভবন ও বাসভবন;

(গ) পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও বাসভবন;

(ঘ) সিভিল সার্জনের কার্যালয় ও বাসভবন;

(ঙ) গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় ও বাসভবন;

(চ) বিভাগীয় সদর দপ্তরে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও বাসভবন;

(ছ) ডিআইজি-এর কার্যালয় ও বাসভবন;

(২) জেলা সদরে কোর ভবনের অবকাঠামোগত মূল নকশা ও ডিজাইন অনুমোদন এবং অবকাঠামোগত পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন;

(৩) জেলা সদরে অবস্থিত কোর ভবন এলাকায় কোর ভবন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার স্থাপনা নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা ও অনুমোদন;

(৪) বিভাগ/জেলা পর্যায়ের সরকারি স্থাপনার প্রস্তাবিত মাস্টার প্লান বা স্থাপত্য নকশায় প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন ও অনুমোদন;

(৫) জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটির (এন এম সি) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(গ) প্রয়োজনবোধে এ কমিটি নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটির সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ নূরুল করিম
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ মার্চ ২০১১/ ১০ চৈত্র ১৪১৭

নং - মপবি/কঃবিঃশাঃ/সক-৩/২০০৪/ ৬৯ - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৭ অক্টোবর ২০০৪ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/সক-৩/২০০৪/ ২০৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে জারিকৃত যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করার জন্য গঠিত সচিব কমিটি'র নাম সংশোধনপূর্বক 'আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি' করা হল।

২। কমিটির গঠন ও কার্যপরিধিসহ আনুসঙ্গিক সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

নম্বর-০৪.৬১১.০০৬.০০.০২.০২.২০১৩- ১৫২

তারিখ ০৮ পৌষ ১৪২০ / ২২ ডিসেম্বর ২০১৩

ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনার (Istanbul Programme of Action-IPoA)-এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণের জন্য সরকার নিম্নরূপ একটি ‘সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি’ গঠন করিয়াছে :

২। **কমিটির গঠন :**

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সভাপতি
(২)	সিনিয়র সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
(৫)	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৬)	সচিব, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ	-	সদস্য
(৭)	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	-	সদস্য
(৮)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৯)	সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	-	সদস্য
(১০)	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	-	সদস্য
(১১)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১২)	সচিব, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
(১৩)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৪)	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
(১৫)	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৬)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৭)	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	সদস্য
(১৮)	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৯)	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	-	সদস্য
(২০)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	-	সদস্য
(২১)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	-	সদস্য
(২২)	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(২৩)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(২৪)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(২৫)	সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	-	সদস্য
(২৬)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(২৭)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

৩। কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) এলডিসি হইতে বাংলাদেশের উত্তরণ-পরিকল্পনা ও উত্তরণ-কৌশল প্রণয়ন এবং উত্তরণ-সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি নির্বাহের নিমিত্ত সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগের মধ্যে যথাযথ কর্মবণ্টন;

(খ) এলডিসির তিনটি নির্ণায়কের মানোন্নয়নকারী কর্মসূচিসমূহ সমন্বয়ের জন্য লিড মন্ত্রণালয়/বিভাগ নির্ধারণ;

(গ) এলডিসি হিসাবে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ও অর্জন (score) এবং লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অবস্থান চিহ্নিতকরণ;

(ঘ) এলডিসি হইতে বাংলাদেশের উত্তরণ-পর্যায়ে উপনীত হওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই;

(ঙ) কমিটির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ; এবং

(চ) সরকার প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

৪। কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্য সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৫। কমিটি বছরে অন্তত দুইবার বৈঠকে মিলিত হইবে।

৬। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ নভেম্বর ২০১৪/ ১৮ কার্তিক ১৪২১

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-১৭৩ সরকারের শূন্য পদ পূরণ, আবশ্যকীয় নূতন পদ সৃজন ও এই সকল পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিবার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন এবং এইগুলি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৪ এপ্রিল ২০১৪/১১ বৈশাখ ১৪২১ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৭৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত কমিটির কার্যপরিধিতে সরকার নিম্নে বর্ণিত বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে :

শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিশেষায়িত খাতে কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে খাতভিত্তিক কর্ম কমিশন গঠন অথবা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে ক্ষেত্রভিত্তিক কর্মপরিসর সৃষ্টির উপযোগিতা পর্যালোচনা করিয়া দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ ।

২। কমিটির গঠন ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল ২০১৪/ ১১ বৈশাখ, ১৪২১

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৭৭ সরকারের শূন্য পদ পূরণ আবশ্যকীয় নূতন পদ সৃজন ও এই সকল পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিবার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন এবং এইগুলি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকার নিম্নরূপ কমিটি গঠন করিয়াছে ঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	-	আহ্বায়ক
(২)	সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
(৩)	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	সচিব, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
(৫)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণারয়	-	সদস্য
(৬)	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	সদস্য
(৭)	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) প্রচলিত আইন, নীতি ও বিধি-বিধানসমূহ পর্যালোচনা করিয়া শূন্য পদে নিয়োগ, নূতন পদ সৃজন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতা নিরসনে করণীয় নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(২) প্রয়োজনবোধে বিদ্যমান আইননীতিমালা সংশোধন/বিধি/ ও নূতন আইননীতিমালা প্রণয়নের /বিধি/ ব্যবস্থা গ্রহণ।

২। কমিটি প্রয়োজনে নূতন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৩। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কমিটিকে সচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ জুন, ২০১৪/ ০৪ আষাঢ়, ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-১১১ ‘বাংলাদেশ কোস্টগার্ড আইন, ২০১৪’-এর খসড়া পর্যালোচনা এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠকের পর্যবেক্ষণের আলোকে উক্ত খসড়া সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্গঠনের জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করিয়াছেঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১)	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(২)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
(৩)	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

কমিটি ‘বাংলাদেশ কোস্টগার্ড আইন, ২০১৪’-এর খসড়া পর্যালোচনান্তে গত ১৬-০৬-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের পর্যবেক্ষণের আলোকে উক্ত খসড়ার প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্গঠনের পর উহা চূড়ান্ত করিবে।

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উপর্যুক্ত কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তকৃত খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণপূর্বক মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

৩। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৪। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৫। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৯ এপ্রিল ২০১৫/ ০৬ বৈশাখ ১৪২২

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৮– গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদারকরণ এবং এই কার্যক্রম অধিকতর সমন্বয়ের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২০ আগস্ট ২০১৪/ ০৫ ভাদ্র ১৪২১ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৯ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত টাস্কফোর্সে জিএম, ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পরিবর্তে হেড অব বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক-কে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।

২। এই টাস্কফোর্স গঠন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২০/০৮/২০১৪ এবং ১১/১০/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের যথাক্রমে ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৯ এবং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৬১ নম্বর প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১১ অক্টোবর ২০১৪/ ২৬ আশ্বিন ১৪২১

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৬১- দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদার এবং এ কার্যক্রম অধিকতর সমন্বয়ের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২০ আগস্ট ২০১৪/ ০৫ শ্রাবণ ১৪২১ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৯ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত টাস্কফোর্স সরকার নিম্নেবর্ণিত সদস্যগণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে :

(১) প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(২) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(৩) মহাপরিচালক, র‌্যাব

(৪) কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ;

২। টাস্কফোর্স প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। টাস্কফোর্স-এর অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৯ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদার এবং এ কার্যক্রম অধিকতর সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে :

(১) টাস্ক ফোর্সের গঠন :

১.	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৫.	সিনিয়র সচিব,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মহাপুলিশ পরিদর্শক	সদস্য
৭.	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
৮.	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	সদস্য
৯-১২.	মহাপরিচালক, বিজিবি; মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি; মহাপরিচালক, এনএসআই; মহাপরিচালক, ডিজিএফআই	সদস্য
১৩.	অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, এসবি	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৫.	জিএম, এফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
১৬.	পরিচালক, জাতীয় টেলিযোগাযোগ মনিটরিং সেল	সদস্য
১৭.	অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক),স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(২) টাস্কফোর্স-এর কর্মপরিধি (ToR) নিম্নরূপ :

১. দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদারকরণ এবং এ কার্যক্রমে অধিকতর সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

২. জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস/যোগানদাতার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়ন;

৩. জঙ্গি তৎপরতা রোধে নিবিড় গোয়েন্দা নজরদারি জোরদারকরণ;

৪. জঙ্গিবাদ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত যে কোন ধরণের অপতৎপরতা দমনে আইনানুগ কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কতৃপক্ষকে অবহিতকরণ; এবং

৫. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য /উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩১ আগস্ট ২০১৪/১৬ ভাদ্র ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৪৭ - জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (NSDC) সচিবালয়ের সাংগঠনিক মর্যাদা নির্ধারণ এবং জাতীয় দক্ষতা ও রেমিটেন্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রিসভা কমিটির আবশ্যকতা ও কার্যপরিধি নিরূপণের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য সরকার নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করিয়াছে:

(ক) কমিটির গঠন :

১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	-	আহ্বায়ক
২.	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
৩.	সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
৪.	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬.	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৭.	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	সদস্য
৮.	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (NSDC) সচিবালয়ের সাংগঠনিক মর্যাদা নির্ধারণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(খ) দক্ষতা উন্নয়ন ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রিসভা কমিটির আবশ্যকতা ও কার্যপরিধি পর্যালোচনাপূর্বক এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম।

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উক্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৯ অক্টোবর ২০১৫/ ০৪ কার্তিক ১৪২২

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১৬২ Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার **'সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি'** নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) কমিটির গঠন:

১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	-	আহ্বায়ক
২.	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
৩.	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪.	সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	-	সদস্য
৫.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬.	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৭.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
৮.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৯.	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	-	সদস্য
১০.	সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	-	সদস্য
১১.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	-	সদস্য
১২.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
১৩.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য
১৪.	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	-	সদস্য
১৫.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
১৬.	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	-	সদস্য
১৭.	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	-	সদস্য
১৮.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	-	সদস্য
১৯.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	-	সদস্য
২০.	মহাপরিচালক, এনআইডি উইং, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	-	সদস্য
২১.	প্রকল্প পরিচালক, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্প, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
২২.	প্রকল্প পরিচালক, একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধি:

(১) Civil Registration and Vital Statistics(CRVS)-ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(২) CRVS-কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) CRVS-বিষয়ক কৌশলপত্র, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি পর্যালোচনা; এবং

(৪) CRVS-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

২। প্রফেসর ডা. আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং জনাব আনীর চৌধুরী, পলিসি এ্যাডভাইজার, একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিআরভিএস সচিবালয় উক্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪/ ২৭ ভাদ্র ১৪২১

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৫২ -Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করিয়াছে :

(ক) কমিটির নাম : সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি
[Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)]

(খ) কমিটির গঠন:

১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	-	আহ্বায়ক
২.	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
৩.	সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
৪.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	-	সদস্য
৫.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬.	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	-	সদস্য
৭.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য
৮.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	-	সদস্য
৯.	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১০.	সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	-	সদস্য
১১.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
১২.	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	-	সদস্য
১৩.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	-	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	-	সদস্য
১৫.	প্রকল্প পরিচালক, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্প, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য

(গ) কমিটির কার্যপরিধি:

(১) Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)-ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(২) CRVS-কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) CRVS-বিষয়ক কৌশলপত্র, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি পর্যালোচনা;

(৪) CRVS-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

২। প্রফেসর ডা. আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পওউ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং জনাব আনীর চৌধুরী, পলিসি এ্যাডভাইজার, এটুআই প্রোগ্রাম বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উক্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪/ ০৩ আশ্বিন ১৪২১

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৫৪ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিদ্যমান 'The Customs Act, 1969' এবং প্রস্তাবিত 'কাস্টম্‌স আইন, ২০১৪'-এর খসড়া পর্যালোচনাপূর্বক খসড়াটি চূড়ান্ত করিবার নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করিয়াছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব -	আহবায়ক
(২)	সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৩)	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৪)	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ -	সদস্য
(৫)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৬)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় -	সদস্য
(৭)	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ -	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

গত ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপিত 'কাস্টম্‌স আইন, ২০১৪'-এর খসড়া বিবেচনাকালে মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রদত্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে 'কাস্টম্‌স আইন, ২০১৪'-এর খসড়া সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্গঠনক্রমে চূড়ান্তকরণ।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(ঘ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(ঙ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ মে ২০১৫/ ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৪-৯৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্মিত ‘স্বাধীনতা স্তম্ভ’, ‘স্বাধীনতা জাদুঘর’ ও ‘শিখা চিরন্তন’ এবং ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকার নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বিধানকল্পে নিম্নরূপভাবে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করিয়াছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
(২)	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	সদস্য
(৬)	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৭)	প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৮)	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	-	সদস্য
(৯)	মহাপরিচালক, জাতীয় জাদুঘর	-	সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি	-	সদস্য
(১১)	পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	-	সদস্য
(১২)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা (দক্ষিণ) সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
(১৩)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (মহাপরিচালকের নিচে নহে)	-	সদস্য
(১৪)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নহে)	-	সদস্য
(১৫)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নহে)	-	সদস্য
(১৬)	অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নহে)	-	সদস্য
(১৭)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নহে)	-	সদস্য
(১৮)	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) কমিটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্মিত স্বাধীনতা স্তম্ভ 'স্বাধীনতা জাদুঘর' ও 'শিখা চিরন্তন' এবং ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বিধানকল্পে বাস্তবমুখী কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, ইহার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং এই সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করিবে;

(২) কমিটি এই সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদে করণীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করিবে;

(গ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হইবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫/ ২৬ ভাদ্র ১৪২২

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০১৪.০১.১৫-১৫০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উন্নয়ন প্রকল্পে প্রতিস্থাপক পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছেঃ

(ক) কমিটির গঠন :

(১) প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব - সভাপতি

(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব কর্তৃক মনোনীত মহাপরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা - সদস্য

(৩) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা - সদস্য

(৪) সচিব, অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা - সদস্য

(৫) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা - সদস্য

(৬) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা - সদস্য

(৭) প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধান - সদস্য-সচিব

(খ) কার্যপরিধি :

কমিটি সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশনা ও RFP দলিল অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মুখ্য জনবল/বিশেষজ্ঞ/ব্যক্তি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করিবে।

(গ) এ সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ইতঃপূর্বে জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিয়ষক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫/ ০১ পৌষ ১৪২২

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪.১৯৯ বিভিন্ন সময়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজেদের মধ্যে মামলার উদ্ভব হয়। এ সকল মামলার কারণে সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত এবং সরকারি অর্থের অপচয় হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি এবং নিজেদের মধ্যে মামলা পরিহারের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরকার নিম্নরূপ 'আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি' গঠন করেছে:

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ -	আহবায়ক
(২)	যে সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন সে সকল মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তাঁর প্রতিনিধি -	সদস্য
(৩)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ -	সদস্য
(৪)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (মহাপরিচালক পর্যায়ের) -	সদস্য
(৫)	যুগ্মসচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ -	সদস্য সচিব

(খ) কমিটি প্রয়োজনে আরও সদস্য কো-অপ্ট এবং বিশেষজ্ঞ-মতামত গ্রহণ করতে পারবে।

(গ) কমিটির কার্যপরিধি:

কমিটি একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরস্পরবিরোধী অবস্থানের ক্ষেত্রে আদালতে মামলা না করে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঘ) উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে আপিল করতে পারবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান **করবে।**

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫/ ১৭ পৌষ ১৪২২

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪. ২০৫ বিভিন্ন সময়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজেদের মধ্যে মামলার উদ্ভব হওয়ার কারণে সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হওয়াসহ সরকারি অর্থের অপচয় হওয়ায় এই ধরনের পরিস্থিতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি এবং নিজেদের মধ্যে মামলা পরিহারের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গঠিত 'আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি'র সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ পক্ষের আপিল নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ 'আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' গঠন করিয়াছে:

আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি:

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	-	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা :

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) মুখ্য সচিব/প্রধানমন্ত্রীর সচিব

(৩) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ

(৪) সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(৫) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

(গ) কমিটির সভাপতির নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কোন আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধের পক্ষ হইলে এই কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োজিত পরবর্তী জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঘ) **কমিটির** কার্যপরিধি**:**

আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষগণ এই মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবে। মন্ত্রিসভা কমিটি উক্ত আপিল নিষ্পত্তি করিবে এবং এই কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ

মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অধিশাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১১.২৭.১৫৬.১৫-৩৪৬ তারিখ ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ / ২৬ মে ২০১৫

পরিপত্র

বিষয়: মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।

সরকারের Rules of Business, 1996-এর Schedule-I অর্থাৎ Allocation of Business among the different Ministries and Divisions অনুযায়ী উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়াদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত। উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে নিষ্পত্তির দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওপর ন্যস্ত। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এ সকল কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য মাঠ পর্যায় হতে প্রাথমিক প্রতিবেদন/মতামত সরাসরি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ জানায়। এতে অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অহেতুক সময় ক্ষেপণ হয়। তাছাড়া, কোন কোন ক্ষেত্রে তদন্ত প্রতিবেদন পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ার কারণেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে।

০২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুততার সঙ্গে ও যথাযথভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নোল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হল:

(ক) মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে;

(খ) আনীত অভিযোগের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামতের আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(গ) সুষ্ঠ তদন্তের স্বার্থে অভিযোগকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নোটিশ দিতে হবে;

(ঘ) তদন্ত-কার্যক্রম নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ এবং তদন্ত প্রতিবেদন পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। তদন্ত প্রতিবেদনে সুস্পষ্ট মতামত থাকতে হবে;

(ঙ) প্রাথমিক তদন্তের প্রতিবেদন প্রাসঙ্গিক তথ্যাদিসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। তদন্ত প্রতিবেদনের সঙ্গে জেলা প্রশাসকের সুস্পষ্ট মতামত পাঠাতে হবে;

(চ) বিভাগীয় কমিশনারের মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসকের প্রতি নির্দেশনা থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তদন্ত প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন;

(ছ) বিভাগীয় কমিশনার তাঁর মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবেন;

(জ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে; এবং

(ঝ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক সময় বৃদ্ধির জন্য যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ জানাতে হবে।

০৩। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৯-১১-২০০১ তারিখের সিডি/ডিএ-৩/৫(২৩)/৯২(অংশ-২)-৪৫৫ সংখ্যক স্মারক এতদ্দ্বারা বাতিল করা হল।

স্বাক্ষরিত/-
২৬/০৫/২০১৫
(মো: মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
পরিচিতি নম্বর-৪৫০৮
অতিরিক্ত সচিব, জেমাপ্র অনুবিভাগ
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
ফ্যাক্স: ৯৫৭৩৫৩৩
ই-মেইল: addl_dfa@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন/ভূমি/........ মন্ত্রণালয়।

২। সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

৪। জেলা প্রশাসক (সকল)।

৫। প্রোগ্রামার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
(মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হল:

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল/গার্ড ফাইল।

(ড. শাহিদা আকতার)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫১৪৮৮৭
ই-মেইল: fac_sec@cabinet.gov.bd

মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.৫১৩.০২২.০০.০০.০০১.২০১১/১৯৪

তারিখ ০৬ চৈত্র ১৪১৭ / ২০ মার্চ ২০১১

প্রজ্ঞাপন

বিষয়: উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পদে নিয়োগের জন্য কর্মকর্তা বাছাইয়ের লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালা চাকুরির অভিজ্ঞতার সময় শিথিলকরণ প্রসংগে।

সূত্র: মপবি/ক:বি:শা/উপদেষ্টা পরিষদ-৩/২০০৬-২১, তারিখ: ০৮.০২.২০০৭।

বর্তমানে মাঠ প্রশাসনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে পদায়নের নিমিত্ত ফিটলিস্টভূক্ত কর্মকর্তার সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প হওয়ায় বিশেষ বিবেচনায় ইউএনও ফিটলিষ্টভুক্তির জন্য কর্মকর্তাদের চাকুরির অভিজ্ঞতার মেয়াদ শিথিল পূর্বক ০৬ (ছয়) বছরের পরিবর্তে ০৫(পাচঁ) বছর ০৮(আট) মাস করা হল। চাকুরির অভিজ্ঞতার মেয়াদ শিথিলকরণের এ আদেশ আগামী ০৬ (ছয়) মাসের জন্য বহাল থাকবে।

(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণঃ

১। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৩। যুগ্মসচবি (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.৫১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১০-৪৫৭ তারিখ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ / ০৮ জুন ২০১১

বিষয়: জেলা প্রশাসকগণের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সংক্রান্ত সংশোধিত প্রমাপ।

জেলা প্রশাসকগণের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর-মপবি/জেপ্র-৪/২(৯৫)/৮৯-৯২/৭১৫ তারিখ: ০৩ অক্টোবর ১৯৯২ বাতিলক্রমে তদস্থলে মাসিক পরিদর্শন ও দর্শন প্রমাপ নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হল:

পরিদর্শন			দর্শন		
ক্রমিক	অফিস	সংখ্যা	ক্রমিক	অফিস	সংখ্যা
০১।	ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়	১	০১।	ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র	২
০২।	থানা	১	০২।	উন্নয়ন প্রকল্প	২
০৩।	রাজস্ব অফিস	১	০৩।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩
০৪।	কারাগার	১	০৪।	কারাগার	১
০৫।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	১	০৫।	থানা	১
০৬।	কালেক্টরেটের শাখা	১	০৬।	দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী	২
		৬	০৭।	রাজস্ব অফিস	২
			০৮।	অন্যান্য অফিস	২
				মোট	১৫

০২। ওপরে বর্ণিত প্রমাপের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসকগণের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করা হবে।

০৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(সালমা মমতাজ)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৬৮৬৯৭
ই-মেইল: gfa_branch@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

(ক) কার্যার্থে:
জেলা প্রশাসক (সকল)

(খ) জ্ঞাতার্থে:
বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.৫১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১০-৪৬১

তারিখ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ / ০৯ জুন ২০১১

বিষয়: বিভাগীয় কমিশনারগণের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সংক্রান্ত সংশোধিত প্রমাপ।

বিভাগীয় কমিশনারগণের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর-মপবি/জেপ্র-২/৫(৫২)/৯৬-৯৭/১১(৭০)/১২ তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারী ২০০২ বাতিলক্রমে তদস্থলে মাসিক পরিদর্শন ও দর্শন প্রমাপ নিম্নোক্তেভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হল:

ক্রমিক	অফিস	পরিদর্শন (সংখ্যায়)	দর্শন (সংখ্যায়)
১	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	১	১
২	উপজেলা ভূমি অফিস/ইউনিয়ন ভূমি অফিস	১	১
৩	ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়	-	১
৪	জেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্প	-	১
৫	অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প	-	১
	মোট	২	৫

ভ্রমণ ও রাত্রিযাপন:

নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে সম্ভাব্য সর্বাধিক সংখ্যক ভ্রমণ ও রাত্রিযাপন করতে হবে।

০২। ওপরে বর্ণিত প্রমাপের ভিত্তিতে বিভাগীয় কমিশনারগণের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করা হবে।

০৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(সালমা মমতাজ)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৬৮৬৯৭
ই-মেইল: gfa branch@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

(ক) কার্যার্থে:
বিভাগীয় কমিশনার
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।

(খ) জ্ঞাতার্থেঃ:
মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
(মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগিতর জন্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.৫১৩.০০৬.০০.০০.০১৬.২০১১-৮৬৯

তারিখ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৮ / ১৩ ডিসেম্বর ২০১১

বিষয়: ষ্ট্যাম্প সঙ্কট নিরসন কল্পে দেশের সর্বত্র চাহিদা অনুযায়ী ষ্ট্যাম্প সরবরাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ণ সংক্রান্ত।

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অসবি-৩-০২/২০১০(ষ্ট্যাম্প)-৭৪, তারিখ: ২৩.৫.২০১০।

উপরিউক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ষ্ট্যাম্প সঙ্কট নিরসন কল্পে দেশের সর্বত্র চাহিদা অনুযায়ী ষ্ট্যাম্প সরবরাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে গত ২৩.৮.২০০৯ তারিখ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০২। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে:

৬নম্বর সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ষ্ট্যাম্প ভেন্ডার রেজিস্ট্রার নির্ধারিত “ছক” মোতাবেক কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারী নিরাপত্তা মুদ্রণালয় এর মাধ্যমে মুদ্রণ করে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ২০০/-(দুইশত) টাকা মূল্যের বিনিময় বিতরণ করতে হবে। কোন ভেন্ডারকেই একটির অধিক রেজিস্টার সরবরাহ করা যাবে না, কিংবা পূর্ববর্তী রেজিস্ট্রার ট্রেজারিতে জমা না নেওয়া পর্যন্ত নতুন রেজিস্ট্রার সরবরাহ করা যাবে না। ভেন্ডার রেজিস্ট্রারে ষ্ট্যাম্প ব্যবহারকারী কিংবা তার প্রতিনিধির স্বাক্ষর না নিয়ে ষ্ট্যাম্প বিক্রয়/হস্তান্তর করা যাবে না।

৭নম্বর সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ষ্ট্যাম্প ভেন্ডার কর্তৃক উত্তোলিত ষ্ট্যাম্প যাতে তারা প্রকৃত ব্যবহারকারীর নিকট ব্যতীত অন্য কোথাও হস্তান্তর করতে না পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাসহ প্রতি তিন মাসে ন্যূনতম একবার ভেন্ডার রেজিস্ট্রার পরিদর্শন করে “সঠিক আছে” মর্মে প্রত্যয়ন প্রদানের জন্য ট্রেজারি অফিসারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসককে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্দেশনা প্রদান করবে।

০৩। এমতাবস্থায়, উল্লেখিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(বদরে মুনির ফেরদৌস)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৬৮৬৯৭
ই-মেইল: gfa_branch@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক
....(সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.৫১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১১-১৭৪

তারিখ ১৫ ফাল্গুন ১৪১৮ / ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বিষয়: **জেলা প্রশাসকগণের ভ্রমণ বিবরণীর সারসংক্ষেপ প্রেরণ সংক্রান্ত।**

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখার স্মারক নম্বর : ০৪.৫১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১০-৪৫৭ তারিখ: ০৮.৬.২০১১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা প্রশাসকগণের ভ্রমণ বিবরণীর সারসংক্ষেপ বিভিন্ন জেলা হতে বিলম্বে পাওয়ার কারণে এ বিভাগের কাজে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায়, জেলা প্রশাসকগণের ভ্রমণ বিবরণীর সারসংক্ষেপ ভ্রমণ পরবর্তী মাসের ০৩(তিন) তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(বদরে মুনির ফেরদৌস)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৬৮৬৯৭
ই-মেইল:gfa_branch@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক
....(সকল)।

অনুলিপি:

বিভাগীয় কমিশনার
....(সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.৫১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১১-৮৯০

তারিখ ০৬ ভাদ্র ১৪২১ / ২১ আগস্ট ২০১৪

বিষয়: পরিদর্শন/দর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর:
(১) ০৪.৫১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১০-৪৫৭ তারিখ: ০৮.৬.২০১১
(২) ০৪.৫১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১০-৪৬১ তারিখ: ০৯.৬.২০১১
(৩) ০৪.০০.০০০০.৫২২.০৩৫.০৮.১২-২৫৭ তারিখ: ০৯.১২.২০১৩
(৪) ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০০৬.১৪-৩৯ তারিখ: ১৯.২.২০১৪

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত স্মারকসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যালয়/প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন/দর্শন, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পরিদর্শন এবং মোবাইল কোর্টের কেস রেকর্ড পর্যালোচনাপূর্বক নির্ধারিত প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শন/দর্শন/কেস রেকর্ড পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু কোন কোন জেলা হতে উল্লিখিত পরিদর্শন/দর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাওয়া যায় না। পরিদর্শন/দর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ না করায় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য, পরিদর্শন/দর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের কার্যসম্পাদন ও মূল্যায়ন করা হয়।

০২। এমতাবস্থায়, নির্ধারিত প্রমাপ অনুযায়ী প্রতি মাসের পরিদর্শন/দর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
যুগ্মসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
email: js_dfa@cabinet.gov.bd

১। বিভাগীয় কমিশনার.........................(সকল)

২। জেলা প্রশাসক ....(সকল)

অনুলিপি:

অফিস/মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.১২.০০১.২০১৪-১৯৯ | তারিখ ০৬ ফাল্গুন ১৪২১ / ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বিষয়: অর্জিত ছুটি (বহিঃবাংলাদেশ) মঞ্জুরের বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০১.১২.১০১/১(৭০); তারিখ: ০১.০২.২০১৫।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত স্মারক এবং স্মারকের সঙ্গে সংযুক্ত ছকের চিত্রপ্রতিলিপি এইসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উক্ত স্মারকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত অর্জিত ছুটির (বহিঃবাংলাদেশ) প্রস্তাবে নিম্নবর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত না থাকায় উহা নিষ্পত্তি করতে বিলম্ব হয়:

(ক) সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর থকে প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়নপত্র (মূল কপি) না থাকা;

(খ) বাস্তবতার নিরিখে যৌক্তিক পরিমাণ খরচ উল্লেখপূর্বক বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত নির্ধারিত ফরম যথাযথভাবে পূরণ না করা;

(গ) নিজ ব্যতীত বিদেশে অবস্থানরত কোন আত্মীয়স্বজন খরচ বহন করলে সম্মতি পত্র না থাকা;

(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৯-০৬-২০১১ তারিখের ০৩.০৬৯.০২৫.০৬.০০.০০৩.২০১১-১৪৪ (৫০০) এবং ০৪ মার্চ ২০১৪ তারিখের ০৩.০৬৯.০২৫.০৬.০০.০০৩.২০১১(অংশ)-৩৯ (২০০) নম্বর পত্রসমূহের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সিনিয়র সচিব/সচিবের অনুমোদন সম্বলিত নোটাংশের সত্যায়িত ছায়ালিপি না থাকা; এবং

(ঙ) প্রার্থিত ছুটির তারিখের সন্নিকটে/তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর প্রস্তাব প্রেরণ।

০২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করে অর্জিত ছুটি (বহিঃবাংলাদেশ) মঞ্জুরের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি : দুই ফর্দ ।

(ড. শাহিদা আকতার)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৬৪৮৮
ই-মেইল: gfa_branch@cabinet.gov.bd

১। বিভাগীয় কমিশনার
..............................(সকল)

২। জেলা প্রশাসক
..............................(সকল)

অনুলিপি:

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। অফিস/মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১৩.৩৫.০৩৭.২০১৫-৯৪৫

তারিখ ১১ ভাদ্র ১৪২২ / ২৬ আগস্ট ২০১৫

পরিপত্র

বিষয়: **মাঠ প্রশাসনে কর্মরত বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের কর্মস্থল ত্যাগ সংক্রান্ত।**

জনগণের সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং মাঠ প্রশাসনের কার্যক্রমে গতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে মাঠ প্রশাসনে নিয়োজিত বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে অবস্থান এবং অনিবার্য হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন কর্মকর্তা ছুটির আবেদন প্রেরণের পর অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই কর্মস্থল ত্যাগ করেন। তাছাড়া, কোন কোন কর্মকর্তা অনুমোদিত ছুটি ভোগ কিংবা অধিক্ষেত্রের বাইরে অনুষ্ঠেয় প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সভা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে ও কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের পর সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন না। এই বিষয়গুলি প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

০২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে, মাঠ প্রশাসনে কর্মরত বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে কর্মস্থল ত্যাগের ক্ষেত্রে নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হল:

(ক) সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কিংবা অনুরূপ অন্য কোন অবস্থায় বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ না করা;

(খ) মঞ্জুরকৃত ছুটি ভোগ কিংবা অধিক্ষেত্রের বাইরে অনুষ্ঠেয় প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সভায় যোগদানের পূর্বে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

(গ) কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের পর অবিলম্বে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ; এবং

(ঘ) কর্মস্থল ত্যাগের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে লিখিত অনুমতি গ্রহণ। তবে, জরুরি অবস্থায় মৌখিক অনুমতিক্রমে কর্মস্থল ত্যাগ করা হলে সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন গ্রহণ।

০৩। জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন নম্বর: ০২-৯৫৭৩৮৩৩
ফ্যাক্স নম্বর: ০২-৯৫৭৩৫৩৩
email: Js_dfa(@cabinet.gov.bd

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
২। জেলা প্রশাসক (সকল)

অনুলিপি:

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.৫১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১১-৩৫৩ | তারিখ ১০ চৈত্র ১৪২১ / ২৪ মার্চ ২০১৫

বিষয়: **বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক জেলা/উপজেলায় রাত্রিযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।**

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: মপবি/মাপসাপ্র/বিধিমালা/১২(১৩)০১-৮২ তারিখ: ০৭.০৩.২০০৬

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত স্মারক আংশিক সংশোধনক্রমে বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক রাত্রিযাপন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নোল্লিখিত ছকে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশসান সংস্থাপন অধিশাখায় ই-মেইল যোগে (email: gfa_branch@cabinet.gov.bd) প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

১. কর্মকর্তার নাম ও পদবি:

২. তারিখ:

৩. জেলা/উপজেলার নাম:

৪. রাত্রিযাপনকালে যে সকল ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

৫. রাত্রিযাপনকালে যে সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

৬. সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিষয়সমূহ:

৭. সুপারিশ:

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
যুগ্মসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন ৯৫৭৩৮৩৩

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
....বিভাগ

২। জেলা প্রশাসক (সকল)
....জেলা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.৪৫.০০১.১৪-৫১২ তারিখ ১৭ বৈশাখ ১৪২২ / ৩০ এপ্রিল ২০১৫

বিষয়: জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগে পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে সঠিক পদবি ব্যবহার সংক্রান্ত।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগে পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পদবি যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয় না। এতে যথাসময়ে কার্যক্রম গ্রহণ বিঘ্নিত হয়। এজন্য, কাজের সুবিধার্থে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগে কর্মরত নিম্নোক্ত 'ছকে' উল্লিখিত কর্মকর্তাদের নামের পার্শ্বে পদবি, অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখার নাম উল্লেখপূর্বক পত্র যোগাযোগের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

ক্র:	নাম	পদবি	অনুবিভাগ/অধিশাখা / শাখার নাম	ফোন		
				অফিস	বাসা	মোবাইল/ই-মেইল
১.	জনাব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী	অতিরিক্ত সচিব	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ	৯৫৭৩৮৩৩	৯৬১১৯৪৭	০১৭১১৩৬২২৩৫ js_dfa@cabinet.gov.bd
২.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান	যুগ্মসচিব	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা	৯৫১৪৪২৫	৯১০৩৯২৬	০১৭১৮০৩০২৫৮ ds_dfa
৩.	ড. শাহিদা আকতার	যুগ্মসচিব	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা	৯৫১৪৮৮৭	৯১২৮৫০৮	০১৭১৬৩২০৫১৯ fac_sec
৪.	ড. শাহিদা আকতার	যুগ্মসচিব	মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অধিশাখা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৯৫১৪৮৮৭	৯১২৮৫০৮	০১৭১৬৩২০৫১৯ fac_sec
৫.	জনাব হাবিবুর রহমান	উপসচিব	মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা	৯৫৭৬৪৮৮	৯০০২৩৫৩	০১৭১১৬৪৮১৭৮ gfa_branch
৬.	জনাব শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী	উপসচিব	মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা	৯৫৫১১০৭	.....	০১৭১১৪২৭৭৬৯ faco_sec
৭.	জনাব মঈনউল ইসলাম	উপসচিব	মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা	৯৫৭৫৪৪৭	....	০১৭২০২৬৫৭৩৬ dfal_sec
৮.	জনাব মোঃ ছাইফুল ইসলাম	উপসচিব	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা	৯৫৫১৪২৫	৯০২২১৩৮	০১৭১৭৫৬৬৪১৫ cjme_sec
৯.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী	সিনিয়র সহকারী সচিব	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা	৯৫৬৬৪৪৬	৯৩৫০০১৮	০১৭১১০৪৭৮৮২ cpo_sec

২। প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগের ফ্যাক্স নম্বর ৯৫৭৩৫৩৩ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(হাবিবুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৬৪৮৮
ই-মেইল: gfa_branch@cabinet.gov.bd

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
....
২। জেলা প্রশাসক (সকল)
....

মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০০৩.১৪-১৫০ তারিখ ১৬ চৈত্র ১৪২১ / ৩০ মার্চ ২০১৫

বিষয়: **সরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইলের ব্যবহার সংক্রান্ত।**

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৪১.১৪-১০ তারিখ: ০৬.০১.১৫

সরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইলের ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর ১৫(৩) নম্বর অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে গত ০৬.০১.১৫ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৪১.১৪-১০ নম্বর স্মারক জারি করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করছেন না।

২। এমতাবস্থায়, সরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইলের ব্যবহার আরও ফলপ্রসূ করার স্বার্থে নিম্নোল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য তাঁর আওতাধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হল:

(ক) প্রত্যেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রতিদিন নিয়মিতভাবে মেইল চেক করা;

(খ) প্রয়োজনীয় মেইলগুলির প্রিন্ট নিয়ে সংশ্লিষ্ট নথিতে কার্যক্রম গ্রহণ এবং কম্পিউটারেও এ বিষয়ে একটি ফাইল খুলে সেখানে সংরক্ষণ করা;

(গ) অপ্রয়োজনীয় মেইল বিলোপ (delete) করে মেইল বক্সের মেমরিতে পর্যাপ্ত স্থান (space) ফাঁকা রাখা; এবং

(ঘ) সম্ভাব্য ন্যূনতম সময়ে প্রতিটি সরকারি মেইলের প্রাপ্তি স্বীকার (acknowledgement) করা।

৩। প্রয়োজনবোধে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর কপি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব-সাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে এক পৃষ্ঠা।

(মঈনউল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-মেইল: **dfal_sec@ cabinet.gov.bd**

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

২। জেলা প্রশাসক (সকল)

অনুলিপি:

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৩। প্রোগ্রামার, কম্পিউটার সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৪৭.১৪-৯০

তারিখ ১২ ফাল্গুন ১৪২১ / ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বিষয়: **অফিস ভবনে 'ধূমপানমুক্ত' সতর্কতামূলক নোটিস প্রদর্শন সংক্রান্ত।**

সূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর-স্বাপকম/এনটিসিসি/টাস্ক ফোর্স/২০১৪/২১০ তারিখ: ১৮.০১.২০১৫

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫-এর ধারা ৮-এ প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক কর্তৃক উক্ত ভবনের এক বা একাধিক জায়গায় '**ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ**' সংবলিত নোটিস বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শনের নির্দেশনা রয়েছে। কোন পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

০২। এমতাবস্থায়, তাঁর এবং তাঁর আওতাধীন দপ্তরসমূহের দৃশ্যমান স্থানে **'ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ'**-সংবলিত নোটিস প্রদর্শন এবং আইন-লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মঈনউল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-মেইল: dfal_sec@ cabinet.gov.bd

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

২। জেলা প্রশাসক (সকল)।

অনুলিপি:

১। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উল্লিখিত নোটিস প্রদর্শনের অনুরোধসহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৪৫.১৪-৬৩

তারিখ ২৩ ফাল্গুন ১৪২১ / ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বিষয়: ২৫ বছরের অধিক পুরানো ‘ক শ্রেণির’ রেকর্ডপত্র আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে প্রেরণ।

সূত্র: সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর
ডিও নম্বর- ৪৩.০০.০০০০.১১৫.২৫.০৬০.১৪-২৭(৮) তারিখ: ২২.০১.১৫

উপর্যুক্ত বিষয়ে সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়কে লিখিত সূত্রে উল্লিখিত আধা-সরকারি পত্রের ছায়ালিপি এইসঙ্গে প্রেরণ করা হল। পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় আরকাইভস আইন, ১৯৮৩-এর ৯(২)(ডি) ধারা এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশ ৯৬-তে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয় থেকে ২৫ বছরের অধিক সময়ের পুরাতন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, দুষ্প্রাপ্য ছবি, পোস্টার, ম্যাপ ইত্যাদি দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণের জন্য আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া, ব্যক্তিপর্যায়ে থাকা আরকাইভস উপকরণসমূহ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সময়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হয়। উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সংরক্ষিত এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ নথিসমূহ জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তাঁর কার্যালয়ে সংরক্ষিত উল্লিখিত শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ নথিসমূহ নিয়মিতভাবে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে প্রেরণপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।
সংযুক্ত: বর্ণনামতে এক পৃষ্ঠা।

(মঈনউল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-মেইল: **dfal_sec@ cabinet.gov.bd**

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

২। জেলা প্রশাসক (সকল)।

অনুলিপি:

১। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। পরিচালক, জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৪৬.১৪-৪৮

তারিখ ১৯ মাঘ ১৪২১ / ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বিষয়: আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে কোর কমিটি গঠন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর-৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০২.০০২.১৪-৮০ তারিখ: ২৭.০১.২০১৫

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে নিম্নরূপভাবে একটি **কোর কমিটি** গঠন করা হল:

বিভাগীয় কমিশনার	সভাপতি	
পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ	সদস্য	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
রিজিয়ন কমান্ডার, বিজিবি	সদস্য	
উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক	সদস্য	
বিভাগীয় অফিস প্রধান, ডিজিএফআই	সদস্য	
অধিনায়ক, র‌্যাব	সদস্য	
জোনাল কমান্ডার, কোস্ট গার্ড	সদস্য	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
বিভাগীয় অফিস প্রধান, এনএসআই	সদস্য	
পরিচালক, আনসার ও ভিডিপি	সদস্য	
পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ	সদস্য	
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	সদস্য-সচিব	

০২। কমিটি প্রয়োজনে যে কোন কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

০৩। **কমিটির কার্যপরিধি:**

(ক) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে বিভিন্ন সূত্র থেকে আগাম তথ্য সংগ্রহ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(খ) জেলা কোর কমিটি এবং জেলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(গ) জরুরি পরিস্থিতিতে বিভাগের আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সভায় মিলিত হয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যাবলি সমন্বয়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(ঘ) কোর কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিতকরণ।

০৪। উপর্যুক্ত নির্দেশনামতে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মঈনউল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-মেইল: **dfal_sec@ cabinet.gov.bd**

বিভাগীয় কমিশনার
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।

<u>অনুলিপি:</u>

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

৩। জেলা প্রশাসক (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর :০৪.০০০০০.০-১৪.০০১.৫১.৫১২.১৫৬

তারিখ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ / ০১ জুন ২০১৪

বিষয়: **সরকারি দপ্তরে গণশুনানি গ্রহণ।**

গত ০৭.০৪.১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সচিব-সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেবাপ্রত্যাশী জনগণের অভাব-অভিযোগ সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে সেগুলি নিষ্পত্তি এবং নাগরিক সেবা প্রদানের মান ও গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের গণশুনানির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

০২। বর্তমানে জেলা প্রশাসকগণ সাধারণভাবে সকল কর্মদিবসে এবং বিশেষভাবে প্রতি বুধবার স্থানীয় জনগণের বক্তব্য শুনে থাকেন। সেবাপ্রত্যাশী নাগরিকদের অভাবঅভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং এই কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের - সরকারি দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলঃ লক্ষ্যে বিভিন্ন

(১) সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে অফিস চলাকালে সেবাপ্রত্যাশী নাগরিকদের অভাব অভিযোগ-সম্পর্কে শুনানি গ্রহণ। নির্দিষ্ট দিবসে সরকারি ছুটি থাকলে পরবর্তী কার্যদিবসে শুনানি গ্রহণ;

(২) গণশুনানির দিনে অন্য কোন সভা অনুষ্ঠান, পরিদর্শন বা দর্শনের কর্মসূচি না রাখা;

(৩) সেবাদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুনানিকালে উপস্থিত রাখা;

(৪) সেবাপ্রত্যাশীদের আবেদন/অভিযোগ সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ (নমুনা **পরিশিষ্ট-ক**);

(৫) আবেদন/অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান; সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং ফলাফল সেবাপ্রত্যাশীকে অবহিতকরণ:

(৬) আবেদন অভিযোগের বিষয়টি শুনানি গ্রহণকারী/অফিস সংক্রান্ত না হলে সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ জ্ঞাপন এবং সেবাপ্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ;

(৭) লিখিত বা মৌখিক উভয় প্রকার আবেদন/অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ;

(৮) অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনঅভিযোগ/ বিবেচনার জন্য গ্রহণ;

(৯) যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত প্রতীয়মান হলে টেলিফোনে প্রাপ্ত আবেদন/অভিযোগ বিবেচনার জন্য গ্রহণ;

(১০) আবেদন/অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য যে সকল তথ্যের প্রয়োজন সেগুলি আবেদনকারী/ অভিযোগকারীর সঙ্গে না থাকলে কী কী তথ্য প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সেবাপ্রদানকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিতকরণ;

(১১) শুনানি গ্রহণকারী কর্মকর্তার নিজ অফিস সংক্রান্ত আবেদন/অভিযোগ/সমস্যা সম্পর্কে যথাসম্ভব তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১২) বিষয়টি শুনানি গ্রহণকারী কর্মকর্তার আওতাধীন কোন অফিস সংক্রান্ত হলে টেলিফোনে সংশ্লিষ্ট অফিসকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং এর প্রতিপালন পরিবীক্ষণ;

(১৩) নীতি নির্ধারণী বিষয় হলে আবেদনটি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ এবং সেবাপ্রত্যাশীকে সে সম্পর্কে অবহিতকরণ;

(১৪) সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নাগরিক সনদ (Citizen's Charter)-এর আলোকে গণশুনানি গ্রহণ;

(১৫) গণশুনানির ব্যবস্থা সম্পর্কে সেবাপ্রত্যাশী জনসাধারণকে অবহিতকর করার স্বার্থে স্থানীয় গণমাধ্যম, জেলা তথ্য বাতায়ন এবং জেলার আওতাধীন সকল ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (ইউআইএসসি)-এর সাহায্যে ব্যাপক প্রচার; এবং

(১৬) গণশুনানি গ্রহণকারী দপ্তরের মাসিক সভায় এ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

০৩। গণশুনানির মূল উদ্দেশ্য হল প্রধানত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রতিটি সরকারি অফিসের নাগরিক সনদ (Citizen's Charter)-এর ভিত্তিতে জনগণকে প্রদেয় বিভিন্ন সেবার মান উন্নয়ন। অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস প্রধানগণ উল্লিখিত দিক্-নির্দেশনা অনুযায়ী গণশুনানি গ্রহণ করবেন।

০৪। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিজেদের পরিচালিত গণশুনানি ছাড়াও তাঁদের আওতাধীন উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের গণশুনানি-কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন। গণশুনানি কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন এইসঙ্গে সংযুক্ত ছকে (পরিশিষ্ট-খ) পরবর্তী মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে উপজেলা কার্যালয় কর্তৃক জেলা কার্যালয়ে এবং দশ তারিখের মধ্যে জেলা কার্যালয় কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

০৫। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস ছাড়াও অন্য যে সকল দপ্তর নাগরিক সেবা প্রদানের কাজে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, তারাও উপর্যুক্ত নির্দেশনার আলোকে গণশুনানি গ্রহণ করবে।

০৬। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ ও সম্পর্কে উপর্যুক্ত বর্ণনা অনুযায়ী তাদের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের জন্য যথাযথ নির্দেশনা জারি করবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার কাজের প্রকৃতি বিবেচনায় নিয়ে এ নির্দেশনা নির্ধারণ সমীচীন হবে।

০৭।উপ র্যুক্ত বিষয়াবলির আলোকে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসমূহের গণশুনানি গ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল।
সংযুক্ত: বর্ণনামতে (এক ফর্দ)।

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
যুগ্মসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৯৫৭৩৮৩৩ :ফোন
e-mail: js_dfa@cabinet.gov.bd

১। সিনিয়র সচিব/সচিব
----------------------------------মন্ত্রণালয়/বিভাগ

২। বিভাগীয় কমিশনার
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর

৩। জেলা প্রশাসক
----------------------------------- (সকল)

<u>অনুলিপি:</u>

মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৪৬.২০১৩-৩১৪

তারিখ ১০ পৌষ ১৪২০ / ২৪ ডিসেম্বর ২১০৩

বিষয়ঃ আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৯.১২.২০১৩ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০২.০০৯.১২-১০৫৯ নম্বর স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য নিম্নরূপভাবে একটি কোর কমিটি গঠন করা হলঃ

জেলা প্রশাসক	সভাপতি
পুলিশ সুপার	সদস্য
ব্যাটালিয়ান কমান্ডার (সীমান্তবর্তী জেলার ক্ষেত্রে/ অন্যান্য ক্ষেত্রে নিকটবর্তী সেক্টর কমান্ডারের প্রতিনিধি), বিজিবি	সদস্য
কমান্ডার, র‍্যাব	সদস্য
জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি	সদস্য
উপপরিচালক, এনএসআই	সদস্য
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য-সচিব

০২। কমিটি প্রয়োজনে যে কোন কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

০৩। উক্ত কমিটি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে বিভিন্ন সূত্র থেকে আগাম তথ্য সংগ্রহ করবে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় যৌথ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কোর কমিটি জেলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবে। জরুরি পরিস্থিতিতে কোর কমিটি জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনবোধে সভায় মিলিত হয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যাবলি সমন্বয়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোর কমিটির সভাপতি জেলার দৈনন্দিন আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিষয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত রাখবেন।

০৩। উপর্যুক্ত নির্দেশনামতে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(এম কাজী এমদাদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ৯৫৭৫৪৪৭

জেলা প্রশাসক (সকল)

অনুলিপি:

১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর

জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৪৬.২০১০.৫০ তারিখঃ ২৩.১১.১৪১৯/০৭.০৩.২০১৩

বিষয়ঃ মহানগর, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে 'সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন।

দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০১.০০১.১৩.২৪২ সংখ্যক স্মারকে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি ও দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার অপচেষ্টা রোধ এবং সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দকে নিয়ে গণসংযোগের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মহানগর, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে 'সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি' গঠনের মাধ্যমে এ উদ্যোগকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করা সম্ভব। এ সকল কমিটিতে জনপ্রতিনিধিবৃন্দকেও সম্পৃক্ত করা সমীচীন।

২। এমতাবস্থায়, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে অবিলম্বে 'সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি' গঠনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল। মহানগর এলাকায় উক্ত কমিটি গঠনের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে। এ সকল কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকায় সহিংসতা ও নাশকতা রোধ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা নিয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৩। জেলা কমিটির সভায় আলোচনাপূর্বক পৌর ও ওয়ার্ড কমিটি এবং উপজেলা কমিটির সভায় আলোচনাপূর্বক ইউনিয়ন কমিটি গঠন করতে হবে। জেলা পরিষদের প্রশাসক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান যথাক্রমে জেলা ও উপজেলা কমিটির সভায় উপদেষ্টা হিসাবে অংশগ্রহণ করবেন। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ তাঁদের নিজ এলাকায় অবস্থান করলে তাঁরা বিশেষ আমন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট মহানগর/জেলা/উপজেলা কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

৪। মহানগর ও জেলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। জেলা প্রশাসকগণ উপজেলা, পৌরসভা, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত এ সংক্রান্ত কমিটিসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন এবং এ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৬

বিতরণ: কার্যার্থে

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

জ্ঞাতার্থে:

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

পরিপত্র

নং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৩৬.২০১০-১৮২

তারিখ ০৯ শ্রাবণ ২০১৯ / ২৪ জুলাই ২০১২

বিষয় ঃ **মহাসড়ক-সংলগ্ন বাজারসমূহ নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তর এবং মহাসড়কের পার্শ্বে বাজার স্থাপন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি|**

গত ১১.0৪.২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা-কমিটির ১০ম সভায় উপর্যুক্ত বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে মহাসড়ক-সংলগ্ন বাজারসমূহ মহাসড়ক হতে নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তর এবং মহাসড়কের পার্শ্বে বাজার স্থাপন প্রতিরোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নিম্নোক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হলঃ

(১)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সভাপতি
(২)	সড়ক বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য
(৩)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য
(৩)	ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য
(৪)	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য
(৬)	চেয়ারম্যান বিআরটিএ	-	সদস্য

সড়ক বিভাগ এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

২। কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং সড়কের উপর অবস্থিত হাট-বাজার নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং সড়কের পার্শ্বে হাট-বাজার স্থাপন প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) হাট-বাজার স্থানান্তরে জেলা কমিটি কর্তৃক কোন সুপারিশ করা হলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) দুইমাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হয়ে সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক গৃহীত কার্যের অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করবে।

৩। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে ।

৪। এই পরিপত্রের নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ শাহ আলম)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৬

বিতরণ ঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)।

১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। সচিব, সড়ক বিভাগ।
৫। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৬। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)|

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
<u>মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ</u>

<u>পরিপত্র</u>

নং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৩৬.২০১০-১৮১ তারিখ ০৯ শ্রাবণ ১৪১৯ / ২৪ জুলাই ২০১২

বিষয়ঃ **<u>অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ পরিকল্পিতভাবে মহাসড়কগুলি সংরক্ষণের লক্ষ্যে কমিটি গঠন</u>**।

গত ০২.০২.২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা পরিষদের ৩৬-তম সভায় উপর্যুক্ত বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ পরিকল্পিতভাবে মহাসড়কগুলি সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে জেলা কমিটি গঠন করা হলঃ

(১)	জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ	-	উপদেষ্টা
(২)	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(২)	পুলিশ সুপার	-	সদস্য
(৩)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ(সকল)	-	সদস্য
(৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ	-	সদস্য
(৫)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	-	সদস্য
(৬	মেয়র, পৌরসভা(সকল)	-	সদস্য
(৭)	মেয়র, সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে)-এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৮)	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ২(দুই) জন	-	সদস্য
(১০)	সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য
(১১)	সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(১২)	সহকারী পরিচালক, সংশ্লিষ্ট সার্কেল, বিআরটিএ	-	সদস্য-সচিব

২। **<u>কমিটির কার্যপরিধিঃ</u>**

(ক) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং সড়কের উপর অবস্থিত হাট-বাজার/অবৈধ স্থাপনা অপসারণ এবং এই সকল বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) পরিকল্পিতভাবে মহাসড়কগুলি সংরক্ষণের লক্ষ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) মহসড়কে চলাচল অনুপযোগী করিমন, নছিমন, ভটভটি, ইজিবাইক ইত্যাদি যানবাহনের চলাচল রোধ নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) ফিটনেসবিহীন অবৈধ যানবাহন চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(ঙ) মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হয়ে সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক গৃহীত কার্যের অগ্রগতি সড়ক বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)-কে অবহিতকরণ।

৩। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪। এই পরিপত্রের নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ শাহ আলম)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৬

বিতরণঃ

১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। সচিব, সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, পুরাতন বিমান বন্দর সড়ক,এলেনবাড়ী, ঢাকা। (তাঁকে গত ১৩.১০.২০১১ তারিখের বিআরটিএ/এনফোর্সঃ/জাঃসঃনিঃকাঃ/আরএস-৩৭/২০০৬-২৩৭ নম্বর স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিলের জন্য অনুরোধ জানানো হল)।

৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

৬। ডিআইজি (সকল)।

৭। জেলা প্রশাসক (সকল)। তাঁকে কমিটির সদস্য মনোয়নপূর্বক তাদেরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হল।

৮। পুলিশ সুপার (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.৫১২.০৮২.০৩৫.০০.০০.০১১.২০১০-১১২ তারিখ: ৩০ এপ্রিল ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ।

<u>পরিপত্র</u>

বিষয়: দুর্গম উপজেলার তালিকা হালনাগাদকরণের জন্য কমিটি গঠন।

সূত্র: ১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর-মপবি/মাপ্রস২(১৪৩)/২০০২-২০০৪/৪৯ তারিখ: ১৯.০৪.২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ।
২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর-০৪.৪১৬.০০৬.০০.০১.০০১.২০১০-৪১৪, তারিখ: ১১.১২.২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গত ১৯.০৪.২০০৪ তারিখে জারিকৃত মপবি/মাপ্রস২(১৪৩)/২০০২-২০০৪/৪৯ স্মারকে বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকা বহির্ভূত ৩১টি উপজেলাকে সাময়িকভাবে দুর্গম উপজেলা হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নভেম্বর ২০১১ মাসের সমন্বয় সভায় দুর্গম উপজেলার তালিকা হালনাগাদকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দুর্গম উপজেলার তালিকা হালনাগাদকরণের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নিম্নরূপভাবে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হল:

(ক)	যুগ্ম-সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
(খ)	উপ-সচিব (রক্ষণাবেক্ষণ), সড়ক বিভাগ	সদস্য
(গ)	উপ-সচিব (টি এ), নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঘ)	উপ-সচিব, (মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য

<u>কমিটির কার্যপরিধি:</u>

(ক) যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সার্বিক তথ্যদি পর্যালোচনাপূর্বক দুর্গম উপজেলার তালিকা হালনাগাদকরণের ক্ষেত্রে সুপারিশমালা প্রণয়ন;

(খ) বিবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি;

২। কমিটি আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে দুর্গম উপজেলার তালিকা হালনাগাদকরণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর পেশ করবে।

৩। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট অথবা পরিবর্তন করতে পারবে।

৪। এ কমিটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(ফাতেমা রহিম ভীনা)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৬

বিতরণঃ

১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
২। ভারপ্রাপ্ত সচিব, সড়ক বিভাগ।
৩। যুগ্ম-সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

পরিপত্র

নং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৩৬.২০১০-৩০

তারিখ ২৬ মাঘ ১৪১৮ / ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বিষয়: **সারাদেশে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের নির্ভুল ও সমন্বিত পরিসংখ্যান প্রণয়নের জন্য জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন।**

সূত্র : জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের স্মারক নং-বিআরটিএ/এনফোর্সঃ/আরএস-৩৭/২০০৬/২১৮, তাং: ২২.৯.১১ খ্রিস্টাব্দ।

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২০তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সারাদেশে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের নির্ভুল ও সমন্বিত পরিসংখ্যান প্রাপ্তির লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে নির্দেশক্রমে নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হল:

(১) জেলা প্রশাসক - সভাপতি
(২) পুলিশ সুপার - সদস্য
(৩) সিভিল সার্জন - সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি:

(১) কমিটি সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের নির্ভুল ও সমন্বিত পরিসংখ্যান প্রস্তুত এবং এ বিষয়ে একটি ডাটাবেজ প্রণয়ন করবে;

(২) কমিটি প্রতি পক্ষে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় নির্ভুল ও সমন্বিত তথ্য পরবর্তি পক্ষের ০৩ কার্যদিবসের মধ্যে পৃথকভাবে কার্যবিবরণী প্রেরণের পরিবর্তে সংযুক্ত ছক মোতাবেক সরাসরি বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বরাবর এবং অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সড়ক বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। বড় ধরনের/স্পর্শকাতর/চাঞ্চল্যকর সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কমিটিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সরাসরি তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণপূর্বক অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে ;

(৩) কমিটি সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের উদ্ধার তৎপরতা, চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থার পাশাপাশি অনুসরণমূলক কার্যাদি গ্রহণ করবে;

(৪) কমিটি পাক্ষিক সভায় নিয়মিতভাবে মিলিত হয়ে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনান্ত দুর্ঘটনা প্রতিরোধে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে;

(৫) বিবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি।

২। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। এ কমিটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(ফাতেমা রহিম ভীনা)

সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬ ৯৫০৪।
fac_sec@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক (সকল)।

<u>অনুলিপিঃ</u>

১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৩। ভারপ্রাপ্ত সচিব, সড়ক বিভাগ।

৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি ও সদস্য সচিব, জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল।

বিষয়: সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের নির্ভুল ও সমন্বিত পরিসংখ্যান প্রণয়নের জন্য জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন সংক্রান্ত ছক।

[ ] জেলার [ ] সালের [ ] মাসের [ ] পক্ষের [ ] তারিখ হতে [ ]

তারিখ পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের সমন্বিত প্রতিবেদন।

ক্রম	সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনার বিবরণ (তারিখ-সময়, ঘটনাস্থল এবং দুর্ঘটনার কারণ সম্বলিত তথ্য)	হতাহতের উদ্ধার তৎপরতা এবং তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত আইনি ব্যবস্থা	প্রতিবেদনাধীন মাসে হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা		হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য	কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সুপারিশ	মন্তব্য
			নিহতের সংখ্যা ও পরিচয়	আহতের সংখ্যা ও পরিচয়			
মোট							

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:
জেলা প্রশাসকের নাম:
জেলা:
ফোন নম্বর:

বিষয়: জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির জন্য বড় ধরণের সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত ছক (খ)।

ক্রম	সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনার বিবরণ (তারিখ-সময়, ঘটনাস্থল এবং দুর্ঘটনার কারণ সম্বলিত তথ্য)	ঘটনাস্থল পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য	হতাহতের উদ্ধার তৎপরতা	গৃহীত আইনী পদক্ষেপ সংক্রান্ত তথ্য	হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যাদি	মন্তব্য

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:
জেলা প্রশাসকের নাম:
জেলা:
ফোন নম্বর:

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি ও
সদস্য সচিব, জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল।

অনুলিপিঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

২। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৪। ভারপ্রাপ্ত সচিব, সড়ক বিভাগ।

৫। বিভাগীয় কমিশনার,……………..।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নং-০৪.৫১২.০২৩.০০.০০.০০১.২০১০-৭৮

তারিখ ১৫ চৈত্র ১৪১৮ / ২৯ মার্চ ২০১২

বিষয়ঃ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ সংক্রান্ত।

বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে অনেক সময় মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করা হয়ে থাকে। আমন্ত্রণপত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াবলির প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ

ক. যে কোন আমন্ত্রণপত্রে প্রাপকের নাম উলেখ করা একটি প্রচলিত রীতি। নামবিহীন আমন্ত্রণপত্র সৌজন্যের পরিচায়ক নয়;

খ. বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের উপস্থিতি কাঙ্ক্ষিত হলে তাঁর পূর্ব-সম্মতি নিয়ে আমন্ত্রণপত্র পাঠাতে হবে। জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত কর্মসূচি সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে কেবল অবহিত করার প্রয়োজন অনুভূত হলে অগ্রায়নপত্রের মাধ্যমে কর্মসূচির কপি পাঠানো যেতে পারে।

গ. পত্রযোগাযোগ কিংবা আমন্ত্রণপত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের পদবি **মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ** (ইংরেজিতে **Cabinet Secretary, Cabinet Division**)--এভাবে লিখতে হবে।

২। অন্যান্য অতিথির নিকট আমন্ত্রণপত্র প্রেরণের ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত নির্দেশনা অনুসরণযোগ্য। আমন্ত্রণপত্রে আমন্ত্রিত কর্মকর্তার নাম ও পদবি নিশ্চিত হয়ে সঠিকভাবে লেখা সমীচীন।

৩। নববর্ষ, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, দুর্গাপূজা, বড়দিন ইত্যাদি উপলক্ষে শুভেচ্ছা কার্ড প্রেরণের ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(ফাতেমা রহিম ভীনা)
উপ-সচিব (সংযুক্ত)
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৬

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
....বিভাগ।

২। জেলা প্রশাসক (সকল)
....জেলা।

৩। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
....উপজেলা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নং-০৪.৫১২.০০৬.০০.০০.০০৫.২০১০-৩৩৪

তারিখ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৮ / ১৩ ডিসেম্বর ২০১১

<u>পরিপত্র</u>

বিষয়ঃ <u>মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ।</u>

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি ব্যতিরেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকসহ মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সম্পর্কে অবহিত না থাকায় নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

২। Rules of Business, 1996-এর Schedule-I (Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions) অনুযায়ী বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত। এক্ষেত্রে মাঠ প্রশাসনের কোন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত কোন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। উল্লেখ্য, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সরাসরি এ ধরনের কোন কমিটি গঠন সমীচীন নয়।

৩।এমতাবস্থায়, কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক কোন কমিটি গঠনকালে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক বা মাঠ প্রশাসনের অন্য কোন কর্মকর্তাকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হল।

(ফাতেমা রহিম ভীনা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৬

সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)
....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

<u>অনুলিপিঃ</u>

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
....বিভাগ।

২। জেলা প্রশাসক (সকল)
....জেলা।

জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নং-০৪.৫১২.০১৬.০০.০০.০০৫.২০১০-৩১৫

তারিখ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৮ / ২৯ নভেম্বর ২০১১

বিষয়: **সংশোধিত ছক মোতাবেক পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (FCR) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।**

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ দেশের সার্বিক চিত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনারগণের প্রতিবেদন এবং মেট্রোপলিটান এলাকার তথ্য সন্নিবেশ ও পর্যালোচনাপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (**FCR**) সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ প্রতিবেদনকে অধিকতর কার্যকর, আকর্ষণীয়, আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মার্চ, ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ০১.০৯.২০০৯ তারিখে জারিকৃত মপবি/মাপ্রস/৫(৭৩)/২০০৪-২০০৭/২৫৩ স্মারকের ছকটি সংশোধনপূর্বক পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এর নতুন ছক প্রণয়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। নতুন এ ছকে বিভাগের আওতাধীন রাজনৈতিক, আইন-শৃঙ্খলা, সীমান্ত, খাদ্য পরিস্থিতি সংক্রান্ত তথ্যের পাশাপাশি বিভাগের উন্নয়নমুখী, সমন্বয়মূলক, সামাজিক নিরাপত্তা, উদ্বুদ্ধকরণ এবং গ্রাহক সেবা ব্যবস্থাপনাসহ বিবিধ তথ্যাদি সংযোজন করা হয়েছে।

২। জানুয়ারি, ২০১২ সাল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট নতুন ছকে পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন উপস্থাপনের লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনারগণকে ডিসেম্বর মাসের ২য় পক্ষের (১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর) পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন নতুন ছকে প্রণয়ন করতে হবে।

৩। এমতাবস্থায়, বিভাগীয় কমিশনারগণকে **সংশোধিত ছক মোতাবেক** পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন **পক্ষ সমাপনের ০৪ দিনের মধ্যে** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(ফাতেমা রহিম ভীনা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬ ৮৩ ৯৬।

বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

অনুলিপি:

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সংশোধিত ফরমেট

পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (FCR)-এর ছক।

[ ] **বিভাগ/জেলার** [ ] **সালের** [ ] **মাসের** [ ] **পক্ষের গোপনীয় প্রতিবেদন**

[ ] **তারিখ হতে** [ ] **তারিখ পর্যন্ত।**

১. **রাজনৈতিক পরিস্থিতিঃ**

১.১ রাজনৈতিক দলের কর্মতৎপরতা:

১.২ ছাত্র সংগঠনের কর্মতৎপরতা:

১.৩ শ্রমিক ও পেশাজীবী সংগঠনের কর্মতৎপরতা:

১.৪ নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থী দল এবং জঙ্গি তৎপরতা:

১.৫ দেশের স্বার্থ/উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়া সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড:

২. **আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি:**

২.১ জেলা/বিভাগে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বর্তমান অবস্থা:

২.২ জেলা/বিভাগে সংঘটিত জঘন্য অপরাধের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা (**সারণি-ক**):

পক্ষ	**খুন**	**ধর্ষণ**	**ডাকাতি/ দস্যুতা**	**অগ্নিসংযোগ**	**অপহরণ**	**এসিড নিক্ষেপ**	**নারী ও শিশু নির্যাতন**	**আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার)**	**মোট**
বিবেচ্য পক্ষ									
বিগত পক্ষ									
বিগত পক্ষের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি									

২.৩ তালিকাভুক্ত আসামি/সন্ত্রাসী গ্রেফতারের বিবরণ **(সারণি-খ):**

গ্রেফতারকৃত তালিকাভুক্ত আসামি/ সন্ত্রাসীর সংখ্যা	**গ্রেফতারকৃত তালিকাভুক্ত আসামি/ সন্ত্রাসীর নাম ও পরিচয়**	**মামলার নম্বর ও ধারা**

২.৪ (ক) ফাঁসি ও যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান সংক্রান্ত মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্য :

২.৫ ফাঁসি কার্যকর সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

২.৬ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য **(সারণি-গ):**

পক্ষ	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা**	**মামলার সংখ্যা**	**মামলার রায়**			**মন্তব্য**
			শাস্তি		**অব্যাহতি**	
			কারাদন্ড	**জরিমানা**		
বিবেচ্য পক্ষ						
গত পক্ষ						

২.৬ বড় ধরনের সড়ক, রেল ও নৌ-দুর্ঘটনার বিবরণ:

২.৭ অগ্নি-দুর্ঘটনার বিবরণঃ

২.৮ অন্যান্য দুর্ঘটনার বিবরণঃ

২.৯ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সমস্যা, গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এবং সুপারিশ:

৩. **সীমান্ত পরিস্থিতি**:

৩.১ সীমান্ত এলাকায় সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘটনা:

৩.২ চোরাচালান-প্রবণতা এবং মালামাল আটক/নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিবরণী **(সারণি-ঘ):**

পক্ষ	**আটককৃত উল্লেখযোগ্য মালামালের বিবরণ**	**আটককৃত মালামালের আনুমানিক মূল্য**	**মন্তব্য**
বিবেচ্য পক্ষ			
গত পক্ষ			

৩.৩ চোরাচালান নিরোধ কার্যক্রমে জেলা টাস্কফোর্সের কার্যক্রম **(সারণি-ঙ):**

পক্ষ	**জেলা টাস্কফোর্স কর্তৃক পরিচালিত অভিযান সংখ্যা**	**জেলা টাস্কফোর্স কর্তৃক উদ্ধারকৃত মালামালের মূল্য**	**মন্তব্য**
বিবেচ্য পক্ষ			
গত পক্ষ			

৪. মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য **(সারণি-চ):**

পক্ষ	**মাদকবিরোধী অভিযানের সংখ্যা**	**উদ্ধারকৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্যের বিবরণ**	**মন্তব্য**
বিবেচ্য পক্ষ			
গত পক্ষ			

৫. খাদ্য পরিস্থিতি ও ফসলের ফলনঃ

৫.১ খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ ও মজুদ পরিস্থিতির বিবরণ **(সারণি-ছ)**

(এককঃ মেট্রিক টন ওজনে)

পক্ষ	চাল	ভোজ্য তেল	চিনি	অন্যান্য দ্রব্য		মন্তব্য
				দ্রব্য-১	দ্রব্য-২	
বিবেচ্য পক্ষ						
গত পক্ষ						

৫.২ খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের বিবরণ **(সারণি-জ)**

(মূল্যঃ কেজি/লিটার)

পক্ষ	চাল		আটা		সয়াবিন তেল		পেঁয়াজ	চিনি	ডাল (মশুর)	মন্তব্য
	(মোটা)	(চিকন)	(খোলা)	(প্যাকেট)	(বোতল)	(খোলা)				
বিবেচ্য পক্ষ										
গত পক্ষ										

৫.৩ খাদ্য-শস্য এর ফলন **(সারণি-ঝ)**:

(ফলনঃ মেট্রিক টনে)

	গম	আউশ	আমন	বোরো	পাট	আলু	মন্তব্য (উৎপাদন সন্তোষজনক কিনা)
লক্ষ্যমাত্রা							
উৎপাদন							

৫.৪ খাদ্য ফলন/উৎপাদন/সরবরাহে বড় ধরনের সমস্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং গৃহীত ব্যবস্থাঃ

৬. সার ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুদ পরিস্থিতি:

৬.১ সার ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির মজুদ পরিস্থিতি **(সারণি-ঞ)**:

পক্ষ	সার (মেট্রিক টন ওজনে)			পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি (লিটার ওজনে)				মন্তব্য
	ইউরিয়া	টিএসপি	পটাশ	অকটেন	পেট্রোল	ডিজেল	কেরোসিন	
চাহিদা								
মজুদ								

৬.২ আগামী দু'মাসে সার, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের সরবরাহ কিংবা মজুদের ক্ষেত্রে সমস্যার আশঙ্কা সংক্রান্ত তথ্যাদি:

৭. **দুর্যোগ পরিস্থিতিঃ**

নদীভাঙ্গান সংক্রান্ত বিবরণ:

বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, পাহাড়-ধস, ভূমিকম্প, সুনামি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিবরণ:

৮. **বিভাগ/জেলার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত পরিস্থিতি:**

৮.১ জেলা/বিভাগাধীন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মস্থলে অবস্থান সংক্রান্ত মন্তব্য:

৮.২ জেলা/বিভাগাধীন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সমস্যা (যদি থাকে):

৮.৩ জেলা/বিভাগাধীন কর্মকান্ডের সাফল্য, অগ্রগতি বা সম্ভাবনার বিবরণ:

৮.৪ জেলা/বিভাগাধীন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য ব্যত্যয় (যদি থাকে) এবং উত্তরণের সুপারিশ:

৮.৫ আগামী এক মাসে অনুষ্ঠেয় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন/গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ/উৎসব/অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি এবং মাঠ পর্যায়ে প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিবরণ:

৮.৬ জেলা/বিভাগাধীন কোন প্রকল্পের বাস্তবায়নে মাত্রাতিরিক্ত বিলম্বের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা এবং জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

৮.৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আগামী দু' মাসের মধ্যে জেলা/বিভাগে উদ্বোধন করার মত সমাপ্ত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

৯. **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সমস্যা ও উত্তরণের সুপারিশ (সারণি-ট):**

পক্ষ	প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি			বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা	জেলা প্রশাসক/ বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ
			বাস্তবায়িত	বাস্তবায়নাধীন	অবাস্তবায়িত		

১০. **জেলা/বিভাগ-এর গ্রাহক সেবা, উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যাবলি:**

১০.১ ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র এবং উপজেলা, জেলা ও বিভাগের ই-তথ্য সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত:

১০.২ যৌন হয়রানি, মাদক অপরাধ এবং দুর্নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ:

১০.৩ জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি বা বিরল/সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব সংক্রান্ত তথ্য (যদি থাকে):

১১. **জেলা/বিভাগ-এর সার্বিক পরিস্থিতি:**

১১.১ আগামী এক মাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমস্যার আশঙ্কা /সরকারের আশু দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিষয় এবং জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

১১.২ জেলা/বিভাগের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর জেলা প্রশাসক/ বিভাগীয় কমিশনার-এর নিজস্ব মতামত:

১১.৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও সম্ভাবনার বিবরণ:

(   )

জেলা প্রশাসক / বিভাগীয় কমিশনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ঢাকা ২৪ মে ২০১১/১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮

নং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৪৬.২০১০-১৪১ সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠানের জটিলতা নিরসনকল্পে সহজে অনুসরণযোগ্য একটি পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য ''যৌথ সীমান্ত সম্মেলন পদ্ধতি প্রবর্তন সংক্রান্ত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'' নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হলোঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১)	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
(২)	যুগ্ম সচিব (রাজনৈতিক), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(৪)	মহাপরিচালক (দক্ষিণ এশিয়া), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে যৌথ সীমান্ত সম্মেলন আয়োজনে বিদ্যমান পদ্ধতির প্রতিবন্ধকতাসমূহ শনাক্তকরণ;

(২) দ্রুত ও সফলভাবে যৌথ সীমান্ত সম্মেলন আয়োজনের লক্ষ্যে সহজে অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি প্রবর্তন; এবং

(৩) বিবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি।

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে এবং কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। কমিটি আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে **Joint Border Conference** এর বিষয়ে সহজে অনুসরণযোগ্য একটি পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য সুপারিশ মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর পেশ করবে।

৪। এ কমিটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(ফাতেমা রহিম ভীনা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৬

বিতরণঃ

১। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৪। যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৫। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ও লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ) ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নং-০৪.৫১২.০১৬.০০.০০.০০৫.২০১০-৮৫ তারিখ ২৬ ফাল্গুন ১৪১৭ / ১২ মার্চ ২০১১

বিষয়ঃ **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য বিভাগের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমৃদ্ধ বিশ্লেষণধর্মী, কার্যকর, আকর্ষণীয় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্যবহুল পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (FCR) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।**

সূত্র: (১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-মপবি/মাপ্রস/৫(৭৩)/২০০৪-২০০৭/২৫৩, তারিখঃ ০১.০৯.০৯ খ্রিষ্টাব্দ।
(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-মপবি/মাপ্রস/৯(৭৫)/২০০৭-২০০৯/৫২, তারিখঃ ২৪.০২.০৯ খ্রিষ্টাব্দ।
(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-মপবি/মাপ্রস/৫(৭৩)/২০০৪-২০০৯/২৬, তারিখঃ ২৮.০১.১০ খ্রিষ্টাব্দ।
(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-মপবি/মাপ্রস/৫(৭৩)/২০০৪-২০০৫/১৩৫, তারিখঃ ২৪.১১.০৫ খ্রিষ্টাব্দ।
(৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-মপবি/মাপ্রস/৫(৭৩)/২০০৪-২০০৫/১১৩, তারিখঃ ০৬.১০.০৫ খ্রিষ্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে (পতাকা-ক ও খ) বিভাগীয় কমিশনারগণের প্রতিবেদন এবং মেট্রোপলিটন এলাকার তথ্য সন্নিবেশনকরতঃ সমগ্র দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক চিত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যে পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। প্রতিমাসের ০৪ এবং ১৯ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারগণের প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল (পতাকা-গ)। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ২৪.১১.২০০৫ তারিখের স্মারকে প্রতিবেদন প্রণয়নকালে বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ এবং চাঞ্চল্যকর ঘটনা সম্বলিত তথ্য বাদ না পড়ার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছিল (পতাকা-ঘ)। এছাড়া পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে 'আগামী ২ মাসের মধ্যে জেলায় উদ্বোধন করার মত সমাপ্ত প্রকল্প থাকলে' শীর্ষক কলামে জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ/তাৎপর্যপূর্ণ প্রকল্পসমূহ উল্লেখ করার বিষয়ে এ বিভাগ থেকে গত ০৬.১০.২০০৫ তারিখে বিভাগীয় কমিশনারগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল (পতাকা-ঙ)।

২। সম্প্রতি বিভাগীয় কমিশনারগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, কোন কোন প্রতিবেদনে বিভাগের সার্বিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটছে না এবং কখনও কখনও এই প্রতিবেদন গতানুগতিক, একঘেঁয়ে এবং অনাকর্ষণীয় হয়ে পড়ছে। বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক প্রেরিত তথ্য, উপাত্ত, ঘটনার ভিত্তিতে পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় বিধায় অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে মানসম্পন্ন, কার্যকর এবং আকর্ষণীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। পাক্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের আবশ্যকতা থাকলেও কোন কোন বিভাগ থেকে অস্বাভাবিক বিলম্বে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া কোন কোন প্রতিবেদনে বিভাগের গুরত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা সম্বলিত তথ্য বাদ পড়ার নজির পাওয়া যাচ্ছে। কোন কোন বিভাগের প্রতিবেদনে অনুল্লেখযোগ্য গুরুত্বহীন প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি জঘন্য অপরাধ এবং খাদ্য মওজুদের মত স্পর্শকাতর বিষয়ে ভুল তথ্য প্রেরণ করার ঘটনা দেখা যাচ্ছে। আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের আশুদৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে একই বিবরণ/বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই সাম্প্রতিক চলমান ঘটনার সাথে বিশ্লেষণধর্মী মতামত অনুপস্থিত থাকছে। এছাড়া যেসব বিষয়ে সরাসরি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাছে বিষয়টি সরাসরি উপস্থাপন করে নিষ্পত্তিকরণ সম্ভব সেরকম কিছু সমস্যা সরকারের আশুদৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

৩। এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রণয়নকালে উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণ বিবেচনায় এনে বিভাগের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমৃদ্ধ বিশ্লেষণধর্মী, কার্যকর, আকর্ষণীয় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্যবহুল প্রতিবেদন পক্ষ সমাপনের <u>০৪</u> দিনের মধ্যে ই-মেইলে সফট্ কপি **(dfal_sec@cabinet.gov.bd)** নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর, যুগ্ম সচিব (জেমাপ্র) বরাবর ফ্যাক্স কপি এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর বাহক মারফত হার্ডকপি প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো। পত্রের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক যোগাযোগ সম্বলিত তথ্যাদি (পতাকা-চ) প্রেরণ করা হলো।
সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(ফাতেমা রহিম ভীনা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬ ৮৩ ৯৬।

বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

অনুলিপি:

১। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নং-মপবি/মাপ্রস/৫(৭৩)/০৪-২০০৯/১৬

তারিখ ২৭ পৌষ ১৪১৭ / ১০ জানুয়ারি ২০১১

বিষয়: বিভাগভিত্তিক সংঘটিত অপরাধের মধ্যে মালামাল উদ্ধার সম্বলিত তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: বিভাগীয় কমিশনারগণের ডিসেম্বর ২০১০ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের ডিসেম্বর ২০১০ মাসের সমন্বয় সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

'বিভাগভিত্তিক তুলনামূলক অপরাধ চিত্র প্রতিবেদনের ছকে একটি মন্তব্য কলাম সংযোজন করতে হবে যাতে মালামাল উদ্ধার সম্বলিত তথ্য থাকবে'।

০২। বিভাগীয় কমিশনার সভার বর্ণিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সকল বিভাগ থেকে মাসভিত্তিক মালামাল উদ্ধার সম্পর্কিত একটি পৃথক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতি মাসের প্রথম ০৫ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, পাক্ষিক প্রতিবেদনের জন্য নির্ধারিত ছক অপরিবর্তিত থাকবে।

০৩। এমতাবস্থায়, ডিসেম্বর ২০১০ মাসের (০১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত) মালামাল উদ্ধার সংক্রান্ত বিভাগ ভিত্তিক তথ্য আগামী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো। একই সাথে বিভাগীয় কমিশনার সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল বিভাগ থেকে জানুয়ারি ২০১১ মাসের অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যাদির ক্ষেত্রে মালামাল উদ্ধার সম্বলিত একটি পৃথক প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হল।

(ফাতেমা রহিম ভীনা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬ ৮৩ ৯৬।

বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

অতি জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নং-মপবি/মাপ্রস/২(১১২)/৯৯-২০১০/১৯১

তারিখ ৩০ আষাঢ় ১৪১৭ / ১৪ জুলাই ২০১০

বিষয়: মোবাইল ফোন ব্যবহার সংক্রান্ত।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, জেলা প্রশাসকগণের কেউ কেউ তাঁর জন্য নির্ধারিত মোবাইল ফোনটি ব্যবহারে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছেন না। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় সরকারি প্রয়োজনে মোবাইল ফোনের (০১৭১১-৫৯৫৫৮৫) মাধ্যমে যোগাযোগ করলে তাঁর যথাযথ সৌজন্যতার সাথে Response করছেন না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণ তাঁদের মোবাইল ফোনটি নিজের নিকট না রেখে অন্য কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রাখছেন। এতে করে সরকারি কাজে শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে, যা অনভিপ্রেত।

০২। এমতাবস্থায়, এ বিষয়ে পরবর্তীতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(এন এম জিয়াউল আলম)
যুগ্মসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেলা প্রশাসক (সকল)।

অনুলিপি:

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-০৪.৫১২.০২৩.০০.০০.০০১.২০১০-১৩৩, তারিখ: ০৫ মে, ২০১০/২২ বৈশাখ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

<u>পরিপত্র</u>

বিষয়: বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসের কর্মসূচিতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক দিবসসমূহের মাঠ পর্যায়ে জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরে সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্যে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচেছ। কখনো কখনো কর্মকর্তাগণ জাতীয় দিবসসমূহকে সরকারি ছুটির দিনের মত ভোগ করে থাকেন। এটি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনভিপ্রেত। জাতীয় দিবসসমূহে সরকারি কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে স্বল্পতার কারণে সরকারি কর্মসূচির বিঘ্ন ঘটে থাকে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় দিবসসমূহ পালনের ক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নেও সমস্যা সৃষ্টি হয়।

০২। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসের অনুষ্ঠানসমূহে আমন্ত্রিত সকল সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতি আবশ্যক। শারীরিক অসুস্থতা অথবা অপরিহার্য কাজে ব্যস্ততার কারণে উল্লিখিত অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করতে অপারগ হলে অনুষ্ঠানের পূর্বেই যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে।

০৩। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসের অনুষ্ঠানসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরে আমন্ত্রিত সকল সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

(মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান)
যুগ্মসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন: ৭১৬৪৪৪১

বিতরণ:

১। সচিব
--মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
২। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নং-মপবি/মাপ্রস/২(৬১)/(অংশ-১)/২০০৮-১০/১০৫

তারিখ ২৫ চৈত্র ১৪১৬ / ০৮ এপ্রিল ২০১০

পরিপত্র

বিষয়: উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণকে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রসংগে।

উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিষয়ে কার্যক্রম পর্যালোচনা, পরামর্শ প্রদান ও নির্দেশিকা জারির উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণকে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

(মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান)
যুগ্মসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন: ৭১৬৪৪৪১

বিতরণ:

১। সচিব, ---মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

৩। জেলা প্রশাসক (সকল)।

৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল)।

৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নং-মপবি/মাপ্রস/২(৪৯)২০০৮(অংশ-২)/৭৭

তারিখ ০৯ চৈত্র ১৪১৫
২৩ মার্চ ২০০৯

বিষয়: উপজেলা পর্যায়ে উদ্‌যাপিত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান/উৎসব উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সালাম গ্রহণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৮.০৪.১৯৮৭ তারিখের মপবি-৫/১/৮৩-বিধি/৯৬ নং স্মারক অনুযায়ী জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় পতাকা বিধির চতুর্থ অনুচ্ছেদ মোতাবেক উপজেলা পর্যায়ে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং সরকার ঘোষিত অন্য যে কোন দিনে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সালাম গ্রহণ করা হবে (কপি সংযুক্ত)।

০২। এমতাবস্থায়, উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁর আওতাধীন জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হল।

(মো: শাহ্ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৭১৬৮৩৯৬

বিভাগীয় কমিশনার,
ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট।

অনুলিপি:

১। সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।
[তাঁর মন্ত্রণালয়ের ১৬.০৩.০৯ তারিখের স্ব:ম:/(প্র:৩)/জাউ-২/২০০৯/২৫২ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে]

২। সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক
ঢাকা।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.১১৬.০১.১৪.২৩০ তারিখ ২৪ ভাদ্র ১৪২১ / ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

বিষয়: "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" এবং "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩"-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত।

সূত্র: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ডি.ও. নম্বর: ২৪.০০.০০০০.১০১.০০০.০০০.১৪.৫৮৪ তারিখ: ৩.৯.১৪

"পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" এবং "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকরভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সূত্রে উল্লিখিত ডি.ও. পত্রে অনুরোধ জানিয়েছেন।

২।সকল জেলায় বিশেষভাবে সংযুক্ত তালিকায় উল্লিখিত ৩২টি জেলায় নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(এম. কাজী এমদাদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: cjme_sec@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক...(সকল)

<u>অনুলিপি:</u>

বিভাগীয় কমিশনার...(সকল) (বর্ণিত আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়টি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।)

(একই তারিখ ও নম্বরের স্থলাভিষিক্ত হবে)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৬.৩২.১৩-১৭১

তারিখ ১৪ আশ্বিন ১৪২০ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিষয়ঃ ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় চলমান মামলার বিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় চলমান সকল মামলার তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে থাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে একটি ছক প্রস্তুত করে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হল।

০২। এমতাবস্থায়, সংযুক্ত ছক মোতাবেক তাঁর বিভাগের আওতাভুক্ত জেলাসমুহের উল্লিখিত তথ্য প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

(খোন্দকার মোঃ আব্দুল হাই)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫

বিভাগীয় কমিশনার
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/ সিলেট/রংপুর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২২.০৩৫.০৮.১২-২৫৭

তারিখ ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২০ / ০৯ ডিসেম্বর ২০১৩

বিষয়ঃ আদালত পরিদর্শনের প্রমাপ সংক্রান্ত।

গত ১৭.১১.২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নভেম্বর, ২০১৩ মাসের বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত পরিদর্শনের জন্য নিম্নোক্ত প্রমাপ নির্দেশক্রমে নির্ধারণ করা হলোঃ

ক্রমিক নম্বর	ক্ষেত্রে	যার জন্য প্রযোজন্য	প্রমাপের হার
১	(ক) আদালত পরিদর্শন (খ) কেস রেকর্ড পর্যালোচনা	(ক) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	(ক) মাসে কমপক্ষে একটি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পরিদর্শন করা (খ) মাসে কমপক্ষে একটি মোবাইল কোর্ট কেস রেকর্ড পর্যালোচনা করা।

২। এ প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শন ও পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(খোন্দকার মোঃ আব্দুল হাই)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫

বিতরণ:
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট...(সকল)।

অনুলিপি:

১। বিভাগীয় কমিশনার...(সকল)।

২। যুগ্মসচিব (জেমাপ্র), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
w ww.cabinet.gov.bd

পরিপত্র

স্মারক নম্বর: ০৪.৫২২.১১৬.০০.০০.০১৩.২০১১-১১৮ তারিখ ৩০ শ্রাবণ ১৪২০ / ১৪ আগস্ট ২০১৩

বিষয়: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন অপরাধ ফলপ্রসূভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে প্রতিরোধের স্বার্থে মোবাইল আইন, ২০০৯ পরিচালনার জেলায় কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/দপ্তরসমূহে নিয়োজিত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতিক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে থাকে।

০২। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক আওতায় দায়িত্ব পালনকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত না রাখায় এতদ্সংক্রান্ত কাজে সমন্বয়ের সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। এতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মূল উদ্দেশ্যে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থায় মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম সার্বিকভাবে পরিবীক্ষণ সম্ভব হয় না।

০৩। উল্লিখিত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্য নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

(ক) যে কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কিংবা এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/দপ্তরে নিযুক্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয় সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(খ) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(গ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলায় পরিচালিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মাসের ০৫(পাঁচ) তারিখের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪। এ পরিপত্র অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(এম বজলুল করিম চৌধুরী)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫১৪৪২৬

বিতরণ:

১। সিনিয়র সচিব/সচিব...মন্ত্রণালয়।
২। বিভাগীয় কমিশনার...(সকল) ।
৩। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট...(সকল) ।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.১১৬.০৬.১৫-১৩ তারিখ ০১ মাঘ ১৪২২ / ১৪ জানুয়ারি ২০১৬

বিষয়: মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংশোধিত প্রমাপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

জননিরাপত্তা বিধান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আরও দক্ষতার সঙ্গে ও প্রয়োগসিদ্ধভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিদ্যমান প্রমাপ সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক জেলার আয়তন, অবস্থান, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উপজেলার সংখ্যা, জনসংখ্যা, সংশ্লিষ্ট জেলার মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সক্ষমতা, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের মতামত ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রমাপ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৮ আগস্ট ২০১২ তারিখের ০৪.৫২২.১১৬.০০.০০.০১৩.২০১১-১৩৬ নম্বর স্মারক বাতিলক্রমে তদ্স্থলে মাসিক ভিত্তিতে জেলাওয়ারি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রমাপ নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হল:

ক্রম	জেলার নাম	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রমাপ (সংখ্যায়)
ক)	ঢাকা ও কুমিল্লা জেলা।	১৫০
খ)	চট্টগ্রাম জেলা।	১০০
গ)	খুলনা, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল ও [illegible]	৭০
ঘ)	বরিশাল, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলা।	৬০
ঙ)	কিশোরগঞ্জ, যশোর, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলা।	৫০
চ)	নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী, ভোলা, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, নাটোর ও গাইবান্ধা জেলা।	৪৫
ছ)	নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, ফেনী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর ও মৌলভীবাজার জেলা।	৩৫
জ)	গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, শেরপুর, লক্ষ্মীপুর, ঝিনাইদহ, বরগুনা ও জয়পুরহাট জেলা।	৩০
ঝ)	মাদারীপুর, রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, মাগুরা, মেহেরপুর ও ঝালকাঠি জেলা।	২২

০২। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত প্রমাপ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনাপূর্বক তথ্যাদি পরবর্তী মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত ছকে ই-**মোবাইল কোর্ট সিস্টেমে (e-court)** আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হল:

ক্রম	জেলা	উপজেলার সংখ্যা	প্রমাপ	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা		মামলার সংখ্যা		আদায়কৃত জরিমানা (টাকায়)		আসামির সংখ্যা				মন্তব্য
										মোট		কারাদণ্ড প্রাপ্ত		
				বর্তমান মাস	পূর্বের মাস	বর্তমান মাস	পূর্বের মাস	বর্তমান মাস	পূর্বের মাস	বর্তমান মাস	পূর্বের মাস	বর্তমান মাস	পূর্বের মাস	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব (জেমাপ্র)
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট...(সকল)

অনুলিপি:

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ।

৩। বিভাগীয় কমিশনার...(সকল)-বিষয়টি মনিটরিং করার অনুরোধসহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসী পরিবীক্ষণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নং-০৪.৫২২.০০.০০.১১৩.২০১১-৯০

তারিখ ২১ আষাঢ় ১৪১৮বঙ্গাব্দ / ০৫ জুলাই ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: মাসিক ভিত্তিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

সূত্র: (১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৫-০৫-২০১১ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫২২.১১৬.০১.১০-৭০ সংখ্যক স্মারক।
(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৭-০৬-২০১১ তারিখের ০৪.৫২২.১১৬.০০.০০.০১৩.২০১১-৭৯ নম্বর স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রস্থ ১ নম্বর স্মারকে প্রেরিত সংশোধিত ছকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল (ছায়ালিপি সংযুক্ত)। পরবর্তীতে সূত্রস্থ ২ নম্বর স্মারকে জেলাওয়ারী মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ***প্রমাপ*** পূণর্নির্ধারণ করতঃ এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সূত্রস্থ ১ নম্বর স্মারকে উল্লেখিত নির্ধারিত ছকে **পাক্ষিকের** পরিবর্তে ***মাসিক ভিত্তিতে*** পরবর্তী মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল (ছায়ালিপি সংযুক্ত)। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন জেলা হতে এখনও পাক্ষিক এমনকি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

২। এমতাবস্থায়, সূত্রস্থ ২ নম্বর স্মারকে তাঁর জেলার জন্য নির্ধারিত প্রমাপ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতঃ এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন সূত্রস্থ ১ নম্বর স্মারকে উল্লেখিত নির্ধারিত ছকে ***মাসিক ভিত্তিতে*** প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে ০২ পাতা

(মুহাম্মাদ রেজায়ে রাব্বী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫১৪২৫

বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট...(সকল)

অনুলিপি:

বিভাগীয় কমিশনার...(সকল)

(একই তারিখ ও নম্বরের স্থলাভিষিক্ত হবে)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৬.৩৩.১৩-১৭২

তারিখ ১৪ আশ্বিন ১৪২০ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিষয়: মোবাইল কোর্টের আওতায় দায়েরকৃত আপিল মামলা সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মোবাইল কোর্টের আওতায় দায়েরকৃত চলমান সকল আপিল মামলার তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে থাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে একটি ছক প্রস্তুত করে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হল।

০২। এমতাবস্থায়, সংযুক্ত ছক মোতাবেক তার বিভাগের আওতাভুক্ত জেলাসমুহের উল্লিখিত তথ্য প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

(খোন্দকার মোঃ আব্দুল হাই)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫

বিভাগীয় কমিশনার,
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/ সিলেট/রংপুর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসী পরিবীক্ষণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

০৪.০০.০০০০.৫২২.১১৬.২০.১১-৮৫

তারিখ ১৪ আষাঢ় ১৪১৮ বঙ্গাব্দ / ২৮ জুন ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: চোরাচালানের মাধ্যমে ভেজাল সারের অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

সূত্র: সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আধাসরকারী পত্র নম্বর আ স পত্র নং-১২.০২৬.০৪০.০০.০০.০০৬.২০১০-৯৭, তারিখ: ০৫.০৬.২০১১ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কখনো কখনো সীমান্তের ওপার হতে চোরাচালানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের সার পাচার হয়ে আসার প্রেক্ষিতে বাজারে নকল ও ভেজাল ও নিম্নমানের সার সহজপ্রাপ্য হচ্ছে। এসব সার কৃষকের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি মাটি ও ফসলের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলছে।

০২। এমতাবস্থায়, সীমান্তের ওপার হতে চোরাচালানের মাধ্যমে এদেশে বিভিন্ন নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের সারের অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, সার পাচার রোধে এবং ভেজাল ও নকল সার প্রস্তুতকারী/বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে সার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৬ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে ইতঃপূর্বে অত্র বিভাগের ১২-০৪-২০১১ তারিখের ০৪.৫২২.১১৬.০০.০০.০১৩.২০১১-৫২ সংখ্যক স্মারকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল যা অব্যাহত থাকবে।

(মুহাম্মাদ রেজায়ে রাববী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫১৪২৫

জেলা প্রশাসক...(সকল)।

অনুলিপি:

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

২। বিভাগীয় কমিশনার...(সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১৩.৩৫.০৩৭.২০১৫-১৯১ — তারিখ ২৪ আষাঢ় ১৪২২ / ০৮ জুলাই ২০১৫

পরিপত্র

বিষয়: মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মচারীদের বদলি সংক্রান্ত।

ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ের সাধারণ ও রাজস্ব প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মচারীদের একই পদে কিংবা একই কর্মস্থলে তিন বছর মেয়াদ পূর্ণ হলে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় সাধারণত অন্যত্র বদলি করার রেওয়াজ রয়েছে। এসব দপ্তরে নিয়োজিত কোন কোন কর্মচারী একই পদে তিন বছরের অধিককাল কর্মরত থাকায় তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন, অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তা ছাড়া, একই পদে দীর্ঘদিন কর্মরত থাকায় কোন কোন কর্মচারী বিভিন্ন অনিয়মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। এ জন্য মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং একই পদে কিংবা কর্মস্থলে তিন বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত কর্মচারীগণকে বাস্তব অবস্থাভেদে অন্যত্র বদলি করার জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দেশনাটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

০২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ের সাধারণ ও রাজস্ব প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে একই পদ কিংবা কর্মস্থল হতে অন্যত্র বদলির ক্ষেত্রে নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হল:

ক) একই পদে তিন বছরের অধিককাল যাবৎ নিয়োজিত কর্মচারীকে বাস্তব অবস্থাভেদে অন্যত্র বদলি করতে হবে;

খ) দুর্গম অথবা প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থাসম্পন্ন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মেয়াদ দুই বছর হলেও তাকে অন্যত্র বদলি করা যেতে পারে;

গ) সাধারণ প্রশাসন ও ভূমি অফিসে কর্মরত কর্মচারীদেরকে পর্যায়ক্রমে সকল বিষয়ে কাজ করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে; এবং

ঘ) বদলির ক্ষেত্রে বৈষম্য পরিহারের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন নম্বর: ০২-৯৫৭৩৮৩৩
ফ্যাক্স নম্বর: ০২-৯৫৭৩৫৩৩
ই-মেইল: addl_dfa@cabinet.gov.bd

১। বিভাগীয় কমিশনার...(সকল)।
২। জেলা প্রশাসক...(সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১৩.৩৫.০৩৭.২০১৫-১৯০

তারিখ ২৪ আষাঢ় ১৪২২ / ০৮ জুলাই ২০১৫

পরিপত্র

বিষয়: বিভিন্ন খাতের আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান সংক্রান্ত।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সায়রাতমহাল ইজারার অর্থ/লাইসেন্স ফি/ভ্রাম্যমাণ আদালতের অর্থদণ্ড/ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি আদায় করা হয়ে থাকে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আদায়কৃত অর্থ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দেওয়া হয় না। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অনিয়মের আশঙ্কা থেকে যায়।

০২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে মাঠ পর্যায়ের সাধারণ ও রাজস্ব প্রশাসন কর্তৃক সায়রাতমহাল ইজারার অর্থ/লাইসেন্স ফি/ভূমি উন্নয়ন কর/ভ্রাম্যমাণ আদালতের অর্থদন্ড ইত্যাদি আদায়ের পর অতি দ্রুত যথাযথভাবে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হল:

ক) আদায়কৃত অর্থ/ফি অবশ্যই নির্ধারিত রশিদের মাধ্যমে আদায় করতে হবে এবং রশিদের মূলকপি সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে প্রদান করতে হবে;

খ) Duplicate Carbon Receipt (DCR) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

গ) আদায়ের দিন অথবা পরবর্তী কার্যদিবসে আদায়কৃত অর্থ নির্ধারিত চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে;

ঘ) সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের Cash Transaction Report (CTR) প্রতিমাসে সংগ্রহ করতে হবে এবং জমাকৃত অর্থের হিসাবের সঙ্গে CTR যাচাই করে নিতে হবে;

ঙ) মোবাইল কোর্ট কর্তৃক আরোপিত দন্ডের আদায়কৃত অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মামলার নথি, জরিমানা আদায় রেজিস্টার, চালানের কপি ইত্যাদি কাগজপত্র মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করবেন; এবং

চ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসে অন্তত একবার এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা প্রদানের বিষয়টি তদারক করবেন।

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন নম্বর: ০২-৯৫৭৩৮৩৩
ফ্যাক্স নম্বর: ০২-৯৫৭৩৫৩৩
ই-মেইল: addl_dfa@cabinet.gov.bd

১। বিভাগীয় কমিশনার...(সকল)।

২। জেলা প্রশাসক...(সকল)।

৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার...(সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.০৪.১৫.১৪.৩১৩

তারিখ ১৪ পৌষ ১৪২১ / ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪

বিষয়: The Code of Criminal Procedure, 1898 এবং মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর আওতাধীন মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ সংক্রান্ত।

The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act of 1898)-এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা এবং মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর আওতায় দায়েরকৃত আপিল মামলা নিষ্পত্তির মাসিক প্রমাপ নির্দেশক্রমে নিম্নরুপভাবে পুন:নির্ধারন করা হল:

ক্রম	৩ মামলার ধরন	মাসের শুরুতে মামলার সংখ্যা	প্রমাপের হার
১	(ক) বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে The Code of Criminal Procedure, 1898-এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা; এবং (খ) বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর আওতায় দায়েরকৃত আপিল মামলা।	১ হতে ১,০০০ পর্যন্ত	১০%
		১,০০১ হতে ২,০০০ পর্যন্ত	৮%
		২,০০০-এর অধিক	৫%
২	বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে The Code of Criminal Procedure, 1898-এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা।	১ হতে ৫০০ পর্যন্ত	১২%
		৫০১ হতে ১,০০০ পর্যন্ত	১০%
		১,০০১ হতে ২,০০০ পর্যন্ত	৮%
		২,০০০-এর অধিক	৫%

২। বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উল্লিখিত প্রমাপ অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং প্রতিমাসের মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোল্লিখিত ছকে পরবর্তী মাসের সাত তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখায় ই-মেইলযোগ (email: cjme_sec@cabinet.gov.bd) প্রেরণ করবেন।

বিভাগের নাম	জেলার নাম	পূর্ববর্তী মাসের মামলার জের	বিবেচ্য মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	প্রমাপ (%)	অর্জন (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

৩। মোবাইল কোর্টের অধীন আপিল মামলা ও ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় বিচারিক মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৯ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫২২.০৩৫.০৮.১২.২৫৮ নম্বর স্মারকটি এতদ্দ্বারা বাতিল করা হল।

(এম. কাজী এমদাদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: cjme_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

জেলা প্রশাসক...(সকল)

অনুলিপি:

বিভাগীয় কমিশনার...(সকল)

জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা সম্পর্কিত

[একই নম্বর ও তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের স্থলাভিষিক্ত হইবে]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ ফাল্গুন, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/ ১০ মার্চ ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর-০৪.৫২১.০১১.০০.০০.০০১.২০১১-১০৮-দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৬ ধারা অনুসরণে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগ করা হইল:

(১) জনাব মোঃ বদিউজ্জামান, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

(২) জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ

২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৩ ধারা অনুযায়ী কমিশনারগণের পারিশ্রমিক, ভাতা, পদমর্যাদা ও অন্যান্য সুবিধাদি সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের সমরূপ নির্ধারণ করা হইল।

৩। জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম আবদুল আজিজ এনডিসি
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
<u>জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি অধিশাখা</u>

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

তারিখ: ২৭ ফাল্গুন ১৪২২/ ১০ মার্চ ২০১৬

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৫২১.০৮.০৬৪.১৫.১৯৮-দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন)-এর ৬(১) ধারার বিধানমতে নিম্ন-উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগ করা হল:

(১) জনাব ইকবাল মাহমুদ, প্রাক্তন সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; এবং

(২) জনাব এ, এফ, এম, আমিনুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ।

২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৫(১) ধারার বিধানমতে জনাব ইকবাল মাহমুদ, কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন-কে কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হল।

৩। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৩ ধারার বিধানমতে কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদের বেতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিধা ও পদমর্যাদা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারকের এবং কমিশনার জনাব এ, এফ, এম, আমিনুল ইসলামের বেতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিধা ও পদমর্যাদা সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের সমরূপ নির্ধারণ করা হল।

৪। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ মাঘ ১৪২২/ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২১.০৮.০৬৪.১৫-১২৬ দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও একজন কমিশনারের পদ শীঘ্রই শূন্য হবে বিধায় তদ্‌স্থলে দু'জন কমিশনার নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৭ ধারা অনুযায়ী নিম্নোল্লিখিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হল:

(ক)	বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন মাননীয় বিচারক, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সভাপতি
(খ)	বিচারপতি এম, মোয়াজ্জাম হোসেন মাননীয় বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সদস্য
(গ)	জনাব মাসুদ আহমেদ বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	সদস্য
(ঘ)	জনাব ইকরাম আহমেদ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন	সদস্য
(ঙ)	জনাব এম আবদুল আজিজ এনডিসি (সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিবের অব্যবহিত পূর্বের অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব)	সদস্য

২। কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

বাছাই কমিটি, কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, উপস্থিত সদস্যদের অন্যূন তিন জনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমিশনারের প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে দু'জন ব্যক্তির নামের তালিকা প্রণয়ন করে উক্ত আইনের ধারা ৬-এর অধীনে নিয়োগ প্রদানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে।

৩। অন্যূন চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হবে।

৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উক্ত বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৫। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ আষাঢ়, ১৪২০/ ১৬ জুন, ২০১৩

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৫২১.১১.০৫২.১৩.৪৩৭-দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে জনাব গোলাম রহমানের কার্যকাল গণনার বিষয়ে সংশয় সৃষ্ট হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৩৬ ধারামতে এই মর্মে স্পষ্টীকরণ করা যাচ্ছে যে, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমানের দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ অর্থাৎ ২৪-০৬-২০০৯ তারিখ হতে তাঁর কর্মকাল (tenure) গণনা করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ আষাঢ়, ১৪২০/ ২৬ জুন, ২০১৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২১.১১.০৫২.১৩.৪৬৭-দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৬ ধারার বিধানমতে নিম্ন-উল্লিখিত ব্যক্তিকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার পদে নিয়োগ করা হলঃ

ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ
অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৩ ধারার বিধানমতে ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ, কমিশনার-এর বেতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিধা ও পদমর্যাদা সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের সমরূপ নির্ধারণ করা হল।

৩। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ আষাঢ়, ১৪২০/ ২৬ জুন, ২০১৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২১.১১.০৫২.১৩.৪৬৮-দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৫(১) ধারার বিধানমতে জনাব মোঃ বদিউজ্জামান, কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন-কে কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হল।

২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৩ ধারার বিধানমতে কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ বদিউজ্জামানের বেতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিধা ও পদমর্যাদা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারকের সমরূপ নির্ধারণ করা হল।

৩। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

[একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ আষাঢ়, ১৪২০/ ১৬ জুন, ২০১৩

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৫২১.১১.০৫২.১৩.৪২৪-দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ শীঘ্রই শূন্য হবে বিধায় তদস্থলে ১(এক) জন কমিশনার নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৭ ধারা অনুযায়ী নিম্নোল্লিখিত সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হলঃ

(ক)	বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী মাননীয় বিচারক, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সভাপতি
(খ)	বিচারপতি জনাব মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী মাননীয় বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সদস্য
(গ)	জনাব এ. টি. আহমেদুল হক চৌধুরী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	সদস্য
(ঘ)	জনাব মাসুদ আহমেদ বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	সদস্য
(ঙ)	জনাব এম আব্দুল আজিজ এনডিসি (সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব)	সদস্য

২. কমিটির কার্যপরিধি নিমণরূপঃ

বাছাই কমিটি, কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, উপস্থিত সদস্যদের অন্যূন তিন জনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমিশনারের একটি শূন্য পদের বিপরীতে দুই জন ব্যক্তির নামের তালিকা প্রণয়ন করে উক্ত আইনের ধারা ৬-এর অধীনে নিয়োগ প্রদানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে।

৩. অন্যূন চার জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হবে।

৪. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উক্ত বাছাই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৫. এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ আষাঢ়, ১৪২০/ ২৪ জুন, ২০১৩

নম্বর ০৪.৫২১.০১১.০০.০০.০০১.২০১০.৪৬২-দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্বের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৫(১) ধারামতে নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আইনের ১২(১) ধারার বিধানমতে কমিশনার জনাব মোঃ বদিউজ্জামান সাময়িকভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

০২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সংস্কার অনুবিভাগ

শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার শাখা সম্পর্কিত

৩২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/ ২৭ নভেম্বর ২০১২

নং-০৪.২২১.০১৪.০০.০৩.০১৯.২০১০-২৮০ – রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নে দিক্-নির্দেশনা প্রদান এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করিয়াছেঃ

(১) প্রধানমন্ত্রী	সভাপতি
মন্ত্রী/উপদেষ্টাঃ	
(২) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩) মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	”
(৪) মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	”
(৫) মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	”
(৬) মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	”
(৭) মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	”
(৮) মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	”
(৯) প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা	”
(১০) প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা	”
সংসদ সদস্যঃ	
(১১) জনাব আব্দুল মতিন খসরু, সংসদ সদস্য, ২৫৩ কুমিল্লা-৫	”
(১২) জনাব মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী, সংসদ সদস্য, ৪৮ নওগাঁ-৩	”
(১৩) জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, সংসদ সদস্য, ১৮৪ ঢাকা-১১	”
সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধানঃ	
(১৪) প্রধান নির্বাচন কমিশনার	”
(১৫) চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন	”
(১৬) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন	”
(১৭) চেয়ারম্যান, প্রেস কাউন্সিল	”
(১৮) চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন	”
(১৯) প্রধান তথ্য কমিশনার	”
(২০) অ্যাটর্নি জেনারেল	”
(২১) কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল	”

শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ ও এনজিওঃ

(২২) চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	সদস্য
(২৩) উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	”
(২৪) অধ্যাপক এম. সাইদুর রহমান খান, প্রাক্তন উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	”
(২৫) মিজ আরমা দত্ত, নির্বাহী পরিচালক, প্রিপ ট্রাস্ট	”

গণমাধ্যমঃ

(২৬) জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সভাপতি, বিএফইউজে	”
(২৭) জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, কলামিস্ট ও প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত	”

বেসরকারি খাতঃ

(২৮) সভাপতি, এফবিসিসিআই	”
(২৯) সভাপতি, এমসিসিআই	”
(৩০) সভাপতি, বিজিএমইএ	”

সরকারি কর্মকর্তাঃ

(৩১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব	”
(৩২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	”
(৩৩) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	”
(৩৪) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	”
(৩৫) সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	”
(৩৬) সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	”
(৩৭) সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	”
(৩৮) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ	”
(৩৯) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	”
(৪০) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	”
(৪১) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	”
(৪২) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	”
(৪৩) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	”
(৪৪) সচিব, অর্থ বিভাগ	”
(৪৫) রেক্টর, বিপিএটিসি	”
(৪৬) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	”
(৪৭) সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়	”
(৪৮) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	”
(৪৯) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	”

২। **পরিষদের কার্যপরিধিঃ**

(ক) মন্ত্রিসভা-বৈঠক কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

(খ) রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা এবং সে আলোকে প্রয়োজনীয় দিক্-নির্দেশনা প্রদান;

(গ) জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;

(ঘ) প্রয়োজনবোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংশোধন সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান; এবং

(ঙ) সরকার প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

৩। পরিষদ এই উদ্দেশ্যে গঠিত নির্বাহী কমিটির সহায়তায় দায়িত্ব সম্পাদন করিবে।

৪। পরিষদ বছরে অন্তত দু'বার বৈঠকে মিলিত হইবে।

৫। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/ ২৭ নভেম্বর ২০১২

নং-০৪.২২১.০১৪.০০.০৩.০১৯.২০১০-২৮১ – রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নে দিক্-নির্দেশনা প্রদান এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদকে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে উক্ত পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠন করিয়াছেঃ

১.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা	”
৪.	চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন	”
৫.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	”
৬.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	”
৭.	কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল	”
৮.	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	”
৯.	সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	”
১০.	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	”
১১.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	”
১২.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	”
১৩.	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	”
১৪.	সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়	”
১৫.	মিজ আরমা দত্ত, নির্বাহী পরিচালক, প্রিপ ট্রাস্ট	”
১৬.	জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সভাপতি, বিএফইউজে	”
১৭.	সভাপতি, এফবিসিসিআই	”

২। কমিটির কার্যপরিধিঃ

নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদনে 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ'-কে সহায়তা প্রদানঃ

(ক) মন্ত্রিসভা-বৈঠক কর্তৃক অনুমোদিত 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

(খ) রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা এবং সে আলোকে প্রয়োজনীয় দিক্-নির্দেশনা প্রদান;

(গ) জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;

(ঘ) প্রয়োজনবোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংশোধন সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান; এবং

(ঙ) সরকার প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

৩। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোঃ নূরুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নং- ০৪.২২১.০১৪.০০.০৪.০১৯.২০১০-৪০০

তারিখ ২২ বৈশাখ ১৪২০ / ০৫ মে ২০১৩

অফিস আদেশ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হল:

নৈতিকতা কমিটি

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব	–সভাপতি
২. অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–সদস্য
৩. অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগ	–সদস্য
৪. অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ	_সদস্য
৫. অতিরিক্ত সচিব, কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ	– সদস্য
৬. যুগ্মসচিব, প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ	– সদস্য
৭. যুগ্মসচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ	– সদস্য
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	– সদস্য
৯. জেলা প্রশাসক, ঢাকা	– সদস্য
৮. উপসচিব, প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা	– সদস্য-সচিব

২। নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি:

ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এবং এর আওতাধীন মাঠ প্রশাসনে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;

খ) পরিলক্ষিত অন্তরায় দূরীকরণে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের ওপর ন্যস্ত থাকবে, তা নির্ধারণ;

ঘ) এ বিভাগে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ; এবং

ঙ) জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে এ বিভাগের শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

৩। কমিটির সদস্য সচিব এ বিভাগের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৪। নির্দেশক্রমে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬০২

নং- ০৪.২২১.০১৪.০০.০৪.০১৯.২০১০-৪০০

তারিখ ২২ বৈশাখ ১৪২০ / ০৫ মে ২০১৩

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

১। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৩। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৪। অতিরিক্ত সচিব, কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৫। যুগ্ম সচিব, প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৬। যুগ্ম সচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৭। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

৮। জেলা প্রশাসক, ঢাকা

৯। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

১০। সকল কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

(ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ চৈত্র ১৪২০/১৩ এপ্রিল ২০১৪

নম্বর-০৪.২২১.০১৪.০০.০৫.০১৯.২০১০.৫৬৪-জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভার (৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩) সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে ভূমি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি উপকমিটি গঠন করিয়াছে:

২। উপকমিটির গঠন:

১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সভাপতি
২.	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩.	সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪.	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	-	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর	-	সদস্য
৬.	অতিরিক্ত সচিব (শৃঙ্খলা ও আইন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৭.	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ	-	সদস্য
৮.	অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

৩। কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে ভূমি ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলি সমাধানের উপায় নির্ধারণ;

(খ) ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(গ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ভূমি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) এ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং নাগরিক সন্তুষ্টি পরিবীক্ষণ; এবং

(ঙ) ভূমি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচলিত সরকারি নীতি, আইন ও বিধি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনবোধে এগুলি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

৪। উপকমিটি তিন মাস পরপর সভায় মিলিত হইবে এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৫। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

এন এম জিয়াউল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ চৈত্র ১৪২০/১৩ এপ্রিল ২০১৪

নম্বর-০৪.২২১.০১৪.০০.০৫.০১৯.২০১০.৫৬৫-জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভার (৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩) সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি উপকমিটি গঠন করিয়াছে:

২। উপকমিটির গঠন:

১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সভাপতি
২.	সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
৩.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫.	তথ্য কমিশনের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬.	জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম	-	সদস্য
৭.	সভাপতি, বিএফইউজে	-	সদস্য
৮.	অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

৩। কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলি সমাধানের উপায় নির্ধারণ;

(খ) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(গ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) এ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং নাগরিক সন্তুষ্টি পরিবীক্ষণ; এবং

(ঙ) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচলিত সরকারি নীতি, আইন ও বিধি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনবোধে এগুলি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

৪। উপকমিটি দুই মাস পরপর সভায় মিলিত হইবে এবং প্রয়োজনে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৫। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

এন এম জিয়াউল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ চৈত্র ১৪২০/১৩ এপ্রিল ২০১৪

নম্বর-০৪.২২১.০১৪.০০.০৫.০১৯.২০১০.৫৬৬-জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভার (৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩) সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি উপকমিটি গঠন করিয়াছে:

২। উপকমিটির গঠন:

১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সভাপতি
২.	সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
৩.	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, বিএসটিআই	-	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	-	সদস্য
৭.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	-	সদস্য
৮.	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	-	সদস্য
৯.	যুগ্ম সচিব (জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
১০.	সভাপতি, এফবিসিসিআই	-	সদস্য
১১.	অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

৩। কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলি সমাধানের উপায় নির্ধারণ;

(খ) খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(গ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) এ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং নাগরিক সন্তুষ্টি পরিবীক্ষণ; এবং

(ঙ) খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতি, আইন ও বিধি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনবোধে এগুলি সংশোধনের জন্য যথাযথ সুপারিশ প্রদান।

৪। উপকমিটি তিন মাস পরপর সভায় মিলিত হইবে এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৫। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

এন এম জিয়াউল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.৭১৫ তারিখ ০৮ পৌষ ১৪২১ / ২২ ডিসেম্বর ২০১৪

পরিপত্র

বিষয়: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ পুনর্গঠন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ২২ জুন ২০১৪ তারিখে ০৪.২২১.০৮৫.০০.০১.০২৫.২০১০.৬১১ নম্বর স্মারকে গঠিত তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হইল:

১। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - আহ্বায়ক
২। অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য
৩। সচিব, তথ্য কমিশন - সদস্য
৪। যুগ্মসচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - সদস্য
৫। বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি - সদস্য
৬। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - সদস্য-সচিব

২। **ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর কর্মপরিধি:**

ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ;
খ) নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
ঘ) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ (proactive disclosure) কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

৩। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং উপর্যুক্ত কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে; এবং

৪। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন বিশেষজ্ঞ কিংবা এই কাজের সহিত সম্পৃক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৫। জনস্বার্থে এই পরিপত্র জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(ড. আবু শাহীন মো: আসাদুজ্জামান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৩৬০২
ই-মেইল: *asad6531@gmail.com*

বিতরণ:

১। ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩। অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
৪। সচিব, তথ্য কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা
৫। যুগ্মসচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, বিশ্বব্যাংক, ঢাকা কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা
৭। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৮। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর:- ০৪.২২১.০৮৫.০০.০১.০২৫.২০১০.৬১১ তারিখ ০৮ আষাঢ় ১৪২১ / ২২ জুন ২০১৪

পরিপত্র

বিষয়: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালার (Workshop on Formulation of Right to Information Implementation Plan) সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হইল:

১। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - আহ্বায়ক
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - সদস্য
৩। অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য
৪। সচিব, তথ্য কমিশন - সদস্য
৫। বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি - সদস্য
৬। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - সদস্য-সচিব

২। **ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর কর্মপরিধি:**

ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ;
খ) নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
ঘ) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ (proactive disclosure) কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

৩। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং উপর্যুক্ত কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে; এবং

৪। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন বিশেষজ্ঞ কিংবা এই কাজের সহিত সম্পৃক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৫। জনস্বার্থে এই পরিপত্র জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(ড. আবু শাহীন মো: আসাদুজ্জামান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৩৬০২
ই-মেইল: *asad6531@gmail.com*

বিতরণ:

১। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
৩। অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪। সচিব, তথ্য কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা;
৫। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, বিশ্বব্যাংক, ঢাকা কার্যালয়, ঢাকা;
৬। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
৭। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭ ভাদ্র ১৪২১/১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.৬৪৩-তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গঠিত তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক জেলায় নিম্নরূপ একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিয়াছে:

২। **কমিটির গঠন:**

১.	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার	-	সদস্য
৩.	সিভিল সার্জন	-	সদস্য
৪.	উপজেলা চেয়ারম্যান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	-	সদস্য
৬.	একজন অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৮.	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	-	সদস্য
৯.	সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব	-	সদস্য
১০.	সভাপতি, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন	-	সদস্য
১১.	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	-	সদস্য
১২.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১৩.	একজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১৪.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (সনাক অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১৫.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

৩। **কমিটির কার্যপরিধি:**

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন;

(ঘ) জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়; এবং

(ঙ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন এবং এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

৪। কমিটি প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং প্রয়োজনে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৫। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোঃ নজরুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
<u>মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ</u>

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ পৌষ ১৪২০/২২ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ০৪.৬১১.০০৬.০০.০২.০২.২০১৩-১৫২-ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনার (Istanbul Programme of Action-IPoA)-এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণের জন্য সরকার নিম্নরূপ একটি 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন করিয়াছে:

২। কমিটির গঠন:

(২৮)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সভাপতি
(২৯)	সিনিয়র সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩০)	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩১)	সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
(৩২)	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩৩)	সচিব, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ	-	সদস্য
(৩৪)	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	-	সদস্য
(৩৫)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩৬)	সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	-	সদস্য
(৩৭)	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	-	সদস্য
(৩৮)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩৯)	সচিব, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
(৪০)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪১)	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
(৪২)	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪৩)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪৪)	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	সদস্য
(৪৫)	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪৬)	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	-	সদস্য
(৪৭)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	-	সদস্য
(৪৮)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	-	সদস্য
(৪৯)	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫০)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫১)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫২)	সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ		সদস্য
(৫৩)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫৪)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

৩। কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) এলডিসি হইতে বাংলাদেশের উত্তরণ-পরিকল্পনা ও উত্তরণ-কৌশল প্রণয়ন এবং উত্তরণ-সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি নির্বাহের নিমিত্ত সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগের মধ্যে যথাযথ কর্মবণ্টন;

(খ) এলডিসির তিনটি নির্ণায়কের মানোন্নয়নকারী কর্মসূচিসমূহ সমন্বয়ের জন্য লিড মন্ত্রণালয়/বিভাগ নির্ধারণ;

(গ) এলডিসি হিসাবে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ও অর্জন (score) এবং লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অবস্থান চিহ্নিতকরণ;

(ঘ) এলডিসি হইতে বাংলাদেশের উত্তরণ-পর্যায়ে উপনীত হওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই;

(ঙ) কমিটির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ; এবং

(চ) সরকার প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

৪। কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্য সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।
৫। কমিটি বছরে অন্তত দুইবার বৈঠকে মিলিত হইবে।
৬। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ নূরুল করিম)
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ ১৪২১/১৪ মে ২০১৪

নম্বর-০৪.২২১.০২৪.০০.০০.০২১.২০১০.৫৮৯-ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি'র প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকার নিম্নরূপ একটি উপকমিটি গঠন করিয়াছে:

২। **উপকমিটির গঠন:**

১.	অতিরিক্ত সচিব, উইং-১ (আমেরিকা, ইইপি ও জাপান), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ -	সভাপতি
২.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ -	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), অর্থ বিভাগ -	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় -	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), শিক্ষা মন্ত্রণালয় -	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), বাণিজ্য মন্ত্রণালয় -	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় -	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় -	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ -	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ -	সদস্য
১৩.	যুগ্মসচিব (ইইপি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ -	সদস্য-সচিব

৩। **কমিটির কার্যপরিধি:**

ক) উপকমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করিবে;

খ) উপকমিটি ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাদেশের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে মূল কমিটির নিকট সুপারিশ/প্রস্তাব উপস্থাপন করিবে;

গ) উপকমিটি গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম সম্পর্কে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি-কে অবহিত করিবে;

ঘ) উপকমিটি প্রতি তিনমাস অন্তর সভায় মিলিত হইবে এবং প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৪। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
এন এম জিয়াউল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ ডিসেম্বর ২০১২/১৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৯

নং-০৪.২২১.০১৪.০০.০৩.০১৯.২০১০-২৮৬ — গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বিবেচনা করে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' অনুমোদন করেছে। এই দলিলটিতে রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চিহ্নিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আইনকানুন ও বিধিবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, তাদের পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা বিকাশের লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।

রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত কৌশলপত্রে বর্ণিত কর্মপরিকল্পনা এবং এতে বিধৃত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাঠামো অনুসারে জনপ্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে এবং চিহ্নিত পথরেখা অনুসরণে উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

১.	বাংলাদেশ একটি উদীয়মান, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র। এই জাতির লক্ষ্য ‘রূপকল্প ২০২১’-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী এক দশকে দেশটিতে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য থাকবে না। দেশে বিরাজ করবে সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ‘এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা’ হবে, ‘যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত’ হবে। সরকার বিশ্বাস করে যে, এই লক্ষ্য পূরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য-কর্তব্য, এবং সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য পরাকৌশল। ঐতিহ্যগতভাবে লব্ধ এবং বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রণীত আইনকানুন, বিধিবিধান ও পদ্ধতি সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। কিন্তু কেবল আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে নাগরিকগণ চরিত্রনিষ্ঠ হয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই একটি কৌশল-দলিল হিসাবে ‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.	২০০৮ সালের নির্বাচনে ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের নির্বাচনী ইশতেহারেও ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণের’ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছিল। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সরকার সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত তিন বছর নয় মাসে সরকার ১৮০ টি আইন ও ৩৩ টি কর্মকৌশল ও নীতি প্রণয়ন করেছে। দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম যেসব আইন প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ‘সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯’, ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’, ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯’, ‘সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯’, ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯’, ‘চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০’, ‘জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১’, ‘মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২’, ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২’, ‘প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২’, ইত্যাদি। এক্ষণে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়, এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় এসব আইনের প্রয়োগ ও কার্যকারিতার মূল্যায়ন প্রয়োজন, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সংযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। সেইসঙ্গে এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মধারা নির্ধারণও জরুরি হয়ে পড়েছে। এই শুদ্ধাচার কৌশলটি সে লক্ষ্যেই গৃহীত একটি উদ্যোগ । দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের ভবিষ্যৎ-কৌশল চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়নে এই কৌশল-দলিলটি সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩.	বাংলাদেশ জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-এর অনুসমর্থনকারী দেশ। দুর্নীতি নির্মূলের জন্য ‘ফৌজদারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে’ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই কনভেনশনে। বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং ‘রূপকল্প ২০২১’ এবং ‘পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১’-এও সমধর্মী কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দলিলে বিধৃত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ উল্লিখিত কনভেনশন ও পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্য অর্জনে প্রণীত একটি সমন্বিত কৌশল।

৪.	শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতে শুদ্ধাচারের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.	শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনই পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসাবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনটি অঙ্গে বিভক্ত – বিচার বিভাগ, আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগ। তারা স্বাধীন সত্তায় তাদের নিজস্ব কর্মবৃত্তে যথাক্রমে বিচারকার্য, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও নির্বাহীকার্য পরিচালনা করে। সংবিধান অনুযায়ী গঠিত আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন, নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্মকমিশন, ন্যায়পাল, যারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত এবং যারা বাজেট ও আর্থিক নিয়মাবলি অনুসরণ সাপেক্ষে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে তাদের কর্মসম্পাদন করে। অন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা আলাদা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট, এবং 'সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ' হিসাবে অভিহিত; যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, ইত্যাদি। সংবিধানে স্থানীয় শাসনের যে ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম ও শহরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের সকলের ভূমিকাকেই গুরুত্ব প্রদান জরুরি।

৬.	এই দলিলটিতে রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আইনকানুন ও বিধিবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, তাদের পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে তারা হল: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন, ২. জাতীয় সংসদ, ৩. বিচার বিভাগ, ৪. নির্বাচন কমিশন, ৫. অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, ৬. সরকারি কর্মকমিশন, ৭. মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ৮. ন্যায়পাল, ৯. দুর্নীতি দমন কমিশন, ১০. স্থানীয় সরকার এবং অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১. রাজনৈতিক দল, ২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ৩. এনজিও ও সুশীল সমাজ, ৪. পরিবার, ৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ৬. গণমাধ্যম। এই কৌশলটির রূপকল্প হল 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' – রাষ্ট্র এবং সমাজ হিসাবে এটিই বাংলাদেশের গন্তব্য; আর সেই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্রে ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে জরুরি কাজ। 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল হিসাবে বিবেচিত এবং সরকার গুরুত্বপূর্ণ একটি অবলম্বন হিসাবে এটি প্রণয়ন করছে।

৭.	উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। এগুলিতে পদ্ধতিগত সংস্কারও সাধন করা হচ্ছে। তবে বর্তমানে এসব কার্যক্রম ও সংস্কার-উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও এগুলির একটি সম্মিলিত রূপ প্রদানের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে – এই কৌশলটিতে সে উদ্যোগই নেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদের কৃত্য, কৃতি, বিবর্তন, বর্তমান অবস্থা ও তাদের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা কর্ম-পরিকল্পনা বিধৃত করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনায় বাস্তবায়নকাল হিসাবে স্বল্পমেয়াদ (এক বছরের মধ্যে), মধ্যমেয়াদ (তিন বছরের মধ্যে) এবং দীর্ঘমেয়াদ (পাঁচ বছরের মধ্যে) চিহ্নিত করা করা হয়েছে। এই দলিলটিকে নীতিগতভাবে একটি বিকাশমান দলিল হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে এবং এতে সময়ের বিবর্তনে এবং প্রয়োজনের নিরিখে নতুন সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানগুচ্ছের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ছকে কার্যক্রম (intervention) চিহ্নিত করা হয়েছে:

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী

৮.	মূলত জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই সরকার এই কৌশলটি বাস্তবায়ন করবে। কৌশলটিতে রাষ্ট্রের অন্য দু'টি অঙ্গ – বিচার বিভাগ ও আইনসভা, এবং সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্যও কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উচ্চ গুরুত্ব বিবেচনা করে এসব প্রতিষ্ঠান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিহ্নিত পথরেখা অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন এসব প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা ও সম্পদ সরবরাহ করবে। সুশীল সমাজ ও শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জনপ্রশাসন সহযোগিতা প্রদান করবে এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে। 'শুদ্ধাচার কৌশল'টি বাস্তবায়নের জন্য একটি 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্য, কয়েকজন আইনপ্রণেতা, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব, এনজিও ও সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। সুশীল সমাজ, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের সদস্যগণ পরিষদে সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। এই উপদেষ্টা পরিষদ বছরে অন্ততপক্ষে দু'বার সভায় মিলিত হবে এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করবে এবং এ সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। এই কৌশল-দলিলটির আওতায় চিহ্নিত কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকৃতভাবে বাস্তবায়িত হবে। এতে চিহ্নিত দায়িত্বপালনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাতে সহায়তা প্রদান করবে। প্রতি মন্ত্রণালয়/বিভাগে 'নৈতিকতা কমিটি' ও 'শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট' প্রতিষ্ঠা করা হবে। তারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি দমন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং পরিবীক্ষণ করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সচিবালয় হিসাবে কাজ করবে এবং সার্বিকভাবে সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচারকে স্বীকৃতি প্রদান ও উৎসাহিতকরণের জন্য 'শুদ্ধাচার পুরস্কার' প্রবর্তন করা হবে। সেই লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ, ব্যবসায় খাত ও সুশীল সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন, তাদের জন্য সরকার বার্ষিক পুরস্কার প্রবর্তন করবে।

৯.	এই কৌশলটির রূপকল্প (vision) হচ্ছে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। বাংলাদেশ ও তার সংগ্রামী মানুষের এটিই হল কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্র, তার প্রতিষ্ঠানসমূহে ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করবে তা-ই প্রত্যাশিত। শুদ্ধাচার কৌশলকে এ প্রত্যাশা পূরণের একটি অবলম্বন হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এই কৌশলটির অনুসরণ ও বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে জনগণ ও জাতির পিতার স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠায় কার্যকর অবদান রাখবে।

অধ্যায় ১

পটভূমি

১.১ ভূমিকা

(ক) বাংলাদেশ একটি উদীয়মান, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র। এই জাতির লক্ষ্য ‘রূপকল্প ২০২১’-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী এক দশকে দেশটিতে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য থাকবে না; দেশে বিরাজ করবে শান্তি, সুখ, সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ‘এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা’ হবে ‘যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত’ হবে।

(খ) রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ জনগণের মঙ্গল এবং জাতীয় জীবনের সর্বত্র উচ্চাদর্শ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে ‘জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণ’ এবং ‘জাতিসংঘের সনদ মেনে চলার’ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল মানবসত্তার সেই মর্যাদা এবং মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা সম্ভব। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সর্বজনীন এসব আদর্শের বাস্তবায়ন এবং সেইসঙ্গে সাংবিধানিক মৌলনীতি পালনে ন্যায়পরায়ণ, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট আছে। নির্বাচনে ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছে, ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ক্ষমতাবান লোকদের বছরওয়ারি সম্পদের বিবরণী দাখিল করতে হবে। ঘুষ, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ আদায়, চাঁদাবাজি এবং দুর্নীতি দূর করার জন্য কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যারা অনুপার্জিত ও কালো টাকার মালিক, যারা ব্যাংকের ঋণখেলাপি, টেন্ডারবাজ এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে পেশিশক্তি ব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের একাধিপত্য ভেঙে দেওয়া হবে।’ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের নির্বাচনী ইশতেহারেও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে।

১.২ শুদ্ধাচারের ধারণা

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতেও শুদ্ধাচারের এই অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্যই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিপর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রূপ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। বাংলাদেশের সমাজ বিভিন্ন খাত, যথা রাষ্ট্র, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজে বিভিন্ন আইনকানুন, নিয়মনীতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পালন ও লালন করে শুদ্ধাচার অনুশীলন করে চলেছে এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তাতে সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করছে।

১.৩ শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও নিয়মনীতি এবং গৃহীত পদক্ষেপ

(ক) বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ; এর নাগরিকবৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজও হবে দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী। ব্যক্তিমানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে এবং অনুসৃত হচ্ছে। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে গৃহীত আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় কতিপয় মূলনীতি নির্ধারিত হয়। সেই অনুযায়ী আমাদের প্রত্যয় হল:

১. মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিতকরণ (১০ অনুচ্ছেদ);

২. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ);

৩. মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ);

৪. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);

৫. নাগরিকের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);

৬. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);

৭. প্রত্যেকের যোগ্যতা বিবেচনা করে কর্মানুযায়ী পারিশ্রমিক নিশ্চিতকরণ (২০ অনুচ্ছেদ);

৮. কোন ব্যক্তিকে অনুপার্জিত আয় ভোগ থেকে অসমর্থকরণ (২০ অনুচ্ছেদ)।

এই সূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজে কার্যকরভাবে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা এবং সফলতার সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের একটি মূল নীতি।

(খ) যে কোনও ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ কিংবা সুযোগ ব্যবহারের উদ্যোগে দুর্নীতি সংঘটিত হতে পারে। সেজন্য দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান সুদূর অতীত থেকেই চালু রয়েছে। ১৮৬০ সালের Penal Code-এ দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান রয়েছে। ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি দমন আইন পাশ হয়। ২০০৪ সালের ৫ নম্বর আইনে 'দেশে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি ও অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান' প্রণীত হয়। এই আইনের আওতায় যেসব কার্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয় তা হল: '(খ) The Prevention of Corruption Act, 1947 (Act 11 of 1947)-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; (গ) The Penal Code 1860 (Act XLV of 1860)-এর sections 161-169, 217, 218, 408, 409 and 477A-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ;' এবং এসব অপরাধের সঙ্গে সংযুক্ত সহায়তাকারী ও ষড়যন্ত্রমূলক ও প্রচেষ্টামূলক অপরাধকার্য। সম্প্রতি প্রণীত 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২'-এর আওতাধীন অপরাধও দুর্নীতি হিসাবে বিবেচিত। সহজ বর্ণনায় এসব অপরাধ হল সরকারি কর্মচারীদের বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ; সরকারি কর্মচারীদের অসাধু উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য বকশিশ গ্রহণ; সরকারি কর্মচারী কর্তৃক বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ; কোনও মানুষের ক্ষতি সাধনার্থে সরকারি কর্মচারীদের আইন অমান্যকরণ; সরকারি কর্মচারীর বেআইনি ব্যবসা পরিচালনা; কাউকে সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমান্যকরণ, ভুল রেকর্ড ও লিপি প্রস্তুতকরণ; অসাধু উপায়ে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ; অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ; প্রতারণা; জালিয়াতি; সরকারি নথিপত্র ও রেজিস্টার, জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ; হিসাবপত্র বিকৃতকরণ, অর্থ পাচার, ইত্যাদি। অন্যবিধ আর্থিক দুর্নীতি, অনুপার্জিত সম্পত্তিলাভ ও ভোগ, অর্থসম্পত্তি পাচারের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য আয়কর আইনে কৃত অপরাধকেও দুর্নীতিমূলক অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। কেবল জনপ্রশাসনেই নয়, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ ও এনজিও-র দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে দুর্নীতি দমন আইন কার্যকর আছে। সরকার কর্তৃক অনুসৃত ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬' ও 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' অনুসৃত হয়। এনজিওদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য সরকার প্রণীত আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়। শিল্প, ব্যবসা-বণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আইনসমূহ প্রযোজ্য হয়। সামগ্রিকভাবে এই সকল আইনকানুন ও নিয়মনীতি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনে অবদান রাখে।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন, নতুন নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিরন্তর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রে ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করেছে। 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২'-এর সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১' প্রণয়ন করে দুর্নীতি সংঘটন সম্পর্কিত ঘটনার সংবাদদাতাদের সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে দুর্নীতি প্রতিরোধকে জোরদার করা হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাশ করে সরকার জনসাধারণ এবং গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রাপ্তির দাবি ও চাহিদা মেটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংসদের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন ও গণমানুষের কাছে এর কার্যক্রম প্রচার প্রসারের জন্য 'সংসদ টেলিভিশন' চালু করা হয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে একাধিপত্য রোধকল্পে ব্যবসায় 'প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে বিচারকার্যে শুদ্ধাচার অনুশীলনকে জোরদার করা হয়েছে। সরকার দুর্নীতির মামলাসমূহ পরিচালনাকে ত্বরান্বিত ও জোরদার করেছে; পৃথক 'প্রসিকিউশন উইং' প্রতিষ্ঠা করেছে। সরকারি কর্মকর্তাদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আয়কর প্রদান ও সম্পত্তির হিসাব প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতাকে জোরদার করার জন্য নিজস্ব কর্মকতা-কর্মচারী নিয়োগ ও আর্থিক স্বনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসনেও প্রভূত সংস্কার সাধিত হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদ্ধতিগত সংস্কার সাধন করেছে এবং নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাদের সংশোধন আনয়ন করেছে। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে (জুন, ২০১২) পাশকৃত ১৮০ টি আইনের মধ্যে উল্লিখিত আইনসমূহ ছাড়াও দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইন ও নীতি হল: 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯', 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯', 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯', 'আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১০', 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯', 'চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০', 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০', 'পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২', 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০, ইত্যাদি।

১.৪ শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের যৌক্তিক ভিত্তি

(ক) তত্ত্বগতভাবে বলা চলে যে, উল্লিখিত আইনকানুন ও প্রথা-পদ্ধতি এবং উন্নয়ন উদ্যোগ দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাবে এগুলির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন আইন ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনও এখানে বড় বাধা। রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। অতীতে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম এত বিশাল এবং বিপুল ছিল না; সম্প্রতি কেবল সরকারি খাতই নয়, এনজিও খাত ও বেসরকারি খাতেও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিপুল প্রসার ঘটেছে। এ সকল কর্মকাণ্ডে বিপুল পরিমাণ সম্পদের সংশ্লিষ্টতা ঘটছে এবং পূর্বেকার সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি এবং লোকবলের মাধ্যমে তাদের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কষ্টকর হয়ে পড়ছে; সরকারি-ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজনের দুর্নীতির সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি, সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কারণে লোকজনের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতাও বাড়ছে বলে প্রতীয়মান হয়। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করেছে; এরই সমন্বিত প্রচেষ্টা হিসাবে এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই শুদ্ধাচার কৌশলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে' দুর্নীতিকে উন্নয়নের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এর প্রতিকারমূলক উদ্যোগের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছিল। চলমান ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) সুশাসন ও দুর্নীতি দমনকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দলিলটিতে 'দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ' শিরোনামের উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ''সরকার দুর্নীতি সুরাহা করার গুরুত্ব স্বীকার করে এবং অধিকতর হারে 'ই-গভর্ন্যান্স' যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, 'সিটিজেন চার্টার' প্রণয়ন করে নাগরিকগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে, সরকারের

কর্মকাণ্ডকে অধিকতর স্বচ্ছ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রদানের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে দুর্নীতির সুযোগ হ্রাস করার লক্ষ্যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'' 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' দুর্নীতি দমনের উদ্যোগকে একটি আন্দোলন হিসাবে অভিহিত করে সরকারি কাজে 'জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা', 'স্বচ্ছ সংগ্রহ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা', 'নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধন', 'কার্যকর ন্যায়পাল' প্রতিষ্ঠা, এবং 'আইনশৃঙ্খলা' পদ্ধতির উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। দুর্নীতিবিরোধী এই আন্দোলন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উল্লিখিত পরিকল্পনাসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেইসঙ্গে একটি সমন্বিত ও সংহত পরাকৌশল অনুসরণ করা হলে দুর্নীতি দমন অধিকতর কার্যকর হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

(গ) সরকারি দপ্তর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অতি সহজে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ভূমি রেকর্ড, পুলিশের সাধারণ ডায়েরি, কারখানার মূল্য সংযোজনের হিসাব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা পরীক্ষার বিষয়, এ সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার দুর্নীতি উৎপাটন করতে সক্ষম। সরকার তাই মনে করে যে, সরকারি দপ্তরে অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম এবং অনেকে ক্ষেত্রে তা সম্ভব করে তুলেছে। সেজন্য সরকার ব্যাপকভাবে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুতায়িত করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

(ঘ) স্বাধীনতা লাভের গোড়া থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের গৃহীত সকল নীতি ও কনভেনশনের প্রতি অব্যাহতভাবে সমর্থন প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আছে যে, ' … আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা – এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি…।'। জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) জাতিসংঘের একটি উল্লেখযোগ্য কনভেনশন এবং বাংলাদেশ তা অনুসমর্থন করেছে। উল্লিখিত কনভেনশনটিতে দুর্নীতি নির্মূলের জন্য 'ফৌজদারি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে' সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কনভেনশনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র তার আইন-ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী কার্যকর এবং সমন্বিত দুর্নীতিবিরোধী নীতি প্রণয়ন করবে যা সমাজের অংশগ্রহণকে উন্নত করবে এবং আইনের শাসন, জনসম্পদ এবং জনসংযোগের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি-নীতির প্রতিফলন ঘটাবে।' (অনুচ্ছেদ ৫.১)। এই প্রেক্ষাপটে শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এ কনভেনশন বাস্তবায়নের বিষয়ে জাতিসংঘে প্রদত্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদনে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বিবিধ অভ্যন্তরীণ পদ্ধতিগত দুর্বলতার সুযোগেই দুর্নীতির প্রসার ঘটে।' পদ্ধতিগত সেসব দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধকে একটি কার্যকর ও গতিশীল আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৌশল-দলিল হিসাবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার উৎসাহিতকরণের ক্ষেত্রে অব্যাহত কার্যক্রমের প্রতিনিধিত্বমূলক দলিল হিসাবে সরকার এই 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করছে।

১.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা

(ক) সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতি নির্মূল ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্র আইনকানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, সমাজ তা প্রতিপালন করে; সেইসঙ্গে সমাজের নীতিচেতনা ও মূল্যবোধও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়। এই সম্পর্কের জটাজালে ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতা ও শুদ্ধতার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার যুক্তরূপ প্রতিষ্ঠানগত শুদ্ধাচার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠাও জরুরি। এই কৌশলটির চূড়ান্ত লক্ষ্য ব্যক্তিমানুষের শুদ্ধাচার, অন্য কথায় চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা; কিন্তু এর হাতিয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র, বেসরকারি ব্যবসা খাত ও সুশীল সমাজের যেসব প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে প্রতীয়মান হয়, তাদের উন্নয়ন বিবেচনা করা হয়েছে; শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-নীতির উন্নয়ন সাধন, ক্ষেত্রবিশেষে আইন ও পদ্ধতির পরিবর্তন এবং নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রবর্তন, লোকবলের দক্ষতার উন্নয়ন, এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে এ দলিলটিতে।

(খ) একজন মানুষের নৈতিকতা শিক্ষা শুরু হয় পরিবারে এবং শুদ্ধাচার অনুসরণের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তার পরের ধাপে আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; নৈতিক জীবন গড়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে শুদ্ধাচারের কৌশলে এগুলির ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। সরকারের নির্বাহী বিভাগের জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকারসমূহ সরকারি কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, এবং এগুলিতে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাই কৌশলটির মূল লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনটি অঙ্গে বিভক্ত – আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ। তারা স্বাধীন সত্তায় তাদের কর্মবৃত্তে যথাক্রমে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, নির্বাহীকার্য ও বিচারকার্য পরিচালনা করে। সংবিধান অনুযায়ী গঠিত আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন, নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সরকারি কর্মকমিশন, ন্যায়পাল বাজেট ও আর্থিক নিয়মাবলি পালন সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদনে ক্ষমতাবান। অন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা আলাদা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং 'সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ' হিসাবে অভিহিত। যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, ইত্যাদি। সংবিধানে স্থানীয় শাসনের যে ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম ও শহরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের সকলের ভূমিকাকেই বিবেচনা করা জরুরি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে তেমনই রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসাবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সার্বিক বিচারে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে:

(অ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
২. জাতীয় সংসদ
৩. বিচার বিভাগ
৪. নির্বাচন কমিশন
৫. অ্যাটর্নি জেনারেল
৬. সরকারি কর্মকমিশন
৭. মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
৮. ন্যায়পাল
৯. দুর্নীতি দমন কমিশন
১০. স্থানীয় সরকার

(আ) অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

১. রাজনৈতিক দল
২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
৩. এনজিও ও সুশীলসমাজ
৪. পরিবার
৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
৬. গণমাধ্যম

(গ) এই কৌশলটি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান দলিলপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে; বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সুশীল সমাজ ও নাগরিকগোষ্ঠীর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরামর্শসভা আয়োজন করে তাদের মতামত বিবেচনা করা হয়েছে; মাননীয় সংসদ সদস্য ও অন্যান্য অংশীজনের প্রদত্ত অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। জনমত যাচাইয়ের জন্য খসড়া কৌশলপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং তাতে প্রাপ্ত মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। কৌশলপত্রটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের লিখিত মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে। খসড়াটি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিসভা কর্তৃক গঠিত মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে দলিলটির কাঠামো ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেসব মতামত প্রকাশ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন তার আলোকে সার্বিকভাবে এই দলিলটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই কৌশলপত্রটি দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচারের চূড়ান্ত দলিল নয়; সময়ে সময়ে এটি পর্যালোচিত হবে এবং এর উন্নয়ন সাধন করা হবে – এই ধারণার আলোকেই এই দলিলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৬ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য (Vision and Mission)

রূপকল্প: সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

অভিলক্ষ্য: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

অধ্যায় ২

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল — রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

এই কৌশলপত্রটিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এর প্রেক্ষাপট ও চ্যালেঞ্জ বর্ণনা করা হয়েছে এবং লক্ষ্য, সুপারিশ ও কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদ প্রস্তাব করা হয়েছে: এ মেয়াদসমূহ যথাক্রমে এক বছর, তিন বছর এবং পাঁচ বছর।

২.১ নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন

২.১.১ প্রেক্ষাপট

(ক) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা, স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ ও অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, সংবিধিবদ্ধ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা নিয়ে নির্বাহী বিভাগ গঠিত। নির্বাহী বিভাগের বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে জনপ্রশাসন। সরকারি কর্মকাণ্ডের একটি বৃহৎ অংশ এই বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং শুদ্ধাচার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এই বিভাগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নির্বাহী বিভাগ রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গ, যেমন, আইনসভা ও বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য সাংবিধানিক সংস্থার স্বাধীনতা সুরক্ষা করে এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। শুদ্ধাচার পালনার্থে প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন, সংসদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং বিচার বিভাগের কাছে জবাবদিহির মাধ্যমে এই বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ শুদ্ধাচার পালন করেন।

(খ) জনপ্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ যাতে স্বচ্ছতা ও নিয়মনিষ্ঠা পালন করে এবং দলীয় প্রভাব ও হস্তক্ষেপের উর্ধ্বে থেকে নাগরিকদের সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর থেকে জনপ্রশাসনে প্রভূত সংস্কার সাধন করা হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ক্যাডার ও সার্ভিসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে; পরবর্তী পর্যায়ে জনপ্রশাসনকে উনত্রিশটি ক্যাডার সার্ভিসে বিন্যস্ত করা হয়েছে; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কৃতি মূল্যায়নে এবং পদোন্নতি প্রদানে নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, আর্থিক পারিতোষিক বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সংস্কার সাধন করা হয়েছে। জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রেই 'আচরণবিধি' ও 'সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীলবিধি' প্রযুক্ত হয়। সরকারি কর্মকর্তাগণকে বর্তমানে 'আয়কর আইনের' বিধান অনুসারে আয়কর ও সম্পদের হিসাব প্রদান করতে হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যপরিধি সম্পূর্ণ জনপ্রশাসনে ব্যাপ্ত। জনপ্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতির বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান পরিচালনা করে অভিযোগ দায়ের ও মামলা পরিচালনা করে। দুর্নীতির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি দমন বিষয়ক পাঠক্রম অনুসৃত হচ্ছে।

(গ) বর্তমান সরকারের আমলে জনপ্রশাসনের বিপুল কর্মযজ্ঞে দক্ষতা আনয়ন, দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রভূত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। বিগত সাড়ে তিন বছরে সরকার নিয়ম-নীতি, পদ্ধতি ও আইনকানুনের সংস্কার সাধন করে সুশাসনকে জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নতুন আইন প্রণয়ন, তাদের সংস্কার ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: বাজেট ও পরিকল্পনা খাতে 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন'; 'সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতাভুক্তকরণ'; 'কর্মকৃতিভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম' চালুকরণ; আর্থিক খাতে 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২' প্রণয়ন; 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন (সংশোধন) ২০১২' প্রণয়ন; 'সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৬' সংশোধন; শিক্ষা খাতে 'শিক্ষা নীতি' জারি; স্বাস্থ্য খাতে 'স্বাস্থ্য নীতি' জারি; শিল্পায়ন উদ্যোগের ক্ষেত্রে 'শিল্প নীতি ২০১০' অনুমোদন, 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' প্রণয়ন; জলবায়ু ও পরিবেশ খাতে 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০১০' জারি; ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'জাতীয় আইসিটি আইন, ২০০৯ ও আইসিটি নীতিমালা, ২০০৯' প্রণয়ন, সকল ধরনের সরকারি ক্রয়ের জন্য e-procurement ও e-monitoring ব্যবস্থা চালুকরণ; নারী ও শিশুকল্যাণ খাতে 'জাতীয় শিশুশ্রম নীতি, ২০১০' জারি; সুশাসনের ক্ষেত্রে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণয়ন; 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১' প্রণয়ন; 'সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১' প্রণয়ন; 'মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২' প্রণয়ন; 'নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০১০' প্রণয়ন; 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯' প্রণয়ন, ইত্যাদি। এসব আইন ও ব্যবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখছে।

(ঘ) নীতি বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং তাদের দক্ষতার উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনপ্রশাসনকে অধিকতর স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব অধিকতর নিবিড়ভাবে মনিটর করা প্রয়োজন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মমূল্যায়ন, পদোন্নতি প্রদান, কর্মজীবন সোপানের অগ্রগতি সাধন, প্রণোদনা প্রদানে অধিকতর সুষ্ঠুতা আনয়ন এবং পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের সঙ্গে এগুলির সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। জনপ্রশাসনে আইনকানুন, বিধিবিধানে পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করে একে অধিকতর যুগোপযোগী করে তোলার মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার নিশ্চিত করাও জরুরি। কিছু কিছু সমস্যা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে; যেমন, ভূমি মালিকানা ও অধিকারিত্বের ক্ষেত্রে আইনের দুর্বল প্রয়োগ, ভূমি ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি, ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার, ভেজাল খাবার ও পণ্যের প্রসার, ইত্যাদি। সুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে কঠোরভাবে আইন ও বিধিবিধান প্রয়োগ এবং নতুন কিছু আইন ও নীতি প্রণয়ন জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

২.১.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন;
- উন্নততর দায়বদ্ধতাসহ কর্মসম্পাদনে পাবলিক সার্ভিসের অধিকতর স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ;
- প্রশাসনিক কর্মপ্রক্রিয়ায় অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকারিতা আনয়ন;
- নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি, বদলি ও প্রণোদনামূলক পারিতোষিকের সঙ্গে সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়নের সংযোগ সাধন;
- অন্যান্য খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও সুবিধা-কাঠামো প্রতিষ্ঠা;
- বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে সুযোগের অধিকতর সামঞ্জস্য বিধান করে পাবলিক সার্ভিসের সামগ্রিক সংস্কার সাধন;
- সুস্পষ্টভাবে বিধৃত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি (যেমন, আইন প্রয়োগ ও তদন্ত) নিশ্চিত করে অধিকতর নাগরিকবান্ধব আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গড়ে তোলা;
- জনপ্রশাসনে (বিশেষত পদোন্নতি, বদলি, বৈদেশিক নিয়োগ, ইত্যাদিতে) দৃষ্টিগ্রাহ্য নিরপেক্ষতা অবলম্বনে অধিকতর মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

২.১.৩ লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ

লক্ষ্য

জনগণের চাহিদা ও দাবির প্রতি দ্রুত সাড়া দানে সক্ষম, এবং জনগণ ও সংসদের নিকট দায়বদ্ধ, স্বচ্ছ নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদানের ব্যবস্থা করা;

২. বেআইনি কাজ ও অসদাচরণ সম্পর্কে তথ্য-প্রদানকারী ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য ‘জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন’ বাস্তবায়ন;

৩. পাবলিক সার্ভিসে grievance redress system-এর আওতায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন;

৪. একটি আধুনিক বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থার প্রবর্তন;

৫. প্রতি বছর নিয়মিতভাবে শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. পাবলিক সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্য সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন;

২. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা’ প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দায়বদ্ধ, যোগ্য ও দ্রুত সাড়াদান-সক্ষম নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা;

৩. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

৪. জ্যেষ্ঠতা, কৃতি, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি পদ্ধতি প্রবর্তন;

৫. সরকারি সেবায় কার্যকারিতা আনয়ন ও গণমানুষের কাছে তা দ্রুত ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তন ও তার প্রসার;

৬. সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে এগুলির সমন্বয় সাধন।

২.১.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন	সিভিল সার্ভিস আইন প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
২.	‘কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা’ প্রণয়ন	কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত ও অনুসৃত; পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা ও যৌক্তিক নীতিমালা অনুসৃত	মধ্যমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩.	অংশগ্রহণমূলক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন	নতুনভাবে গৃহীত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসৃত	স্বল্পমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
৪.	বিধানানুসারে আয় ও সম্পদের বিবরণ নিয়মিতভাবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে জমাদান	জমাকৃত বিবরণী-প্রতিবেদন	স্বল্পমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
৫.	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উন্নততর বেতন ও সুবিধাদি প্রদান	স্থায়ী বেতন ও সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠিত	দীর্ঘমেয়াদে	অর্থ বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬.	ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা	ক) সকল মন্ত্রণালয়ে/ বিভাগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রচলন এবং ব্যবহার; (খ) ই-গভর্ন্যান্স-এর মাধ্যমে লব্ধ সরকারি সেবার সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি	স্বল্পমেয়াদে	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৭.	অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন	সরকারি দপ্তরসমূহে অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ‘ফোকাল পয়েন্ট’ নির্ধারিত এবং জনসাধারণ সে সম্পর্কে অবহিত	স্বল্পমেয়াদে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
৮.	মন্ত্রণালয়সমূহের গুচ্ছ (cluster) গঠন	গুচ্ছ গঠিত ও গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	দীর্ঘমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সকল মন্ত্রণালয়
৯.	'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ প্রণয়ন'	গেজেটে আইন প্রকাশিত	বাস্তবায়িত	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১০.	মামলা তদন্তে পৃথক তদন্ত বিভাগ প্রবর্তন করা	গেজেটে আইন প্রকাশিত	স্বল্পমেয়াদে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ
১১.	ভূমি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ভূমি ব্যবস্থায় 'ডিজিটাইজড্' পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।	মধ্যমেয়াদে	ভূমি মন্ত্রণালয়	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১২.	কঠোরভাবে খাদ্য ও পণ্যের ভেজাল প্রতিরোধ	ভেজাল প্রতিরোধ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	বিএসটিআই	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২.২ জাতীয় সংসদ

২.২.১ প্রেক্ষাপট

(ক) স্বাধীনতার পর হতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত, উভয় প্রকার সরকার প্রত্যক্ষ করেছে। ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার চালু আছে এবং ২০০৯ সাল থেকে নবম সংসদ কার্যকর 'দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান' হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। এই সংসদের প্রথম অধিবেশনেই নির্ধারিত সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে এবং সেগুলিতে সরকার ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যগণের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। কমিটিসমূহের সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং আলোচিত বিষয় সম্পর্কে সর্বসাধারণকে নিয়মিতভাবে অবহিত করা হয়।

(খ) জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে অব্যাহতভাবে আইন প্রণয়ন, নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম তদারকি, তত্ত্বাবধান ও প্রতিনিধিত্বমূলক কার্য সম্পাদন করছে। সংসদ সদস্যগণ সক্রিয়ভাবে আইনপ্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন এবং সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সরকারের 'বার্ষিক আর্থিক হিসাব' ও 'নির্দিষ্টকরণ হিসাব' এবং তৎসম্পর্কিত মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট ও তৎপ্রণীত অন্যান্য রিপোর্ট পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করছেন। স্বাধীনভাবে নির্বাহী বিভাগের ভূমিকা পর্যালোচনা, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যসম্পাদন, সংক্রিয়ভাবে প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা এবং অন্যান্য কার্যের মাধ্যমে সংসদ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবৃন্দের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করছে। সংসদীয় কমিটিসমূহ এখন অধিকতর তৎপর হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা মাঠপর্যায়েও বৈঠক করছে। সংসদ সদস্যগণের এবং স্থায়ী কমিটিসমূহের সাচিবিক চাহিদা পূরণে জাতীয় সংসদ সচিবালয় অধিকতর সক্ষমতা অর্জন করেছে। সংসদ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে সংসদের অধিবেশনসমূহ 'সংসদ টেলিভিশন'-এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। জাতীয় সংসদ ও সংসদ সচিবালয়ের সকল কার্যক্রমকে ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনয়নের মাধ্যমে 'ডিজিটাল পার্লামেন্ট' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) সর্ববিষয়ে সরকারি ও বিরোধীদলীয় সদস্যগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কেবল জাতীয় সংসদ 'দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান' হিসাবে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে। বর্তমানে (২০১২ সালে) প্রধান বিরোধীদলের সংসদ সদস্যগণ কমিটি-কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলেও নিয়মিত অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রয়েছেন। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালনার্থে নিয়মিত অধিবেশনে সকল দলের সংসদ সদস্যগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২.২.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- জাতীয় সংসদ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে উন্নততর দায়বদ্ধতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের উন্নততর তত্ত্বাবধানকার্য সম্পাদন;
- কার্যকর 'ফাইন্যানশিয়াল ওভারসাইট কমিটি' (সরকারি হিসাব কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি) গঠন, তাদের পরিবীক্ষণ ও তদারকি কার্য সম্পাদন;
- সংসদের নিয়মিত অধিবেশনে বিরোধীদলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহকে উন্নততর লজিস্টিক সহায়তা প্রদান।

২.২.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির (oversight) মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. কার্যপ্রণালী-বিধির আওতায় প্রশ্নোত্তরপর্বে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবৃন্দ এবং বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের জন্য যৌক্তিক সময় নিশ্চিতকরণ;

২. সংসদ সদস্যবর্গ ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের (ক) আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, (খ) সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যনির্বাহ, ও (গ) বাজেট প্রক্রিয়ায় সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৩. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সরকারের 'বার্ষিক আর্থিক হিসাব' ও সরকারের 'নির্দিষ্টকরণ হিসাব' তৎসম্পর্কিত মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট ও তৎপ্রণীত অন্যান্য রিপোর্ট পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান জোরদারকরণ;

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সংসদের অধিবেশনে বিরোধীদলের নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

২. সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বিভিন্ন দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠনের রীতি অব্যাহত রাখা;

৩. প্রণীতব্য আইন কার্যকরভাবে পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকল্পে সংসদ কর্তৃক স্থায়ী কমিটিসমূহকে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত প্রদান নিশ্চিতকরণ; সেইসঙ্গে কার্যপ্রণালি বিধির আওতায় বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে কমিটিসমূহকে শক্তিশালীকরণ;

৪. জাতীয় সংসদকে অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর করার জন্য যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান।

২.২.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	সংবিধান ও কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিরোধীদলসমূহের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠন অব্যাহত রাখা	ভবিষ্যৎ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনে সকল সংসদীয় কমিটি গঠন সম্পন্ন করা	সংসদের প্রথম অধিবেশন চলাকালে	স্পীকার; সংসদ নেতা	রাজনৈতিক দলসমূহের সংসদ নেতা; সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা
২.	বিরোধীদলীয় সদস্যগণের সংসদের অধিবেশনে নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ	সংসদ অধিবেশনে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যগণের নিয়মিত অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনি সংস্কার সাধিত; নিয়মিত উপস্থিতির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত	চলমান ও দীর্ঘমেয়াদে	স্পীকার; সংসদ নেতা	সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা
৩.	প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রীগণের প্রশ্নোত্তরপর্বে কার্যপ্রণালি-বিধির আওতায় বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যসহ সকল সদস্যের জন্য যৌক্তিক সময় বরাদ্দকরণ	প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রীগণের প্রশ্নোত্তরপর্বে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যগণের বর্ধিত হারে অংশগ্রহণ	চলমান	স্পীকার	মন্ত্রীবৃন্দ
৪.	সংসদ সদস্যগণের সম্পদের বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা প্রবর্তন	সংসদের প্রথম অধিবেশনে সম্পদ-বিবরণী সংক্রান্ত তথ্য সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত	দীর্ঘমেয়াদে	স্পীকার	সংসদ সদস্যবৃন্দ; সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলীয় নেতৃবৃন্দ
৫.	সংবিধান ও কার্যপ্রণালি-বিধিতে নির্ধারিত দায়িত্বের ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে সরকারি হিসাব কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠান	অব্যাহতভাবে অনুসৃত	চলমান; সকল অধিবেশন	সরকারি হিসাব কমিটি	
৬.	সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের নিয়মিত বৈঠক অব্যাহত রাখা	মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠান, সুপারিশ প্রদান ও অব্যাহত অনুসরণ	চলমান	স্থায়ী কমিটির সভাপতিবৃন্দ	স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
৭.	বাজেট প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ এবং 'ফাইন্যানশিয়াল ওভারসাইট' কমিটিসমূহের বৈঠক অনুষ্ঠানের বিষয়ে সংসদ সদস্যবৃন্দ ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	সংসদ সচিবালয়ের বাজেট পর্যবেক্ষণ ইউনিট চালু; সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজিত	চলমান	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	অর্থ বিভাগ; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
৮.	জনবল, সরঞ্জাম, অফিস সংস্থানের মাধ্যমে স্থায়ী কমিটিসমূহকে সহায়তা প্রদান	স্থায়ী কমিটিসমূহের চাহিদা অনুযায়ী জনবল, সরঞ্জাম ও অফিস প্রাপ্তি	চলমান	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ
৯.	জাতীয় সংসদ ও সংসদীয় কার্যপদ্ধতিতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার	ই-সংসদ প্রবর্তিত; সকল আইন, বিধি, নীতি এবং সার্কুলার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ও আর্কাইভে সংরক্ষিত	চলমান	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; অর্থ বিভাগ
১০	জনগণের প্রতি সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে তাঁদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রতিপালন	জাতীয় সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি প্রণীত ও নিয়মিতভাবে প্রতিপালিত	দীর্ঘমেয়াদে	জাতীয় সংসদ	
১১.	জাতীয় সংসদের পিটিশন কমিটিকে অধিকতর কার্যকর করা	পিটিশন কমিটির বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত	চলমান	জাতীয় সংসদ	

২.৩ বিচার বিভাগ

২.৩.১ প্রেক্ষাপট:

(ক) আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং সেইসঙ্গে অধস্তন আদালতসমূহ ও প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নিয়োগদান করেন এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শক্রমে আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগের অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করেন; রাষ্ট্রপতি অধস্তন আদালতের জন্য প্রণীত বিধি অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় পদ বা বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পদেও নিয়োগদান করেন। বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে। সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, 'এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।' আইনসভা কর্তৃক প্রণীত এবং বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখা বিচার বিভাগের দায়িত্ব।

(খ)	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই বিভাগের বিন্যাস ও কর্মপরিধিতে প্রভূত পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর ‘জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি’-কে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাহী বিভাগ হতে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ অনুযায়ী সংবিধানের ১১৬ক অনুচ্ছেদবলে ‘বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্যে স্বাধীন থাকিবেন’ মর্মে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাঁদের ‘নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান’ রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্য ও গুরুতর অসদাচরণের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের অপসারণ সুপারিশ করার জন্য সংবিধানে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা আছে।

(গ)	বাংলাদেশের একজন প্রধান বিচারপতি তাঁর সম্পদের হিসাব জমা দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; এর অনুসরণ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রভূত সহায়ক হতে পারে। বিচারকগণের সুষ্ঠু নিয়োগ, বিচারিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন এবং সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রারের দপ্তর অধিকতর শক্তিশালীকরণ, বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে প্রতীয়মান হয়। মামলা-মোকদ্দমার জট নিরসনও অত্যন্ত জরুরি।

২.৩.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি প্রবর্তন;
- বিচার বিভাগের অধিকতর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন;
- বিচারকগণের দায়বদ্ধতা অধিকতর দৃশ্যমান করা;
- নতুন বিষয়ে প্রণীত আইনের ক্ষেত্রে (যেমন, ‘মানি লন্ডারিং’) উন্নততর তথ্য-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- বিচার বিভাগ সম্পর্কে জনগণের ধারণা উজ্জ্বলতর করা;
- বিচারক-মামলা অনুপাতের উন্নয়ন সাধন;
- যৌক্তিক সময়ে মামলার নিষ্পত্তি।

২.৩.৩ লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ

লক্ষ্য

রাষ্ট্রের একটি স্বাধীন, কার্যকর ও নিরপেক্ষ অঙ্গ হিসাবে বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা লাভ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. জুডিশিয়াল কর্মকর্তাদের আচরণবিধির যথাযথ বাস্তবায়ন;
২. সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রারের কার্যালয়কে শক্তিশালীকরণ।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন;
২. নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসারে বিধি প্রণয়ন এবং যোগ্যতার মানদণ্ডের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;
৩. বিচারিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্স, সরঞ্জাম ও লোকবল প্রদান;
৪. অব্যাহতভাবে বিচারকগণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের আয়োজন করা;
৫. মামলার জট হ্রাসকরণ;
৬. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ।

২.৩.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্যে মনোনয়নের জন্য আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন	আইন/বিধিমালা/ নীতিমালা প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	সুপ্রীম কোর্ট
২.	বিধানানুসারে বৎসরান্তে বিচারক ও কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব-বিবরণী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদান	সম্পদের হিসাব-বিবরণী জমাদান এবং তৎসম্পর্কিত প্রতিবেদন	মধ্যমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	সুপ্রীম কোর্ট
৩.	সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ফলপ্রসূ কার্যনির্বাহের জন্য পদ্ধতি, নীতি ও কার্যপ্রণালি প্রণয়ন ও তাদের বাস্তবায়ন	সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পদ্ধতি, নীতি, কার্যপ্রণালি প্রণীত	স্বল্পমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	সুপ্রীম কোর্ট
৪.	বিচারকগণের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট শক্তিশালীকরণ	প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিবেদন	স্বল্পমেয়াদে ও অব্যাহতভাবে	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট; আইন ও বিচার বিভাগ	সুপ্রীম কোর্ট; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ
৫.	প্রয়োজনের নিরিখে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ	বিচারক ও মামলার অনুপাতের উন্নয়ন	দীর্ঘমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ; জুডিশিয়াল কমিশন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ
৬.	রেজিস্ট্রারের কার্যালয়কে শক্তিশালীকরণ	রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের সেবা-মানের উন্নয়ন	স্বল্পমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ
৭.	দেওয়ানি মামলার সময়সীমা নির্ধারণ	দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তিতে সময়সীমা হ্রাসপ্রাপ্ত	দীর্ঘমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	
৮.	আদালত অবমাননার সংজ্ঞা নির্ধারণ	আদালত অবমাননার সংজ্ঞা নির্ধারিত	মধ্যমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	
৯.	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি	চলমান ও অব্যাহতভাবে	আইন ও বিচার বিভাগ	

২.৪ নির্বাচন কমিশন

২.৪.১ প্রেক্ষাপট

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক গঠিত এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য চারজন কমিশনার নিয়ে বর্তমানে নির্বাচন কমিশন সংবিধান-নির্দেশিত নির্বাচন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করার দায়িত্ব পালন করছেন। 'অনুসন্ধান পদ্ধতি' অনুসরণান্তে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত প্যানেল হতে তিনি প্রধান ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করেছেন। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের 'দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা' নিশ্চিতকরণে 'নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনা করে। কমিশন সচিবালয়কে কমিশনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে, কমিশনের খাতে এবং নিয়ন্ত্রণে আলাদা বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনকে সক্ষম করার লক্ষ্যে একাধিক আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(খ) নির্বাচন কমিশন নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়নের মাধ্যমে সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বিত করেছে। কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়ন, অধিক সংখ্যক লোকবলের নিয়োগ ও সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

(গ) সংবিধানের ১১৮ ও ১১৯ অনুচ্ছেদের বলে নির্বাচন কমিশন নিয়োগের বিষয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২.৪.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ:

- সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন;
- নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা;
- বিদ্যমান নির্বাচন আইন ও বিধিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগ;
- সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা;
- নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা;
- নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি।

২.৪.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

অবাধ, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম সম্পূর্ণ স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর রাখা।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
২. নির্বাচন ব্যবস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৩. যথাযথ চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং নির্বাচন কমিশন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটকে শক্তিশালী করা;
৪. উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে কমিশনের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ সাধন।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. কমিশনারগণের নিয়োগ এবং তাঁদের সুবিধা বিষয়ক আইন/ বিধিমালা/ নীতিমালার সংস্কার সাধন;
২. নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদন;
৩. উন্নততর নির্বাচনী সংস্কৃতি চর্চা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি;
৪. নির্বাচনী বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার।

২.৪.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	কমিশনারগণের নিয়োগ ও সুবিধাদি সম্পর্কে খসড়া আইন/ বিধিমালা/ নীতিমালা প্রণয়ন	সংসদে বিবেচনার জন্য আইন-প্রস্তাব উপস্থাপিত	মধ্যমেয়াদে	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২.	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ	সরকারের বিবেচনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো উপস্থাপিত	মধ্যমেয়াদে	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩.	সকল উপজেলা ও জেলা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সক্রিয় সার্ভার স্টেশন, ডাটাবেইজ ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার এবং ঢাকায় ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ	সকল উপজেলা ও জেলা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সক্রিয় সার্ভার স্টেশন, ডাটাবেইজ ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার এবং ঢাকায় ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ	স্বল্পমেয়াদে	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪.	নির্বাচন কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাসহ কমিশনের সকল কর্মকর্তা নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত	চলমান	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৫.	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা ও সুসজ্জিতকরণ	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক; প্রশিক্ষণ সামগ্রীর লভ্যতা নিশ্চিত	স্বল্পমেয়াদে	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬.	নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আইন সংশোধন; নির্বাচনী ট্রাইবুনালের সক্ষমতা বৃদ্ধি	নির্বাচনী বিরোধ দ্রুততর সময়ে নিষ্পন্ন	মধ্যমেয়াদে	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭.	নির্বাচকমণ্ডলী, ভোটার ও ভোটপ্রার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা	উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী করণীয় সম্পর্কে অবহিত	স্বল্পমেয়াদে	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২.৫ অ্যাটর্নি জেনারেল

২.৫.১ প্রেক্ষাপট

(ক) অ্যাটর্নি জেনারেল একটি সাংবিধানিক পদ; এ পদের অধিকারী ব্যক্তি সরকারের মুখ্য আইন কর্মকর্তা। অ্যাটর্নি জেনারেল এবং তাঁর কার্যালয় রাষ্ট্রের স্বার্থ ও আইন সমুন্নত রাখার জন্য বিচার বিভাগকে সহায়তা দান করেন। অ্যাটর্নি জেনারেল বিভিন্ন মোকদ্দমায় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাঁর কাছে প্রেরিত বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করেন। বর্তমানে 'বাংলাদেশ আইন কর্মকর্তা আদেশ, ১৯৭২' অনুসরণে রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগদান করেন। তাঁর চাকরির মেয়াদ রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল।

(খ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও গণমানুষের সুবিচার-প্রাপ্তি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি জেনারেল ও অন্যান্য আইন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাধীনভাবে এবং নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন অত্যন্ত জরুরি। অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য আইনজীবীগণকে সুপ্রীম অ্যাডিশনাল, ডেপুটি ও অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে এবং জেলাপর্যায়ে পাবলিক প্রসিকিউটর এবং সরকারি উকিল হিসাবে নিয়োগদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় আইন/বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২.৫.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং নিরপেক্ষ, দক্ষ ও 'টেনিউরভিত্তিক' পেশাদার আইন কর্মকর্তা নিয়োগ;
- অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের প্রতি উন্নততর বিশ্বাস ও আস্থার মনোভাব সৃষ্টি;
- দুর্নীতি ও 'মানি লন্ডারিং'-এর মামলায় প্রতিনিধিত্বের জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন;
- দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

২.৫.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

সংবিধান ও দেশের বিচার ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখার জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়কে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা।

স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সুপারিশ

১. আইন কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. আইন কর্মকর্তাগণের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ।

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. রাষ্ট্রস্বার্থ রক্ষার জন্য সুস্পষ্ট কার্যপরিধিসহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ; অ্যাটর্নি জেনারেল ও অন্যান্য আইন কর্মকর্তার নিয়োগ ও সুবিধার বিষয়ে আইন/বিধিমালা প্রণয়ন;

২. দেওয়ানি, রীট ও ফৌজদারি শাখার মত বিশেষায়িত ইউনিট স্থাপনপূর্বক অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় পুনর্গঠন;

৩. দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

২.৫.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	বিশেষায়িত ইউনিট (রীট, দেওয়ানি, ফৌজদারি) সৃষ্টির জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের পুনর্গঠন	রীট. দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার জন্য পৃথক পৃথক ইউনিট গঠিত	মধ্যমেয়াদে	অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়	আইন ও বিচার বিভাগ
২.	অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইন প্রণয়ন	অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইন প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়; আইন ও বিচার বিভাগ
৩.	অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য (পাঁচ বছর) অ্যাটর্নি অ্যাডিশনাল, ডেপুটি ও অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেলদের নিয়োগ প্রদান	প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইন অনুসরণে নিয়োগদান	মধ্যমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	
৪.	আইন কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উন্নততর দক্ষতাসম্পন্ন আইন কর্মকর্তা	স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে	অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়; আইন ও বিচার বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট
৫.	দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি	অধিক সংখ্যক দরিদ্র মানুষের আইনি সহায়তা লাভ	স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে	অ্যাটর্নি জেনারেল; আইন ও বিচার বিভাগ	অর্থ বিভাগ

২.৬ সরকারি কর্মকমিশন

২.৬.১ প্রেক্ষাপট

(ক) সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকারি কর্মকমিশন ‘প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা’ করে, এবং ‘রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান’ করে। রাষ্ট্রপতি কমিশনের সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যকে নিয়োগদান করেন, যাঁরা স্বাধীনভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন।

(খ) বর্তমান কমিশন পরীক্ষা পদ্ধতিতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করেছে, ‘সিভিল সার্ভিস (সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স, যোগ্যতা ও পরীক্ষা) বিধিমালা, ১৯৮২’-তে সংশোধন এনেছে; মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের সম্পাদক, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কর্পোরেট সংস্থার প্রধানদের সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞ বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকল্পে ‘কমিশন নিয়োগ বিধিমালা’ জারি করা হয়েছে। যোগ্য প্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কিছু সংস্কারও সাধন করা হয়েছে।

(গ) নিয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা পরিহার এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক সমীক্ষার ভিত্তিতে বিদ্যমান কোটা পদ্ধতিকে যৌক্তিকীকরণের একটি প্রস্তাব বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান ছাড়াও প্রজাতন্ত্রের কর্মে 'এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পদোন্নতি দান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা সম্পর্কিত অনুসরণীয় নীতিসমূহ' সম্পর্কে তাঁকে পরামর্শদান কমিশনের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে কর্ম কমিশনের ভূমিকাকে আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

২.৬.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত প্রশাসনসহ সরকারি কর্মকমিশনের অধিকতর স্বাধীনতা অর্জন;
- সরকারি কর্মকমিশনের অধিকতর বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন;
- অধিকতর স্বচ্ছ ও ত্রুটিহীন নিয়োগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা;
- প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির মানদণ্ড নির্ধারণ;
- কমিশনের পরীক্ষাসমূহে আধুনিক পরীক্ষা কর্মকৌশলাদি অনুসরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কমিশন সচিবালয়ের উন্নততর সক্ষমতা অর্জন;
- কমিশনের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি পদ্ধতির উন্নতি সাধন;
- প্রতি বছর নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে কর্মকর্তা নিয়োগ।

২.৬.৩ লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ

লক্ষ্য

উপযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ সুপারিশ করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনের একটি কার্যকর, আধুনিক ও পেশাদার প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. আধুনিক নিয়োগ প্রক্রিয়া বিষয়ে সরকারি কর্মকমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. মেধাভিত্তিতে অধিকতর নিয়োগ ও কোটা পদ্ধতি যৌক্তিকীকরণ;

২. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত মানদণ্ড নির্ধারণ ও তা বস্তবায়নের মাধ্যমে পদোন্নতি সুপারিশকরণ;

৩. সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণের নিয়োগের মানদণ্ড ও প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনা এবং অধিকতর স্বচ্ছ মনোনয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ;

৪. তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক মনোনয়ন পদ্ধতি প্রবর্তন (আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, প্রাথমিক ও লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান)।

৫. মৌখিক পরীক্ষায় স্বচ্ছতা ও বস্তুনিষ্ঠতা আনয়নের লক্ষ্যে ম্যানুয়েল প্রণয়ন;

৬. সাংবিধানিক অবস্থানের আলোকে কমিশনের ব্যবস্থাপনাগত ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও কমিশনের সচিবালয়কে শক্তিশালীকরণ;

৭. কমিশনের কর্মকাণ্ড একাধিক কমিশনের মধ্যে বিভাজনের মাধ্যমে প্রার্থী যাচাইকার্যে সুষ্ঠুতা ও দ্রুততা আনয়ন।

২.৬.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণের মনোনয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও তদনুসারে কমিশনের সভাপতি ও অন্য সদস্যগণের মনোনয়ন প্রদান	সভাপতি ও সদস্যগণের মনোনয়ন নীতিমালা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত	মধ্যমেয়াদে	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	সরকারি কর্ম কমিশন
২.	তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন	নয় থেকে বারো মাসের মধ্যে পাবলিক পরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পন্ন	মধ্যমেয়াদে	সরকারি কর্ম কমিশন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩.	সুনির্দিষ্ট মান অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন ও অনুসরণ	মৌখিক পরীক্ষার নম্বর প্রদানে প্রমিত মান অর্জন	মধ্যমেয়াদে	সরকারি কর্ম কমিশন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৪.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির মানদন্ড নির্ধারণ ও এর বাস্তবায়ন	কর্মকমিশন কর্তৃক পদোন্নতির মানদণ্ড নির্ধারিত এবং বাস্তবায়িত	মধ্যমেয়াদে	সরকারি কর্ম কমিশন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৫.	কোটা পদ্ধতির যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে মেধা কোটা বৃদ্ধি	মেধাভিত্তিতে অধিকতর সংখ্যক মনোনয়ন লাভ	ধাপে ধাপে ও দীর্ঘমেয়াদে	সরকারি কর্ম কমিশন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৬.	সরকারি কর্মকমিশনের আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন	সরকারি কর্মকমিশনের নির্ধারিত সুবিধাদি ও বাজেট লাভ এবং নিজস্ব কর্মকান্ড পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জন	স্বল্পমেয়াদে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সরকারি কর্ম কমিশন
৭.	সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক আধুনিক নিয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান	চাহিদা নিরূপণ সম্পন্ন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	স্বল্পমেয়াদে	সরকারি কর্ম কমিশন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৮.	একাধিক কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা	একাধিক কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠিত	দীর্ঘমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সরকারি কর্মকমিশন

২.৭ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

২.৭.১ প্রেক্ষাপট

(ক) বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ (৫০% সরকারি শেয়ার বা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও এতে অন্তর্ভুক্ত) ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করেন এবং অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট রিপোর্ট প্রদান করেন। কর্মবৃত্তের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় রাষ্ট্রের 'ওয়াচডগ' হিসাবে কাজ করে।

(খ) মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সম্পাদিত উল্লিখিত রিপোর্টসমূহে বিধিবিধানের অনুসরণ, আর্থিক নিরীক্ষা এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে জনস্বার্থের সুরক্ষা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ উল্লেখ থাকে, যা পরবর্তী সময়ে সংসদে উপস্থাপন করা হয়। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এসব রিপোর্ট পর্যালোচনা করে নির্বাহী বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদান করে। 'ভ্যালু ফর মানি' নিরীক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের জন্য একটি পৃথক 'কৃতি নিরীক্ষা (performance audit) পরিদপ্তর' গঠিত হয়েছে। ২০০৯ সাল নাগাদ এ পরিদপ্তর উনিশটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে যার মধ্যে চারটি প্রতিবেদন সরকারি হিসাব কমিটিতে ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে।

(গ) নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনার লক্ষ্যে সাচিবিক ব্যবস্থা তথা কমিটির সুপারিশ সঙ্কলন, সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ, এবং কমিটির পরবর্তী সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুসৃত নিরীক্ষা-মান ও নিরীক্ষা পদ্ধতিকে যথাযথ মাত্রায় আধুনিকায়নও অত্যন্ত জরুরি।

২.৭.২ চ্যালেঞ্জ

এ ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- গ্রহণযোগ্য ও স্বাভাবিক সময়ের ব্যবধানে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট লভ্য হওয়া, যাতে তাঁর কার্যালয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক দায়বদ্ধতা নিরূপণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়;
- নিরীক্ষা-পর্যবেক্ষণাদি পরিপালনের জন্য মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান এবং প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুসরণ;
- আধুনিক নিরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের (প্রাযুক্তিক ভিত্তিসহ) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ জনবল গঠন;
- নিরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রমের পৃথকীকরণ।

২.৭.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে আর্থিক স্বচ্ছতার দাবিদার একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লাভ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পরিপালন নিশ্চিতকরণ;

২. যথাসময়ে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উন্মুক্তকরণ। এ সম্পর্কিত আইন পরিবর্তন ও পরিমার্জন।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে সংবিধানে প্রদত্ত স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যালয়কে একটি সাংবিধানিক সংস্থা হিসাবে শক্তিশালীকরণ;

২. সর্বোৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক মানের নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২.৭.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি দিক হতে অধিকতর স্বশাসিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ	জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিরীক্ষা আইন পাশ	মধ্যমেয়াদে	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও অর্থ বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.	নিরীক্ষার পুঞ্জীভূত অনিষ্পন্ন কাজ সম্পাদনের জরুরি কর্মসূচি গ্রহণ	সম্মত স্বাভাবিক বিলম্বিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ দাখিল	স্বল্পমেয়াদে	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	সকল সরকারি দপ্তর
৩.	সর্বোৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক মানের নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ‘টেকনিক্যাল অডিটিং’ ও ‘পারফরমেন্স অডিটিং’ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা	‘টেকনিক্যাল অডিটিং’ ও ‘পারফরমেন্স অডিটিং’ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত	মধ্যমেয়াদে	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	সকল সরকারি দপ্তর
৪.	দণ্ডমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পরিপালন নিশ্চিত করার কার্যব্যবস্থা গ্রহণ	সকল নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের জবাবদান এবং তা না করা হলে সরকার কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	স্বল্পমেয়াদে	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও অর্থ বিভাগ	সকল সরকারি দপ্তর
৫.	‘ভ্যালু ফর মানি’ নিশ্চিতকরণের জন্য ‘সোশাল পারফরমেন্স অডিট’-এর দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন	কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	স্বল্পমেয়াদে	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	অর্থ বিভাগ
৬.	নিরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রমের পর্যায়ক্রমিক পৃথকীকরণ	নিরীক্ষা ও হিসাব পৃথক কার্যক্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত	মধ্যমেয়াদে	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	অর্থ বিভাগ

২.৮ ন্যায়পাল

২.৮.১ প্রেক্ষাপট

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের আওতায় ন্যায়পাল আইন পাশ হয়েছে। ন্যায়পাল নিয়োগ এবং ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠা এখনও অসম্পন্ন রয়েছে। ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলে তা একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংক্ষুব্ধ নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ করবে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করবে এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) ন্যায়পালের দপ্তর যাতে স্বাধীন সত্তা নিয়ে কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে। ন্যায়পালের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্রও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

২.৮.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- ন্যায়পাল নিয়োগ ও ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠা;
- অন্যান্য সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের (যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন) সঙ্গে দায়িত্ব ও কৃত্যের দ্বৈততা পরিহার।

২.৮.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

কার্যকর ন্যায়পাল দপ্তর প্রতিষ্ঠা ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. ন্যায়পাল নিয়োগ, তাঁর দপ্তর প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করা;

২. ন্যায়পালের দপ্তরের জন্য কার্যপরিচালনা নীতিমালা, কর্মপ্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রণয়ন।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, কর্মপরিসর ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের নিরিখে 'ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০' পর্যালোচনা করা এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দায়িত্ব ও কৃত্যের দ্বৈততা পরিহারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.৮.৩ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	ন্যায়পাল, তাঁর দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ	ন্যায়পাল, কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োজিত	স্বল্পমেয়াদে	জাতীয় সংসদ	জাতীয় সংসদ সচিবালয়
২.	ন্যায়পালের কার্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি এবং ঢাকা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও সামগ্রী সরবরাহ	প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধা ও সরঞ্জামসহ ন্যায়পালের দপ্তর ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত	স্বল্পমেয়াদে	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	জাতীয় সংসদ সচিবালয়;
৩.	ন্যায়পালের দপ্তরের কর্মপরিচালনার বিধিবিধান ও কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন	বিধিবিধান ও কার্যপদ্ধতি প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	জাতীয় সংসদ সচিবালয়;	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৪.	ন্যায়পালের দপ্তরের কার্যাবলি পর্যালোচনা ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন	সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন প্রণীত	মধ্য মেয়াদে	ন্যায়পাল	জাতীয় সংসদ সচিবালয়; লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

২.৯ দুর্নীতি দমন কমিশন

২.৯.১ প্রেক্ষাপট

(ক) দুর্নীতির বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে লড়াই এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সরকার নতুন আইনের আওতায় দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কার্যক্রম ও কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। নতুন কমিশন পুরাতন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে ইতোমধ্যে নতুন কাঠামো ও কর্মপরিধি প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রশাসন, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও সিভিল সোসাইটির প্রতিষ্ঠান ও এগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের দুর্নীতিমূলক কার্যাদি নিয়ে অনুসন্ধান চালায়, তদন্ত পরিচালনা করে এবং সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে অভিযোগ দায়ের ও মামলা পরিচালনার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

(খ) সরকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগ এবং কাঠামো অনুযায়ী বর্ধিত লোকবল নিয়োজিত করেছে। কমিশনকে অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি, অনুসন্ধান ও তদন্তকার্য, ‘হোয়াইট কলার’ অপরাধ, ‘মানি লন্ডারিং’ অভিযুক্তের অধিকার, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে এবং অভ্যন্তরীণ দায়বদ্ধতা ছাড়াও কমিশন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একটি দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বড় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অর্থ পাচার রোধকল্পে বাংলাদেশ ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২’ পাশ করেছে এবং তার বাস্তবায়নে দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

(গ) দুর্নীতি দমন কমিশনকে আর্থিক, প্রশাসনিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অর্থ পাচার এবং অন্যান্য দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের ব্যাপক অনুসন্ধান, তদন্ত এবং মামলা পরিচালনা করতে হয় বিধায় এর সক্ষমতা ও দক্ষতা প্রভূতভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং এর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা জরুরি। দুর্নীতি সম্পর্কিত তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের নিরপেক্ষতা সমুন্নত রেখে তার দায়বদ্ধতাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন; সেই লক্ষ্যে আইনও সংস্কার করা আবশ্যক।

২.৯.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- স্বাধীনভাবে এবং নিরপেক্ষতার সঙ্গে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক ও আইনি ক্ষমতা লাভ;
- দুর্নীতি দমন কমিশনের নিরপেক্ষতা সমুন্নত রাখা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ;
- মানসম্পন্ন সেবাদান নিশ্চিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল-সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- কমিশন কর্তৃক পর্যাপ্ত সম্পদ লাভ;
- তদন্তকার্য পরিচালনা ও অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- দুর্নীতি দমনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দৃঢ়ভাবে শুদ্ধাচার অনুসরণ, তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;
- দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানে নাগরিক ও আইন-প্রণেতাদের দৃঢ় সমর্থন প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি।

২.৯.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

দুর্নীতি দমনে কার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠালাভ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. কমিশনের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
২. দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য-প্রদানকারীদের সুরক্ষায় সহায়তা প্রদান;
৩. দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠনে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার জন্য যোগাযোগ কর্মকৌশল প্রবর্তন;
৪. নিয়মিতভাবে কমিশনের সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রদান এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. দুর্নীতির তদন্ত পরিচালনায় কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ;
৬. দুর্নীতি দমন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সর্বোৎকৃষ্ট দুর্নীতি প্রতিরোধ পরাকৌশলের অনুকরণ ও অনুশীলন;
২. দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নাগরিকগোষ্ঠী ও গণমাধ্যমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ অব্যাহত রাখা।

২.৯.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	আইনি কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং তদন্ত পরিচালনায় পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান	বিদ্যমান আইন সংশোধিত	স্বল্পমেয়াদে	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২.	কমিশনের কার্যক্রমের অধিকতর নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ	বিদ্যমান আইন সংশোধিত	মধ্যমেয়াদে	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩.	কমিশনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ	প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণীত ও তদনুসারে কার্যক্রম বাস্তবায়িত	চলমান	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪.	বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চাহিবামাত্র তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ লাভ	স্বল্পমেয়াদে	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ
৫.	প্রমাণিত উৎকৃষ্ট অনুশীলন (best practices) অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন	উৎকৃষ্ট অনুশীলন-পদ্ধতির উত্তরোত্তর বাস্তবায়ন	মধ্যমেয়াদে	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬.	সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ	কার্যকর দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান বাস্তবায়িত	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৭.	দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার ইউনিট ও নৈতিকতা কমিটি গঠন ও শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান	'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিটসমূহ গঠিত ও কার্যকর	স্বল্পমেয়াদে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	দুর্নীতি দমন কমিশন
৮.	দুর্নীতি প্রতিরোধে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠা	মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠিত	স্বল্পমেয়াদে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	দুর্নীতি দমন কমিশন
৯.	জনপ্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে দুর্নীতি-বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা	নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি-বিরোধী প্রচারণা ও কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ	স্বল্পমেয়াদে	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১০.	অর্থসম্পদ পাচাররোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন' অব্যাহতভাবে বাস্তবায়িত	স্বল্পমেয়াদে ও অব্যাহতভাবে	দুর্নীতি দমন কমিশন	বাংলাদেশ ব্যাংক

২.১০ স্থানীয় সরকার

২.১০.১ প্রেক্ষাপট

(ক) সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদবলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের কার্যাবলি পরিচালিত হয়। সংবিধানে বিধৃত আছে যে, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে' এবং এই প্রতিষ্ঠানসমূহ '(ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য; (খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা'; এবং (গ) 'জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন' করতে পারবে। এই ভিত্তিতেই স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার বিকশিত হয়েছে এবং বর্তমানে ইউনিয়নস্তরে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাস্তরে উপজেলা পরিষদ, জেলাস্তরে জেলা পরিষদ এবং রাজধানী, বিভাগ ও বড় জেলা শহরে সিটি কর্পোরেশন এবং ছোট শহরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(খ) বর্তমান সরকারের আমলে পরিচালিত নির্বাচনসমূহে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদসমূহ এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহে জনপ্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প ও পরিকল্পনাসমূহে সরকার সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি করেছে।

(গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সম্পদ বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল। এ বরাদ্দ এবং সেইসঙ্গে তাদের সম্পদ আহরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নও জরুরি। সর্বোপরি নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি কর্মকাণ্ড, এনজিওদের কার্যক্রম, স্থানীয় উদ্যোগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধারণ নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। স্থানীয় সরকারসমূহে নির্বাচিত প্রতিনিধি, আইনপ্রণেতা ও নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব পালনকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্বও স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

(ঘ) 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে' মর্মে সংবিধানে যে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছিল তা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার থেকে স্থানীয় সরকারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ (devolution) নির্দেশ করে। স্থানীয় সরকারে, বিশেষত গ্রামীণ স্থানীয় সরকারে কার্যকরভাবে এ ধরনের বিকেন্দ্রীকরণ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অধিকন্তু, স্থানীয় সরকারের স্তরও একাধিক। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' বিষয়াদি চিহ্নিত করাও দুষ্কর। সুতরাং স্থানীয় সরকারের মূল কেন্দ্র চিহ্নিত করাও প্রয়োজন।

২.১০.২. চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- স্থানীয় পর্যায়ে সেবাসমূহের মান উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন;
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা-পদ্ধতির উন্নয়ন;
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সামাজিক-অর্থনৈতিক-ভৌগোলিক বাস্তবতার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ;
- স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু স্থিরীকরণ;
- দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ;
- স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহ ও তার ভিত্তি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ।

২.১০.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, স্বনির্ভর, গণকেন্দ্রিক এবং ত্বরিত সাড়া দানে সক্ষম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ;

২. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যগণের এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ;

৩. জেলা পরিষদের কর্মপরিধি নির্দিষ্ট করা এবং জেলাস্তরে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্টীকরণ।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সরকারি সম্পদে জনগণের উন্নততর ও ন্যায্যতর অধিকার প্রতিষ্ঠা;

২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন;

৩. স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল এবং বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ।

৪. স্থানীয় সরকারে নিয়োজিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস' প্রতিষ্ঠা।

২.১০.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	সামাজিক-অর্থনৈতিক-ভৌগোলিক বাস্তবতার আলোকে (জনসংখ্যা, আয়তন, অনগ্রসরতা) স্থানীয় সরকারসমূহে সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ	বাৎসরিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বরাদ্দ	স্বল্পমেয়াদে	স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
২.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের ভিত্তির পরিসর বৃদ্ধিকরণ	নতুন ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর সংগ্রহের সুযোগদান; 'বিক্রয় কর', 'মূল্য সংযোজন কর' আহরণ করার আইনি ভিত্তি প্রদান	মধ্যমেয়াদে	স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.	স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের জন্য নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণ	সংগঠিত নাগরিকগোষ্ঠী কর্তৃক রিপোর্ট কার্ড দাখিল এবং স্থানীয় সরকারের সংস্থাসমূহ থেকে তথ্য লাভ	মধ্যমেয়াদে	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	সুশীল সমাজ; পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
৪.	স্থানীয় সরকারে (বিশেষত উপজেলা ও জেলা পরিষদ) সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাগণের ভূমিকা ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ	গাইডলাইন প্রণীত	স্বল্পমেয়াদে	স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৫.	জেলা পরিষদের কর্মপরিধি নির্ধারণ এবং জেলাকে স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে চিহ্নিতকরণ	কর্মপরিধি নির্ধারিত ও স্পষ্টীকৃত	মধ্যমেয়াদে	স্থানীয় সরকার বিভাগ	
৬.	স্থানীয় সরকার সার্ভিস প্রবর্তন	স্থানীয় সরকার সার্ভিস বিধি প্রণয়ন ও তদনুসারে লোকবল নিয়োগ।	দীর্ঘমেয়াদে	স্থানীয় সরকার বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৭.	স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের প্রতিবেদন	চলমান	স্থানীয় সরকার বিভাগ	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

অধ্যায় ৩

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল — অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

৩.১ রাজনৈতিক দল

৩.১.১ প্রেক্ষাপট

(ক) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বহু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াশীলতা অপরিহার্য। রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে এবং দল কর্তৃক মনোনীত ও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে রাজনীতিবিদগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের কৃত্য পরিচালনা করেন। তাঁরা আইনসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আইন প্রণয়ন করেন, সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৩৬টি।

(খ) বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলসমূহই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে সামরিক শাসন প্রত্যক্ষ করেছে। তবে, দেশে অধিকাংশ সময়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলসমূহ মূল শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। সার্বিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মকাণ্ডে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাও অত্যন্ত জরুরি তাদের আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা, তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অডিট সম্পন্ন করা এবং সাংগঠনিক ক্রিয়াকাণ্ডে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতির প্রতিফলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- রাজনৈতিক দলসমূহে অধিকতর গণতন্ত্র-চর্চা;
- দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন;
- নাগরিকদের প্রয়োজন সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা প্রদর্শন;
- সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিহার।

৩.১.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

নির্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থের প্রতিভূ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রবর্তন;

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সুস্পষ্ট নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন ও নির্বাচনের পর তার যথাযথ বাস্তবায়ন;

২. রাজনৈতিক দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা;

৩. রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক একটি সম্মত আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ।

৩.১.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী/ তত্ত্বাবধানকারী
১.	গণপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসরণে দলসমূহের গঠনতন্ত্র বাস্তবায়ন	সকল দলের (কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে) কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠান	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	রাজনৈতিক দলসমূহ	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
২.	রাজনৈতিক দলের আচরণ সম্পর্কে সম্মত বিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ	একটি সম্মত আচরণবিধি প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	রাজনৈতিক দলসমূহ	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
৩.	প্রার্থী মনোনয়ন ও দলীয় তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন	প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সভা অনুষ্ঠান; দলীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাউন্সিল অনুষ্ঠান; দলীয় তহবিলের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব লভ্য	চলমান	রাজনৈতিক দলসমূহ	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
৪.	ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের পরামর্শ উৎসাহিতকরণ	বৈঠক অনুষ্ঠিত ও যৌথ কার্যক্রম গৃহীত	চলমান	রাজনৈতিক দলসমূহ	ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, সুশীল সমাজ

৩.২ বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

৩.২.১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি খাত ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং স্বাধীনতার পর থেকে এর ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এখন ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে, সম্পদ সৃষ্টি ও তাতে মূল্যসংযোজনে নিয়োজিত রয়েছে এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করছে। জিডিপিতে বেসরকারি খাতের অবদান ক্রমবর্ধমান। বিপুল আয়তনের এই সেক্টরের শুদ্ধাচার যেমন উন্নয়নের জন্য জরুরি তেমনই জনকল্যাণ ও জনসেবা নিশ্চিত করার জন্যও তা আবশ্যকীয়। বেসরকারি খাতে কর্পোরেট সংস্কৃতির প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ঋণখেলাপি সংস্কৃতির অবসানও জরুরি। ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯’-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকিং, ফাইন্যানশিয়াল ও নন-ব্যাংক ফাইন্যানশিয়াল খাতের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠাও প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে লব্ধ অর্থের অন্যতম উৎস ও আধার যেহেতু ব্যাংকিং খাতের প্রতিষ্ঠান, সেহেতু তাদের সুষ্ঠু ও নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রয়োজন। সম্প্রতি ‘মাল্টিলেভেলিং মার্কেটিং’ ব্যবসা প্রসার লাভ করেছে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তা প্রভূত দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে। এ ধরনের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইনের অপর্যাপ্ততা লক্ষ্য করা গেছে; সুতরাং এজন্য কার্যকর আইন প্রণয়নও জরুরি হয়ে পড়েছে।

৩.২.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- ব্যাংক-ঋণখেলাপি সমস্যার সমাধান;
- উন্নততর কর্পোরেট ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন;
- কর্মচারীদের ন্যায্য ও কর্মসম্পাদনভিত্তিক মজুরি ও বেতন প্রদান;
- ভোক্তা অধিকার ও দেউলিয়া আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ;
- মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসায়ে নিয়মনিষ্ঠা আনয়ন;
- ব্যবসায় প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়ন করে যোগসাজশমূলক আচরণ প্রতিরোধ;
- চেম্বার ও সমিতিসমূহের মধ্যে স্বনিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা।

৩.২.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে দায়বদ্ধ ও গণমুখী খাত হিসাবে স্বচ্ছ বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতের প্রতিষ্ঠা।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ:

১. বেসরকারি খাতের নিয়ন্ত্রণকারী আইন, যেমন, ‘দেউলিয়া আইন’, ‘ভোক্তা সুরক্ষা আইন’-এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ:

১. বেসরকারি খাতের উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ‘ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি সেন্টার’-প্রভৃতির কার্যক্রম জোরদারকরণ;

২. মূল্য নির্ধারণে একাধিপত্য প্রতিরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, শ্রম আইন অনুসরণ এবং ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরি প্রদানের বিষয়ে চেম্বার ও সমিতিসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি জোরদারকরণ;

৩. শুদ্ধাচারের অগ্রদূত হিসাবে চিহ্নিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট অনুশীলনকে উৎসাহিত করা;

৪. ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ আয়কর প্রদানে উৎসাহিত ও বাধ্য করা;

৫. জাতীয় বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা পরিষদ (National Commercial Competitive Council) গঠন;

৬. অনৈতিক উপায়ে ব্যবসা সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা;

৭. ‘মাল্টিলেভেল মার্কেটিং’ ব্যবসার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা।

৩.২.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	ব্যবসায় স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ	চেম্বার সমিতিসমূহ কর্তৃক বিধি প্রতিপালিত এবং লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত	চলমান	চেম্বার ও সমিতিসমূহ	বাণিজ্যিক কোম্পানিসমূহ
২.	ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে দেউলিয়া আইনের কার্যকর প্রয়োগ	দ্রুত মামলা রুজু এবং রায় প্রদান	চলমান	বাংলাদেশ ব্যাংক	চেম্বার ও সমিতিসমূহ; ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান
৩	ব্যবসায় প্রতিযোগিতা আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন	জাতীয় বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর	চলমান	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সমিতিসমূহ
৪.	কর্পোরেট পরিচালন বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	কর্পোরেট সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গৃহীত	চলমান	সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	অর্থ বিভাগ
৫	ন্যায্যতা ও কৃতিভিত্তিক বেতন, মজুরি ও সুবিধাদি প্রদানের বিষয়ে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা	শিল্পক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমূলক ঘটনার হ্রাস	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; চেম্বার ও সমিতিসমূহ
৬.	যথাযথ ও নিয়মিত কর পরিশোধে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিতকরণ এবং শ্রেষ্ঠ অনুশীলনকারীদের পুরস্কার প্রদান	ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত করের পরিমাণ বৃদ্ধি	চলমান ও অব্যাহতভাবে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহ,
৭.	ভোক্তা অধিকার আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন	ভোক্তাগণের সন্তুষ্টি	চলমান এবং অব্যাহতভাবে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়; চেম্বার ও সমিতিসমূহ
৯.	মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসার ক্ষেত্রে আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা	নতুন আইন প্রণীত ও অনুসৃত	স্বল্পমেয়াদে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১০.	'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি'র পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা	মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত	চলমান ও অব্যাহতভাবে	বাংলাদেশ ব্যাংক	এনজিও ব্যুরো
১১.	'ইনশিওরেন্স ডেভেলপম্যান্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অথরিটি'র (আইডিআরএ) কার্যক্রম জোরদার করা	বীমা কার্যক্রমের পরিসর ও স্বচ্ছতায় উন্নয়ন সাধিত	চলমান ও অব্যাহতভাবে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়

৩.৩ এনজিও ও সুশীল সমাজ

৩.৩.১ প্রেক্ষাপট

(ক) "পরিবার, রাষ্ট্র এবং শিল্প-বাণিজ্যের বাইরে বিভিন্ন পেশার মানুষ যেখানে তাদের স্বার্থ সুরক্ষা ও কল্যাণ প্রচেষ্টায় সংগঠিত হয়, তাকে সুশীল সমাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়"। সুশীল সমাজ বাংলাদেশে একটি সক্রিয় খাত এবং এর অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হচ্ছে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (এনজিও)সমূহ।দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন এনজিও কাজ করে চলেছে এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী এনজিও সেক্টর প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এ ছাড়া, সরকার ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বাইরে অনেক শিক্ষক, গবেষক, পেশাজীবী, উন্নয়নকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবী স্বতঃপ্রণোদিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছেন; সেবামূলক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ইস্যুতে জনমত গঠন এবং গণমানুষের সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে চলেছেন। সামগ্রিকভাবে তারা সুশীল সমাজ হিসাবে পরিচিত।

(খ) যদিও স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে সুশীল সমাজ ও এনজিওসমূহ প্রাথমিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পদ্ধতির নিকট দায়বদ্ধ, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা রাষ্ট্রের আইনকানুন ও সামাজিক প্রথার কাছে দায়বদ্ধ। রাষ্ট্র ক্ষেত্রবিশেষে তাদের কার্যক্রমে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে এবং তারাও রাষ্ট্রের কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করে। কিন্তু তাদের মূল কাজ হল রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক কর্মবৃত্তের বাইরে থেকে উন্নয়নে সহায়তা প্রদান এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমের দায়বদ্ধতা দৃশ্যমান করে গণমানুষের স্বাধীনতার পরিসর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ। গণতন্ত্রের বিকাশে তারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(গ) সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ও এনজিওসমূহের কার্যক্রমে দলনিরপেক্ষতা বজায় রাখা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা পরিহার করা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছতা অনুশীলন করা তাদের কার্যক্রমে শুদ্ধাচারের মাপকাঠি বলে বিবেচিত। এসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন অত্যন্ত জরুরি। এনজিও-র কার্যক্রমকে স্বচ্ছতর করা এবং তাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত আইনি কাঠামো সৃষ্টি, স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা, সরকারের সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনও গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৩.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রযোজ্য আইনি কাঠামের মধ্যে এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা;
- সুশীল সমাজের দলনিরপেক্ষ ভূমিকা পালন;
- সরকার, সুবিধাভোগী ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী এনজিওদের দায়বদ্ধতার উন্নয়ন;
- এনজিও-র কার্যকর পরিবীক্ষণ, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং যাবতীয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- এনজিওর কার্যক্রমে আমলাতান্ত্রিকতা হ্রাস ও তার প্রসার উৎসাহিতকরণ।

৩.৩.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

দায়বদ্ধ ও গণমানুষের উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠা।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ:

১. আইনপ্রণেতা, নীতিনির্ধারক ও গণমাধ্যমের সঙ্গে অধিকতর মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি;
২. এনজিওদের নিবন্ধনের জন্য একক নিবন্ধন-সংস্থা প্রতিষ্ঠা;
৩. এনজিও সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন;
৪. এনজিওসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;
৫. এনজিওদের কর্মকাণ্ডে অধিকতর দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নাগরিকদের মতামত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি;
৬. প্রত্যন্ত এলাকায় অতিদরিদ্রদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিওদের কার্যক্রমের সম্প্রসারণ;
৭. এনজিওদের গভর্ন্যান্স পদ্ধতিতে সংস্কার সাধন ও তাদের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন।

৩.৩.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	সরকারি নীতিনির্ধারণমূলক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সুশীল সমাজের সঙ্গে অধিকতর মিথস্ক্রিয়ার (interaction) সুযোগ সৃষ্টি	আয়োজিত সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়ামে সুশীল সমাজের সদস্যবৃন্দ, এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ; সুশীল সমাজের পরামর্শ দান, তাদের গবেষণামূলক কাজ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার বিকাশ	চলমান ও দীর্ঘমেয়াদে	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	তত্ত্বাবধানে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২.	এনজিওদের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন	এনজিও ও স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট দাখিলকৃত রিপোর্ট কার্ড; বাৎসরিক বাজেট জনসমক্ষে প্রকাশ; ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে কার্যক্রম উপস্থাপন	স্বল্পমেয়াদে	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৩.	এনজিওদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	এনজিওদের সেবাপ্রদানকারী, সেবাগ্রহীতাদের সংগঠনের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুষ্ঠু তথ্য লাভ ও অনুসরণ	দীর্ঘমেয়াদে	এনজিওসমূহ; এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	তত্ত্বাবধানে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪.	এনজিওসমূহের প্রমিত হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন	প্রমিত হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তিত	মধ্যমেয়াদে	এনজিওসমূহ; এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	তত্ত্বাবধানে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫.	এনজিও-র নিয়োগে স্বচ্ছতা বিধানে প্রয়োজনীয় আইন/বিধি/ নীতিমালা প্রণয়ন	স্বচ্ছ নিয়োগনীতি প্রতিপালিত	মধ্যমেয়াদে	এনজিও ব্যুরো	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৬.	এনজিও ও সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার	সরকার ও এনজিওর উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পূরক কার্যক্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত	দীর্ঘমেয়াদে	এনজিওসমূহ; এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	তত্ত্বাবধানে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৩.৪ পরিবার

৩.৪.১ প্রেক্ষাপট

মানুষের নৈতিক জীবন ও নৈতিকতার মূল ভিত্তি হল পরিবার থেকে গড়ে-ওঠা মূল্যবোধ। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যে নৈতিক মূল্যবোধ লালন ও অনুসরণ করে তার উৎস হচ্ছে পরিবার। সহস্র বছরের ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপীঠ বাংলাদেশ। এ সমাজে পারিবারিক ঐতিহ্য আবহমানকাল ধরে টিকে আছে এবং তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালের নগরায়ন, বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক জীবনের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়ন, প্রযুক্তি, বিশেষত তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, গণমাধ্যমের প্রসার, টেলিভিশন ও প্রমোদ-বাণিজ্যের বিস্ফোরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশ্বায়ন ও দ্রুত প্রসার, বৈশ্বিক ও দেশীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ পরিবারের সংস্কৃতিকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করছে এবং ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধকে দ্রুত পরিবর্তিত করছে। ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিকপর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলনকেও তা প্রভূতভাবে প্রভাবিত করছে।

৩.৪.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ;
- পরিবারে নৈতিক শিক্ষাদানকে প্রসারিত ও জোরদারকরণ;
- ‘রোল মডেলদের’ কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ।

৩.৪.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

পরিবারকে নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ:

১. শিশুদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে পিতামাতাদের উৎসাহ জোগানো;

২. নাগরিকদের স্বেচ্ছা-উদ্যোগে উৎসাহ প্রদান;

৩. ‘রোল মডেলদের’ কর্ম ও কীর্তির প্রচার ও প্রসার ঘটানো;

৪. শিশু-কিশোর, পিতামাতা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তথা বিদ্যালয়, ধর্ম ও ন্যায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যকার অধিকতর যোগাযোগ উৎসাহিতকরণ।

৩.৪.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাতা-পিতাদের (parents) মত বিনিময়ের আয়োজন করা	সভা অনুষ্ঠিত ও কার্যক্রম পরিচালিত	চলমান	স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	পিতামাতা, বিদ্যালয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
২.	শিশু-কিশোর ও তরণ-তরুণীদের স্বেচ্ছাসেবা, দেশপ্রেম ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান	উল্লিখিত কর্মকাণ্ডে শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের অধিক হারে অংশগ্রহণ	চলমান	স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যালয়সমূহ	পিতামাতা, সুশীল সমাজ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.	‘রোল মডেলদের’ কর্ম ও কীর্তির প্রচার প্রসার ঘটানো	কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কিত প্রতিবেদন	দীর্ঘমেয়াদে	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান; শিক্ষা মন্ত্রণালয়; সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মিডিয়া, সুশীল সমাজ
৪.	শিক্ষাগত ও পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ে কমিউনিটিভিত্তিক শিশু ও যুব কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে সহায়তা দান	কার্যক্রমে পিতামাতার উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ	চলমান	স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ

৩.৫ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

৩.৫.১ প্রেক্ষাপট

পরিবারের পর যে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মানুষের নৈতিক জীবনে সবচেয়ে বেশি ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে, তা হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীরা যেমন বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য, সেবা ও দক্ষতা লাভ করে তেমনই নৈতিক ধারণা ও প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা পদ্ধতির কয়েকটি ধারা রয়েছে যেগুলির মধ্যে বাংলা ভাষাভিত্তিক মূলধারার শিক্ষা-ব্যবস্থা, ইংরেজি ভাষাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রিক ও আরবি ভাষাভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা এবং ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাধারা উল্লেখযোগ্য। সকল শিক্ষাধারায়ই নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে এ বিষয়ে সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের অভাব এবং বিভিন্ন ধারায় গুরুত্ব প্রদানের তারতম্যের কারণে এগুলির কার্যকারিতায় তারতম্য ঘটছে।

৩.৫.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সামাজিক তত্ত্বাবধান;
- নৈতিকভাবে শুদ্ধ জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বতঃতৎপর ভূমিকা পালন;
- সহায়ক শিক্ষণপদ্ধতিসহ পর্যাপ্ত সামগ্রী ও সম্পদ প্রদান।

৩.৫.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাববিস্তারকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষা ও ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠালাভ।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অধিকতর সক্ষম করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা দান;

২. সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো;

৩. উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থানীয় প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের তদারকি বৃদ্ধি ও তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন;

৪. মেয়েদের উপবৃত্তির পরিসর বৃদ্ধি।

৩.৫.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ	জাতীয় সঙ্গীতের পর নৈতিকতা শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা; সকল বিদ্যালয়ে বয়স্কাউট ও গার্লসগাইড কার্যক্রম বাস্তবায়ন	মধ্যমেয়াদে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	সাধারণ শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষার পাঠক্রম ও উপযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাসূচিতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ	মধ্যমেয়াদে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.	বিদ্যালয় ও ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকিতে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ	স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ তদারকি কার্যে অন্তর্ভুক্ত; নিরপেক্ষ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত	মধ্যমেয়াদে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪.	মেয়েশিশুদের উপবৃত্তির পরিসর বৃদ্ধি	অধিকসংখ্যক মেয়েশিশুর উপবৃত্তি লাভ	মধ্যমেয়াদে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ

৩.৬ গণমাধ্যম

৩.৬.১ প্রেক্ষাপট

(ক) মুদ্রণ এবং ইলেকট্রনিক প্রচার-মাধ্যম সহযোগে গঠিত বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সাম্প্রতিককালে একটি বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৭১ টি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মসিক পত্রিকা মিডিয়া-লিস্টভুক্ত (এর মধ্যে ৩২০ টি সংবাদপত্র দৈনিক)। ১১ টি বেসরকারি এফ.এম বেতারকেন্দ্র, ১৪ টি কমিউনিটি রেডিও, বেশ কয়েকটি কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি রেডিও – ‘বাংলাদেশ বেতার’ এবং ৩ টি সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং ২৭ টি বেসরকারি চ্যানেল নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ, প্রচার ও সম্প্রচারের কাজ করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, ভিত্তিহীন ও বিকৃত সংবাদ প্রচার রোধ এবং এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(খ) বাংলাদেশে গণমাধ্যম বিপুল পরিসরে স্বাধীনতা ভোগ করে – সংবাদ সংগ্রহ, নির্বাচন এবং প্রচার ও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের ওপর কোনও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয় না। তবে, সরকার পরিচালিত গণমাধ্যম, রেডিও ও টেলিভিশন সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্নয়ন উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ হওয়ার ফলে সাংবাদিকগণ সহজে বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ ও অন্য প্রকার সংস্থা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

(গ) সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাপদ অবস্থা নিশ্চিত করা সময়সাপেক্ষ। কখনও কখনও তাদেরকে ভীতিপূর্ণ ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়; তারা মাঝেমধ্যে সহিংসতারও শিকার হচ্ছেন। এ ধরনের সমস্যার নিরসন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি গণমাধ্যমের অধিকতর দায়বদ্ধতা ও পেশাগত নৈতিকতা বজায় রাখা আবশ্যক। খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা অত্যন্ত জরুরি; দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্তিপূর্ণ ও পক্ষপাতমূলক খবর পরিবেশিত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যবসায়িক স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, তা-ই প্রত্যাশিত।

৩.৬.২ চ্যালেঞ্জ

- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় গণমাধ্যম কর্তৃক যাচিত তথ্য লাভ;
- গণমাধ্যমের বিচ্যুতি সম্পর্কে প্রেস কাউন্সিলের স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ব্যবসায়িক ও দলগত স্বার্থমুক্ত নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠা;
- সাংবাদিকদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন এবং এর অনুসরণ;
- সাংবাদিকদেরকে সার্বিক নিরাপত্তা বিধান।

৩.৬.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

নাগরিকদের কণ্ঠস্বর হিসাবে স্বাধীন, পক্ষপাতহীন ও দায়বদ্ধ গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠা।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. সংবাদকর্মীদের সংবাদ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন;
২. গণমাধ্যমের সহায়তায় নিবিড় পরামর্শক্রমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন;
৩. সরকারি বিজ্ঞাপন নীতি পর্যালোচনা এবং এতে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন;
২. গণমাধ্যম-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রমিত সম্পাদকীয় নীতি এবং এ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য আচরণবিধি প্রবর্তন;
৩. জাতীয় ও স্থানীয়পর্যায়ে যথাযথ পারিতোষিক ও সুবিধাদি প্রদান;
৪. গণমাধ্যমের সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনার পৃথকীকরণের মাধ্যমে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।

৩.৬.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ	বিধি ও পদ্ধতি অনুসারে সরকারি দপ্তর থেকে নাগরিক ও গণমাধ্যমের তথ্য লাভ	চলমান	তথ্য কমিশন	তথ্য ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়
২	পক্ষপাতহীন ও স্বচ্ছ সরকারি বিজ্ঞাপন নীতি অনুসরণ	উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রচারিত	স্বল্পমেয়াদে	তথ্য মন্ত্রণালয়	গণমাধ্যম সংস্থাসমূহ; সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.	গণমাধ্যমে শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণ	গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন, প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন	স্বল্পমেয়াদে	গণমাধ্যমের সংস্থাসমূহ	তথ্য মন্ত্রণালয়; প্রেস কাউন্সিল
৪.	সাংবাদিকদের জন্য ‘ওয়েজ বোর্ডের’ সুপারিশ বাস্তবায়ন	গণমাধ্যমকর্মীদের ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি লাভ	মধ্যমেয়াদে	গণমাধ্যমের সংস্থাসমূহ	তথ্য মন্ত্রণালয়
৫.	সংবাদকর্মীদের সংবাদ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজতকরণ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন	বহুমুখী প্রশিক্ষণ কোর্সে কর্মী ও সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ লাভ। ভ্রান্তিপূর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ প্রচার নিরসন।	চলমান ও দীর্ঘমেয়াদে অধিকতর কার্যক্রম গ্রহণ	গণমাধ্যমের সংস্থাসমূহ	তথ্য মন্ত্রণালয়
৬.	গণমাধ্যমের ‘ওয়াচডগ’ হিসাবে প্রেস কাউন্সিলের জোরদারকরণ	গণমাধ্যমের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রেস কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	প্রেস কাউন্সিল	গণমাধ্যম সংস্থাসমূহ
৭.	সাংবাদিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি	গণমাধ্যমকর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনার নিরসন	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	গণমাধ্যম সংস্থাসমূহ
৮.	তথ্য কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি	তথ্য কমিশনের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও উপকরণ সরবরাহ	মধ্যমেয়াদে ও অব্যাহতভাবে	তথ্য মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

অধ্যায় ৪: বাস্তবায়ন ও উপসংহার

৪.১ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

(ক) রাষ্ট্রে ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত স্থায়ী দায়িত্ব; সুতরাং সরকারকে অব্যাহতভাবে এই লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এই দলিলটিতে শুদ্ধাচার অনুসরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনকানুন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির একটি বহুধাবিস্তৃত ও সম্মিলিত রূপ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এসব ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রস্তাবও করা হয়েছে এতে। মূলত নির্বাহী বিভাগের আওতাধীন জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই এই শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়ন করা হবে। কৌশলটিতে রাষ্ট্রের অন্য দুটি অঙ্গ – বিচার বিভাগ এবং আইনসভা এবং সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্যও কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উচ্চ গুরুত্ব বিবেচনা করে এসব প্রতিষ্ঠান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিহ্নিত পথরেখা অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন এসব প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা দেবে এবং সম্পদ সরবরাহ করবে। সুশীল সমাজ ও শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জনপ্রশাসন সহযোগিতা প্রদান করবে এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে। কৌশলটিতে চিহ্নিত কার্যক্রম সময়নির্ধারিত, কিন্তু শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কোন সময়ের পরিসরে সীমিত নয়; সুতরাং এই কৌশলও অব্যাহতভাবে উন্নত ও পরিশীলিত করতে হবে; এবং কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেও পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

(খ) এই 'শুদ্ধাচার কৌশল'টি বাস্তবায়নের জন্য একটি 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্য, কয়েকজন আইনপ্রণেতা, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব, এনজিও ও সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিকপ্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। সুশীল সমাজ, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের সদস্যগণ পরিষদে সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। এই উপদেষ্টা পরিষদ বছরে অন্ততপক্ষে দু'বার সভায় মিলিত হবে এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করবে এবং এ সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। কাজের সুবিধার্থে এ পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠন করা যাবে।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের তত্ত্বাবধানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি ইউনিট 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' হিসাবে কাজ করবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও উল্লিখিত সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন করা হবে। নৈতিকতা কমিটির একজন কর্মকর্তাকে 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসাবে মনোনীত করে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে 'শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করা হবে। এনজিও ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের বিষয়াদি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করবে যথাক্রমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বিদ্যমান 'অভিযোগ ব্যবস্থার ফোকাল পয়েন্ট'-কে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত কার্যক্রমের 'ফোকাল পয়েন্টের' দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিট' উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানকে নৈতিকতা ফোকাল পয়েন্ট-এর মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বিধৃত কর্ম-পরিকল্পনা অনুসরণে বিস্তারিত কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করবে।

(ঘ) 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' সময়ে সময়ে সংশোধনের প্রয়োজন হবে। 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ'-এর সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এ কৌশলপত্র সংশোধন করা যাবে।

৪.২ পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

(ক) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের' নির্দেশনা অনুযায়ী 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' মন্ত্রিপরিষদ সচিবের তত্ত্বাবধানে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সকল নীতি-নির্ধারণ, কার্যক্রম-বাস্তবায়ন ও তাদের সমন্বয়, অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং নতুন নীতি ও কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসাবে কাজ করবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে গঠিত ইউনিটসমূহ তাদের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জাতীয় বাস্তবায়ন ইউনিটে রিপোর্ট করবে এবং জাতীয় বাস্তবায়ন ইউনিট তা সমন্বয় করবে। সুশীল সমাজ ও এনজিওসমূহের শুদ্ধাচার কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, এবং বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতের শুদ্ধাচার কার্যক্রম বিভিন্ন বণিক ও শিল্পসমিতির মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত ও পরিবীক্ষিত হবে। এই লক্ষ্যে এনজিওসমূহে ও শিল্প ও বণিক সমিতিসমূহে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট গঠনের জন্য যথাক্রমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গাইডলাইন প্রণয়ন করবে এবং তা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিট' সাংবিধানিক সংস্থাসমূহকে শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'নৈতিকতা কমিটি' ও 'ফোকাল পয়েন্ট' গঠনে উৎসাহ প্রদান করবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।

(খ) 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সকল প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে তা জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে। বাস্তবায়ন ইউনিট জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সকল নির্দেশনা ও পরামর্শ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য ইউনিটকে অবগত করবে এবং তাদের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে। পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য বাস্তবায়ন ইউনিট প্রয়োজনবোধে কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকেও নিয়োগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা, বিশেষ প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উন্নয়ন এবং লোকবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় ইউনিট যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) সরকারি, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার পালন ও তাতে সহায়তাদানের জন্য পুরস্কৃত করলে সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধাচার অধিকতর উৎসাহিত হবে। সেই লক্ষ্যে সরকার নির্বাহী বিভাগ, ব্যবসায় খাত ও সুশীল সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন, তাদের জন্য বার্ষিক পুরস্কার প্রবর্তন করবে।

৪.৩ উপসংহার

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসাবে এই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যমান আইনকানুন, নিয়মনীতির সংস্কার সাধন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রণয়ন করে মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার নতুন প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসও প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই কৌশলটি একটি বিকাশমান দলিল। শুদ্ধাচারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১'-এ দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই অঙ্গীকারকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই সরকার এই 'শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করেছে। আশা করা যায় যে, সোনার বাংলা গড়ার পথে এই কৌশল ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক সংস্কার শাখা

স্মারক নম্বর- ০৪..২২১.০২২০০.০০.০২০-২০১০-৮২

তারিখ ০৯ ডিসেম্বর ২০১০ / ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৭

সরকারি আদেশ

প্রাশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির গত ১৪ অক্টোবর ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ০৩ মে ২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১/১১১ নম্বর স্মারকে জারিকৃত রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টি, উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে পদ স্থানান্তর, পদ সংরক্ষণ, পদ স্থায়িকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নীতি ও পদ্ধতি সংক্রান্ত আদেশটিতে সরকার নিম্নরূপ সংশোধনী আনয়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

"মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩ মে ২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১/১১১ নম্বর স্মারকে জারিকৃত অস্থায়ীভাবে পদ সৃষ্টিপূর্বক বছরভিত্তিক পদ সংরক্ষণের নীতিমালা ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে সৃজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তবে এ বিষয়টি ভবিষ্যতে অন্য কোন ক্ষেত্রে নজীর হিসাবে ব্যবহার করা যাবেনা"।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন)
ফোনঃ ৭১৬৯৩৮০

বিতরণ:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব/মূখ্য সচিব/সচিব .... মন্ত্রণালয়/বিভাগ

২। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি

৩। উপনিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধ করা হল)।

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সংস্কার অনুবিভাগ
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.২২১.২৯.০৪৬.১৪.১৭ তারিখ: ০৮ মাঘ ১৪২১/২১ জানুয়ারি ২০১৫

পরিপত্র

বিষয়: সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) সম্পাদন।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফলভিত্তিক (results-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের রূপকল্প (vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশেও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

২। সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance Management System GPMS) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) স্বাক্ষর করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি এবং কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসাবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব মন্ত্রণালয় তথা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

৩। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (development priorities), বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং Allocation of Business ও মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করবে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রা (Targets) বিধৃত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুমোদন করবেন।

৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি নীতিমালা (Guidelines for Annual Performance Agreement) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের বিষয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ও সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি সফটওয়্যার (Annual Performance Agreement Management System-APAMS) প্রস্তুত করেছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন সংক্রান্ত নীতিমালার অনুলিপি এই সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

৫। উপর্যুক্ত নীতিমালা অনুসরণে এবং এ সংক্রান্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নপূর্বক আগামী ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটে প্রেরণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ জানানো হল।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও
সংস্কার)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২. মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

৪. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৬. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

৭. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৯. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১০. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১১. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন কমপ্লেক্স, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

১২. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৩. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৪. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৫. সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৬. সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

১৮. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

১৯. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

২০. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২১. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২২. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৩. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৪. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৫. সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৬. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ,আগারগাঁও, ঢাকা।

২৭. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৮. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৯. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩০. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩১. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩২. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৩. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৪. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৫. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৬. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।

৩৭. সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৮. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৯. সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪০. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪১. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪২. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৩. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৪. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেল ভবন, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

৪৫. সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৬. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৭. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৮. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৯. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫০. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহণ পুল ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

৫১. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

৫২. সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.২২১.২৯.০৪৬.১৪.৬৮৭ তারিখ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২১ / ২৫ নভেম্বর ২০১৪

পরিপত্র

বিষয়ঃ সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোর কমিটি গঠন।

সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপ কোর কমিটি গঠন করা হইল:

১।	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
২।	মহাপরিচালক, গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৩।	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	সদস্য
৪।	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে)	সদস্য
৫।	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে)	সদস্য
৬।	প্রতিনিধি, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে)	সদস্য
৭।	প্রতিনিধি, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে)	সদস্য
৮।	যুগ্মসচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

২। কোর কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) এই বিষয়ে অন্যান্য দেশের উৎকৃষ্ট চর্চা (best practices)সমূহ পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে প্রচলনের লক্ষ্যে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির খসড়া প্রণয়ন;

(খ) প্রস্তাবিত কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত অন্যান্য প্রশাসনিক পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার সমন্বয় সাধন;

(গ) উক্ত কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান পদ্ধতির উন্নয়ন সাধনের সুপারিশ প্রণয়ন;

(ঘ) এই পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে আর্থিক সংশ্লেষ নিরূপণ;

(ঙ) উক্ত পদ্ধতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত বিধি-বিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা যাচাই এবং এই সম্পর্কে করণীয় বিষয়াদি চিহ্নিতকরণ; এবং

(চ) সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

৩। কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং সময়ে সময়ে তাহাদের কাজের অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

৪। কোর কমিটি তাহাদের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে কিংবা এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষজ্ঞকে কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৫। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬০২
ই-মেইলঃ asad6531@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধসহ)

২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধসহ)

৩। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধসহ)

৪। ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৫। ভারপ্রাপ্ত সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধসহ)

৬। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আগারগাঁও, ঢাকা

৭। মহাপরিচালক, গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

৮। যুগ্মসচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২২১.২৯.০৪৬.১৪.০১৮ তারিখ: ০৮ মাঘ ১৪২১/২১ জানুয়ারি ২০১৫

প্রজ্ঞাপন

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করিয়াছে:

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সভাপতি
(২)	মুখ্যসচিব/সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
(৩)	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	-	সদস্য
(৬)	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	-	সদস্য
(৭)	সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	-	সদস্য
(৮)	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(৯)	যুগ্মসচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

২। **কমিটির কার্যপরিধি:**

(ক) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের বিষয়ে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক চূড়ান্তকরণ;

(গ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে বাস্তবায়নের অগ্রগতি ষান্মাষিক ভিত্তিতে পর্যালোচনাপূর্বক তা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) প্রতি অর্থ-বছর শেষে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন এবং এর ফলাফল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন;

(ঙ) জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে তা পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণ; এবং

(চ) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

৩। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.২২১.২৯.০৪৬.১৪.০২৭

তারিখ ১৯ মাঘ ১৪২১ / ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

পরিপত্র

বিষয়: সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-এর আওতায় কারিগরি কমিটি গঠন সংক্রান্ত।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নরূপভাবে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হল:

১। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - সভাপতি

২। মহাপরিচালক (গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় - সদস্য

৩। অতিরিক্ত সচিব (কর্মজীবন পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় - সদস্য

৪। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট-১), অর্থ বিভাগ - সদস্য

৫। সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ) - সদস্য

৬। যুগ্মসচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ - সদস্য

৭। যুগ্মসচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - সদস্য

৮। যুগ্মসচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - সদস্য

৯। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - সদস্য-সচিব

২। **কারিগরি কমিটি-এর কর্মপরিধি:**

ক) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির পক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা;

খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংশোধন/পরিমার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

গ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং উক্ত কাজে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ষান্মাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন অন্তে জাতীয় কমিটির নিকট উপস্থাপন;

ঙ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

৩। উক্ত কমিটি মাসে এক বা একাধিকবার সভায় মিলিত হবে এবং প্রয়োজনে উক্ত বিষয়ের কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারবে।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৮৩৯৫
ই-মেইল: *gpm_sec@cabinet.gov.bd*

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২। মহাপরিচালক (গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৩। অতিরিক্ত সচিব (কর্মজীবন পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৪। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট-১), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৫। যুগ্মসচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৬। যুগ্মসচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৭। যুগ্মসচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৮। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,...মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৮২১.২৯.০৪৯.১৫.১১৮ তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২২/৩০ জুন ২০১৫

পরিপত্র

বিষয়: 'সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি'র আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' (Annual Performance Agreement) সম্পাদন।

সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System-GPMS) চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতির আওতায় ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়। গত বছরের ন্যায় এ বছরও প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী তথা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি তথা মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করবেন।

২। সরকারের সার্বিক উন্নয়ন-অগ্রাধিকার, বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, Allocation of Business এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করবে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রা (Targets) বিধৃত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রথম খসড়া অনুমোদন করবেন। তবে, সরকারি কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির মতামত/পর্যবেক্ষণের আলোকে উক্ত খসড়া চুক্তি পরিমার্জনের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এ চুক্তি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করবেন। এ বছর চুক্তিটি বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা হবে এবং এর একটি ইংরেজি ভার্সন থাকবে।

৩।২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি নীতিমালা (Guidelines for Annual Performance Agreements) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত একটি সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে চুক্তিটি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত টিমের পাঁচজন সদস্যের জন্য ২ জুলাই ২০১৫ তারিখ হতে প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন সংক্রান্ত নীতিমালার অনুলিপি এইসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

৪। উপর্যুক্ত নীতিমালা অনুসরণে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটে প্রেরণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ জানানো হল।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৪. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৫. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৬. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
২২. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৫. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৬. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৭. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৮. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৯. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩০. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩১. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।

৩২. সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৩. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৪. সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৫. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৬. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৭. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৮. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৯. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪০. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেল ভবন, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

৪১. সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪২. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৩. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৪. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৫. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৬. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহণ পুল ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

৪৭. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

৪৮. সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২. মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

<u>সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা শাখা সম্পর্কিত</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২১ জানুয়ারি ২০১০/৮ বাঘ ১৪১৬

নং মপবি/কঃবিঃশাঃ/মসক-৪/৯৮/৮- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি" নিম্নরুপ গঠন করেছেঃ-

(ক) **কমিটির নামঃ** "সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।"

(খ) **কমিটির গঠনঃ**

(১) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
(২) মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৩)মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৪) প্রতিমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৫) প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য

(গ) **কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(১) প্রতি বৎসর মার্চ মাসে কমিটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং উক্ত সভায় বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচির পূর্ববর্তী বৎসরের সার্বিক মূল্যায়ন ও পরবর্তী বৎসরের বাজেট নির্ধারণ করা;

(২) অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা বিতরণ কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বধান ও মূল্যায়ন এবং পরবর্তী বছরের বাজেট নির্ধারণ করা;

(৩) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা বিতরণের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং পরবর্তী বছরের এ সংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন করা;

(৪) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম, প্রার্থী বাছাইয়ে অনুমোদিত নীতিমালার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং এ সংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন করা;

(৫) দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালভাতা বিতরণ কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং বাজেট নির্ধারণ করা; এবং

(৬) প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং বাজেট নির্ধারণ করা।

(ঘ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ঙ) কমিটি প্রতি তিনমাসে একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৮ আগস্ট ২০০৬ তারিখের মপবি/ কঃবিঃশাঃ/মসক-৪/৯৮/৯৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত 'বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান
যুগ্ম-সচিব (কমিটি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১১/১৬ অগ্রহায়ণ ১৪১৮

নং ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১০-১৭৫- সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ০২ জুন ২০১০ (১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭) তারিখের ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১০-৯৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী সংক্রান্ত '**কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি**' তে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাবৃন্দকে অন্তর্ভুক্ত করেছেঃ

(১) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(২) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;

(৩) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(৪) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;

(৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

(৬) সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(৭) সচিব, পরিসংখ্যান বিভাগ;

(৮) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৯) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

২। কমিটির কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নুরুল করিম
যুগ্ম-সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭/ ০২ জুন ২০১০

নং- ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১০-৯৩—দারিদ্র বিমোচন এবং সামাজিক খাতের উন্নয়নকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত সুবিধাভোগীরা যাতে সুবিধা পান এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ও তালিকা কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং-এর জন্য সরকার নিম্নরূপ একটি ' কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন করিয়াছে:

২। **কমিটির গঠন:**

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	-	আহ্বায়ক
(২)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	সচিব, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
(৫)	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	-	সদস্য
(৬)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৭)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৮)	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
(৯)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১০)	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	-	সদস্য
(১১)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১২)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
(১৩)	সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৪)	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৫)	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৬)	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৭)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৮)	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৯)	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(২০)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(২১)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

৩। কমিটির কার্যপরিধি:

(১) সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট পর্যালোচনা;

(২) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা পরীক্ষা ও সমন্বয়;

(৩) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচিসমূহের উপকারভোগী নির্বাচনের নীতি, পদ্ধতি এবং তালিকা পর্যালোচনা।

(৪) মাঠপর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

(৫) অর্থ বিভাগ কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা ও নির্দেশনা প্রদান।

(৬) সার্বিক কার্যাদি পরিবীক্ষণ।

৪। কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্য সদস্য কো- অপ্ট করিতে পারিবে।

৫। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের বিষয়টি ‘কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি’ বিবেচনা করিবে।

৬।ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: নুরুল করিম
যুগ্মসচিব (কমিটি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৯ পৌষ ১৪১৭/১২ জানুয়ারি ২০১১

নং- ০৪.২২২.০৫৮.০০.০০.০১৪.২০১০-১৫৩—দারিদ্র বিমোচন এবং সামাজিক খাতের উন্নয়নকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত সুবিধাভোগীরা যাতে সুবিধা পান এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ও তালিকা উপজেলাভিত্তিক মনিটরিং এর জন্য সরকার নিম্নরূপ একটি 'উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করিয়াছে:

২। **কমিটির গঠন:**

ক্রমিক	পদবি		
(১)	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	-	উপদেষ্টা
(২)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সভাপতি
(৩)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৪)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৫)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৬)	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৭)	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৮)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৯)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(১০)	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দ	-	সদস্য
(১১)	কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপজেলা কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

৩। **কার্যপরিধি:**

(১) উপকারভোগীর তালিকা চূড়ান্ত এবং উপজেলা পর্যায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

(২) নির্ধারিত নীতিমালা অনুসারে উপকারভোগীদের অর্থ/খাদ্যদ্রব্য/অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

(৩) কর্মসূচির অগ্রগতি মনিটরিং করবে।

(৪) উপকারভোগীর একাধিক কর্মসূচির সুবিধা ভোগ বন্ধের ব্যবস্থা নিবে।

(৫) কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদন যথানিয়মে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

(৬) প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ ফাল্গুন ১৪১৮/২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২

নং- ০৪.২২২.০৫৮.০০.০৩.০১৪.২০১০-১৪৯ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২ জানুয়ারি ২০১১ তারিখের ০৪.২২২.০৫৮.০০.০০.০১৪.২০১০-১৫৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত **'উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি'** তে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে:

(ক) উপজেলা প্রকৌশলী;

(খ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(গ) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক;

(ঘ) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা।

২। কমিটির কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: নজরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৯ পৌষ ১৪১৭/১২ জানুয়ারি ২০১১

নং- **০৪.২২২.০৫৮.০০.০০.০১৪.২০১০-১৫৪**—দারিদ্র বিমোচন এবং সামাজিক খাতের উন্নয়নকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত সুবিধাভোগীরা যাতে সুবিধা পান এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ও তালিকা জেলাভিত্তিক মনিটরিং এর জন্য সরকার নিম্নরূপ একটি **'জেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি পরিবীক্ষণ কমিটি'** গঠন করিয়াছে:

২। কমিটির গঠন:

ক্রমিক নং	**পদবী**		
(১)	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(২)	নির্বাহী প্রকৌশলী (এলজিইডি)	-	সদস্য
(৩)	সিভিল সার্জন	-	সদস্য
(৪)	উপ-পরিচালক (কৃষি)	-	সদস্য
(৫)	জেলা বন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৬)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (মৎস্য)	-	সদস্য
(৭)	জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা (প্রাণি সম্পদ)	-	সদস্য
(৮)	জেলা আনসার এ্যাডজুটেন্ট	-	সদস্য
(৯)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-	সদস্য
(১০)	উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা)	-	সদস্য
(১১)	উপ-পরিচালক (সমাজসেবা)	-	সদস্য
(১২)	উপ-পরিচালক (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর)	-	সদস্য
(১৩)	উপ-পরিচালক (বিআরডিবি)	-	সদস্য
(১৪)	জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার	-	সদস্য
(১৫)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	সদস্য
(১৬)	জেলা শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
(১৭)	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
(১৮)	জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	-	সদস্য
(১৯)	মেয়র, পৌরসভা	-	সদস্য
(২০)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সদস্য
(২১)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	-	সদস্য
(২২)	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

৩। **কমিটির কার্যপরিধি:**

(ক) জেলা পর্যায়ে সকল বিভাগ/দপ্তরসমূহের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট পর্যালোচনা।

(খ) জেলা পর্যায়ে সকল বিভাগ/দপ্তরসমূহের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা পরীক্ষা ও সমন্বয়।

(গ) জেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের উপকারভোগী নির্বাচনের নীতি, পদ্ধতি এবং তালিকা পর্যালোচনা।

(ঘ) জেলা পর্যায়ে সার্বিক কার্যাদি পরিবীক্ষণ ও জেলা পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান।

(ঙ) উক্ত কমিটি প্রতি ০৩ (তিন) মাসে একবার সভা আহ্বান করবে এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্য সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪/২৭ ভাদ্র ১৪২১

নং: **০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৫২**–Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করিয়াছে:

(ক) কমিটির নাম: সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি [Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)]

(খ) কমিটির গঠন:

১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	-	আহ্বায়ক
২.	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
৩.	সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
৪.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	-	সদস্য
৫.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬.	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	-	সদস্য
৭.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য
৮.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	-	সদস্য
৯.	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১০.	সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	-	সদস্য
১১.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
১২.	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	-	সদস্য
১৩.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	-	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	-	সদস্য
১৫.	প্রকল্প পরিচালক, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্প, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য

(গ) কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)-ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(খ) CRVS-কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদান;

(গ) CRVS-বিষয়ক কৌশলপত্র, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি পর্যালোচনা;

(ঘ) CRVS-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

২। প্রফেসর ডা. আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পওউ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং জনাব আনীর চৌধুরী, পলিসি এ্যাডভাইজার, এটুআই প্রোগ্রাম বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উক্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

নং-০৪.২২২.০৫৮.০০.০৩.০১৪.২০১০-২৫৯ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধস্তন দপ্তরসমূহ কর্তৃক অভিন্নভাবে নাগরিকের সাধারণ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তথ্যসমূহকে পারস্পরিক প্রয়োজনে ব্যবহার-উপযোগী করার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজতর ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে নাগরিকের মৌলিক উপাত্ত কাঠামো (Citizen Core Data Structure, CCDS) অনুসরণ করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে এখন থেকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধস্তন দপ্তরসমূহে নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ১২টি উপাত্ত আবশ্যিকভাবে এবং ০৮টি উপাত্ত ঐচ্ছিকভাবে ব্যবহার করতে হবেঃ

আবশ্যকীয় উপাত্ত (Mandatory Fields)	ঐচ্ছিক উপাত্ত (Optional Fields)
১। আইডি নং	১। যে নামে পরিচিত
২। নাম	২। রক্তের গ্রুপ
(ক) বাংলা	৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা
(খ) ইংরেজি	৪। বৈবাহিক তথ্যাবলি
৩। মাতার তথ্যাবলি	৫। অসামর্থ্য
৪। পিতার তথ্যাবলি	৬। জাতিসত্তা
৫। জন্ম তারিখ	৭। প্রবাসী বাংলাদেশী কি-না
৬। জন্মস্থান	৮। বায়োমেট্রিক তথ্যাবলি
৭। জাতীয়তা	
৮। জেন্ডার	
৯। ধর্ম	
১০। পেশা	
১১। বর্তমান ঠিকানা	
১২। স্থায়ী ঠিকানা	

২। CCDS-এর নির্দেশিকা ও সর্বশেষ সংস্করণ (সাধারণ ও কারিগরি বর্ণনা) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে (http://www.cabinet.gov.bd/) পাওয়া যাবে। নির্দেশিকা থেকে বিভিন্ন উপাত্তের (CCDS Field Definitions এবং CCDS Description about each Field) বিশদ বিবরণ উদাহরণসহ পাওয়া যাবে।

৩। এ ছাড়া, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো BBS থেকে (http://www.bbs.gov.bd/) CCDS সংক্রান্ত সকল প্রকার কোডের হালনাগাদকৃত তালিকা পাওয়া যাবে। কোডের ব্যাখ্যা বা নতুন কোন কোড প্রবর্তনের ক্ষেত্রে BBS প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, ভৌগোলিক বা অন্য কোন কারণে নতুন কোড তৈরি করতে হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর BBS-কে অবহিত করবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নজরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা)

<u>ই-গভর্নেন্স শাখা সম্পর্কিত</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮/০১ জুন ২০১১

নং ০৪.২২২.০৪৫.০০.০১.০০৭.২০১০.৩১—সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকারি কাজে কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহার দ্রুত প্রমিতকরণ নিশ্চিতকরণসহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধিনস্ত দপ্তরসমূহে অনতিবিলম্বে বাংলা ইউনিকোড-এর ব্যবহার শুরু করতে হবে। সেমতে ইউনিকোড-৬.০ ফন্ট-এর জুরুরি ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগে ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের গৃহীত মান UNICODE 6.0 এর আলোকে BDS 1520:2011 Specification for Bangla Coded Character set for Information Interchange বাংলাদেশ মানটি Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) কর্তৃক গত ১৫-০২-২০১১ তারিখে জাতীয় মান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সেইসঙ্গে UNICODE 6.0 মানের কয়েকটি ফন্টের তালিকা কম্পিউটারে ব্যবহারের সুবিধার্থে নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	ফন্ট	স্বত্বাধিকারী
১।	নিকস (NIKOSH)	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
২।	সোলায়মানলিপি (Solaimanlipi)	মুক্ত লাইসেন্স
৩।	বৃন্দা (Vrinda)	মাইক্রোসফট কর্পোরেশন
৪।	সুতনীওএমজে (SutonnyOMJ)	আনন্দ কম্পিউটারস্
৫।	মুক্তি (Mukti)	লিন্যাক্স

২। বর্ণিত অবস্থার আলোকে সরকারি কাজে কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার দ্রুত প্রমিতকরণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরসমূহে উল্লিখিত ইউনিকোড-৬.০ ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

৩।এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪১৯/০৮ এপ্রিল ২০১৩

নং ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩-১৮—জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকসেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে একটি করিয়া ইনোভেশন টিম গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে বিদ্যমান আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট-এর পদনাম মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং অধিদপ্তর/সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসার হিসাবে পরিবর্তিত হইবে।

২। **<u>ইনোভেশন টিমের গঠন:</u>**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়	চিফ ইনোভেশন অফিসার	-	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;
	সদস্য	-	মনোনীত কর্মকর্তা ৩-৫ জন (ন্যূনতম ০১ জন করিয়া কর্মকর্তা আইসিটি ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা হইতে মনোনীত হইবেন)। মন্ত্রণালয়/বিভাগে বর্তমানে বিদ্যমান ওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট টিম (Work Improvement Team/WIT) ইনোভেশন টিম হিসাবে রূপান্তরিত হইবে এবং WIT-প্রধান চিফ ইনোভেশন অফিসার হিসাবে মনোনীত হইবেন।
অধিদপ্তর/সংস্থা পর্যায়	ইনোভেশন অফিসার	-	পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;
	সদস্য	-	মনোনীত কর্মকর্তা ৩-৫ জন (ন্যূনতম ০১ জন করিয়া কর্মকর্তা আইসিটি/পরিকল্পনা সেল হইতে মনোনীত হইবেন।
জেলা পর্যায়	ইনোভেশন অফিসার	-	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক;
	সদস্য	-	সহকারী কমিশনার ১ জন; জেলার অন্যান্য দপ্তর থেকে মনোনীত কর্মকর্তা ৩-৫ জন।
উপজেলা পর্যায়	ইনোভেশন অফিসার	-	উপজেলা নির্বাহী অফিসার;
	সদস্য	-	সহকারী কমিশনার (ভূমি); উপজেলার অন্যান্য দপ্তর থেকে মনোনীত কর্মকর্তা ৩-৫ জন।

৩। **<u>ইনোভেশন টিমের সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য পূর্বদক্ষতা:</u>**

উচ্চতর প্রশিক্ষণ/শিক্ষা গ্রহণকারী, অতিরিক্ত দায়িত্বগ্রহণ ও নতুন উদ্ভাবনীমূলক কাজে আগ্রহী, নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম, দলীয়ভাবে কাজ করিতে স্বচ্ছন্দ এবং অন্যকে সহায়তা করিবার মানসিকতা ও ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণকে এই টিমের সদস্য হিসাবে মনোনয়নের জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে। বদলিজনিত বা অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার/ইনোভেশন অফিসার এবং ইনোভেশন টিমের সদস্য পরিবর্তন করিতে পারিবেন। মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে সচিব, অধিদপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে অধিদপ্তর/সংস্থাপ্রধান এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ইনোশেভন টিম গঠন করিবেন।

৪। **ইনোভেশন টিমের কার্যপরিধি:**

১) স্ব স্ব কার্যালয়ের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়ন;

২) এই সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বৎসরের শুরুতে মাসিক সমন্বয় সভায় অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৩) প্রতিমাসে টিমের সভা অনুষ্ঠান, কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্য়ালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন;

৪) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইনোভেশন টিমের সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন; এবং

৫) প্রতি বৎসর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের একটি পূর্ণাঙ্গ বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, উহা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং স্বীয় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

৫। **চিফ ইনোভেশন/ইনোভেশন অফিসারের দায়িত্ব ও কার্যাবলি:**

১) স্ব স্ব কার্যালয়ের ইনোভেশন টিমের নেতৃত্ব প্রদান;

২) পরিবর্তনের রূপকার হিসাবে স্বীয় কার্যালয়ে সেবা প্রদান ও অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল চর্চার সংস্কৃতি ও ক্ষেত্র গড়িয়া তোলা, আইসিটি ও সকল উদ্ভাবনী কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি কাজকর্মে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টিম-সদস্যগণের কর্মস্পৃহার বিকাশসাধন এবং উদ্ভাবনী মেলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ;

৩) নাগরিক সেবা সহজিকরণ (service process simplification)-এর জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থার সংস্কার সাধন এবং সিটিজেন চার্টারের যথাযথ বাস্তবায়ন;

৪) স্বীয় কার্যালয়ের সম্ভাব্য সকল সেবাকে ই-সেবায় রূপান্তরে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন এবং ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও চিঠিপত্র, ডকুমেন্ট ইত্যাদি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণকে উৎসাহিতকরণ;

৫) স্ব স্ব কার্যালয়ের যাবতীয় তথ্যাবলির সন্নিবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল তৈরি ও হালনাগাদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কার্যালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬) জাতীয় আইসিটি নীতিমালায় বর্ণিত ICT Action Plan-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

৭) স্ব স্ব কার্যালয়ের আইসিটি কার্যক্রমের বাজেট তৈরি, প্রকল্প গ্রহণ, অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ, কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন;

৮) তথ্য অধিকার আইন অনুসারে স্ব স্ব কার্যালয়ের নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহিত সমন্বয়সাধন; এবং

৯) জাতীয় ই-জিফ (e-GIF: e-Governance Interoperability Framework)-এর আওতায় আইসিটি কার্যক্রমকে আদর্শমানে আনয়ন (standardization) ও ইন্টারঅপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণ।

৬। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই প্রজ্ঞাপনের আলোকে ইনোভেশন টিম গঠনপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করিবেন এবং টিমকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

৭। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ নজরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫

সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫

১. প্রেক্ষাপট

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অনেক দেশেই সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে ইনোভেশন টিমসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে 'ইনোভেশন টিম' গঠনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৩ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে **(পরিশিষ্ট-ক)**। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় সহস্রাধিক ইনোভেশন টিম গঠিত হয়েছে। দপ্তরসমূহের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ইনোভেশন টিমের অন্যতম দায়িত্ব।

কিন্তু উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সকল দপ্তরের সাফল্য সমান নয়। অনেক প্রতিষ্ঠান অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অত্যন্ত সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রণীত কর্মপরিকল্পনা যথেষ্ট মানসম্পন্ন নয়। তাছাড়া, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেনি এমন প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড ও পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা না থাকার ফলেই প্রতিষ্ঠানসমূহ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সমান আগ্রহ প্রকাশ করেনি মর্মে ধারণা করা যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ইনোভেশন টিমের কাজে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হল।

২. উদ্দেশ্য ও ব্যবহার

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এ লক্ষ্যে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী গঠিত ইনোভেশন টিমের বাৎসরিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মূল্যায়নের কাজে এ নির্দেশিকা ব্যবহৃত হবে। উল্লেখ্য, নির্দেশিকাটিতে কেবল মূল বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, বিস্তারিত পথনির্দেশ দেওয়া হয়নি। ইনোভেশন টিমগুলি নিজ অধিক্ষেত্রের প্রয়োজন, প্রয়োগক্ষেত্র ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় নির্দেশিকাটির সঙ্গে প্রয়োজনীয় উপাদান যোগ করতে পারে। উদ্ভাবনী চর্চায় অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা এবং গভীরতা অর্জনের পরিক্রমায় সময়ে সময়ে এ নির্দেশিকাটির পরিমার্জন প্রয়োজন হবে।

৩. উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয়

উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের প্রধান চারটি ধাপ রয়েছে, যথা-

(ক) উদ্ভাবনী ধারণার বিকাশ ও যাচাই,
(খ) উদ্ভাবনী ধারণার পরীক্ষা বা পাইলটিং,
(গ) পাইলট উদ্যোগের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং
(ঘ) উপযুক্ত পাইলট উদ্যোগের বৃহত্তর প্রতিফলন।

অপরদিকে, সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবনী উদ্যোগের সাধারণ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে-

(ক) সেবায় নাগরিকের ভোগান্তি লাঘব,

(খ) সেবা প্রদানের বর্তমান ব্যবস্থার উন্নয়ন বা নতুন সেবা প্রদানের মাধ্যম প্রবর্তন,

(গ) নাগরিকের সঙ্গে যোগাযোগ,

(ঘ) দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন এবং

(ঙ) সরকারি-বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্ব ইত্যাদি।

প্রযুক্তিগত দ্রুত অগ্রগতির ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিশেষত মোবাইল প্রযুক্তি বর্তমানে উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করছে, যদিও সবক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যবহার আবশ্যিক নাও হতে পারে। উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইনোভেশন টিমগুলি নিজ অধিক্ষেত্র-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পাশাপাশি নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনায় নিতে পারে।

৩.১. অংশীজনদের সম্পৃক্ততা

প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে সকল অংশীজনের সংশ্লেষ ও কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করা ইনোভেশন টিমগুলির দায়িত্ব। উদ্ভাবনী কাজের সমন্বয়সাধন, উদ্ভাবনী কাজের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি সংরক্ষণার্থে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন নিশ্চিত করার জন্য ইনোভেশন টিম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ‘ইনোভেশন সেক্রেটারিয়েট’ হিসাবে কাজ করবে।

৩.২. কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচ্য বিষয়াদি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রতিটি ইনোভেশন টিম নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজনে নিম্নে বর্ণিত ইঙ্গিতমূলক (indicative) বিষয়গুলি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। নিজ নিজ প্রেক্ষাপট, প্রয়োজন, অগ্রাধিকার ও সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে ইনোভেশন টিমগুলি বাস্তবমুখী বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করবে।

ক্রমিক	উদ্ভাবনের ক্ষেত্র	কর্মপরিকল্পনার জন্য বিবেচ্য বিষয়
৩.২.১	সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ	অধিক্ষেত্রের প্রধান প্রধান সেবাসমূহ কী? কোন সেবাসমূহ নাগরিকের চাহিদা বিবেচনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ? সেবাসমূহের বিষয়ে নাগরিক সন্তুষ্টির জরিপ আছে কি? নাগরিকের চাহিদা বোঝার জন্য গণশুনানীর ব্যবস্থা আছে কি? সেবা সহজিকরণের প্রধান প্রধান উপাদানগুলি (সেবা প্রদানের সময়, সেবাগ্রহীতার ব্যয়, অফিস-যাতায়াতের সংখ্যা, গুণগত মান) কী এবং এগুলি লাঘবের জন্য কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়? সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহীতার সঙ্গে বর্তমানে কীভাবে যোগাযোগ করা হয়? সেবা প্রদান কাজে প্রধান সমস্যাগুলি কী? এগুলি কীভাবে সমাধান করা যায়? ডিজিটাল তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে এ সেবাটি পাওয়া সম্ভব কি? সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে অন্য দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লেষ থাকলে কীভাবে পারস্পরিক অংশীদারির মাধ্যমে সেবা প্রদান জটিলতামুক্ত করা যায়? সেবা প্রদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা মোবাইল প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করার সুযোগ আছে কি?

ক্রমিক	উদ্ভাবনের ক্ষেত্র	কর্মপরিকল্পনার জন্য বিবেচ্য বিষয়
৩.২.২	দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন	দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ প্রধান কর্মপ্রক্রিয়াসমূহ কী? সাধারণভাবে কোন কর্মপ্রক্রিয়া অধিকতর ব্যবহৃত হয়? কোন কোন কর্মপ্রক্রিয়া অধিকতর জটিল, ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ? অভ্যন্তরীণ এসব কর্মপ্রক্রিয়ায় ধাপ, সময়, ব্যয় ও অন্যান্য অপচয় হ্রাস করার সুযোগ আছে কি? এসব কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে অন্য শাখা/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লেষ আছে কি এবং এক্ষেত্রে পারস্পরিক অধিকতর সমন্বয়ের সুযোগ রয়েছে কি? এতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা মোবাইল প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করার সুযোগ আছে কি? দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কাজে কীভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়? দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড, বিশেষত বাৎসরিক বাজেট, ক্রয়, প্রকল্প কার্যক্রম, বাৎসরিক প্রতিবেদন ইত্যাদি তথ্যের অবাধ প্রবাহ কীভাবে নিশ্চিত করা যায় এবং অধিকতর স্বচ্ছতা আনা যায়? কীভাবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বর্ণিত শুদ্ধাচার চর্চার পরিবেশের উন্নয়ন করা যায়?
৩.২.৩	উদ্ভাবন-সহায়ক পরিবেশ তৈরি	উদ্ভাবন চর্চার জন্য নিজ অধিক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলি কী এবং চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা নিরসনে কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়? নিজ অধিক্ষেত্রে উদ্ভাবন চর্চার সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার জন্য ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের কী কী সুনির্দিষ্ট নেতৃত্বমূলক ভূমিকা প্রয়োজন? উদ্ভাবনী ধারণা প্রদানে নিজ অধিক্ষেত্রে সকল পর্যায়ের জনবলকে কীভাবে উৎসাহিত করা যায়? উদ্ভাবনী ধারণার পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়? উদ্ভাবনী চর্চার জন্য নিজ অধিক্ষেত্রে সচেতনতা ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কী ব্যবস্থা (প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, অন্য দপ্তরের উদ্যোগ পরিদর্শন, বিদেশের অভিজ্ঞতা অর্জন ইত্যাদি) নেওয়া যায়? উদ্ভাবন চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যোগান বৃদ্ধি এবং যথাযথ ব্যবহার কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? উদ্ভাবন উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিজ অধিক্ষেত্রে কোন আদেশ-নির্দেশ, চর্চা, বিধি-বিধান সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা আছে কি? বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে এ প্রতিবন্ধকতা কীভাবে নিরসন করা যায়? ইতোমধ্যে যেসব উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন আছে সেগুলির পরিদর্শন, পর্যালোচনা, ফলোআপ, ঝুঁকি নিরসন, মনিটরিং ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়? গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়? উদ্ভাবন চর্চায় সফল উদ্যোগী কর্মকর্তাকে কীভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা যায়?

ক্রমিক	উদ্ভাবনের ক্ষেত্র	কর্মপরিকল্পনার জন্য বিবেচ্য বিষয়
৩.২.৪	পার্টনারশিপ ও নেটওয়ার্কিং	স্বীয় অধিক্ষেত্রে উদ্ভাবন চর্চার ক্ষেত্রে অন্য কোন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর সঙ্গে অংশীদারত্ব এবং নেটওয়ার্কিং-এর সুযোগ আছে কি? সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইনোভেশন টিমের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে উদ্ভাবন চর্চার ক্ষেত্র কীভাবে অধিকতর জোরদার ও অর্থবহ করা যায়? জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি, বিধি-বিধান, আইন-কানুন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কীভাবে জনসম্পৃক্তি বৃদ্ধি করা যায়? জনসম্পৃক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা মোবাইল প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করার সুযোগ আছে কি?
৩.২.৫	সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	উদ্ভাবনী ধারণা আহবান, পর্যালোচনা ও মত বিনিময়ে এবং নাগরিক ও সুশীল সমাজের সঙ্গে সেতু বন্ধন তৈরিতে ইলেক্ট্রনিক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সুযোগকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়? নিজ দপ্তরে এবং নিজ অধিক্ষেত্র-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে সোশাল মিডিয়া ব্যবহারকে কীভাবে উৎসাহিত করা যায়? এক্ষেত্রে কোন নির্দেশিকা প্রণয়ন করা যায় কি? সোশাল মিডিয়া ব্যবহারে দাপ্তরিক জনবলের ওরিয়েন্টেশনের প্রয়োজন আছে কি? এ বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

৩.৩. কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ছক

প্রতিটি ইনোভেশন টিম স্বীয় অধিক্ষেত্রে এক বছরে সম্পাদিতব্য উদ্যোগসমূহের (এ নির্দেশিকার ৩.১ নং অনুচ্ছেদের আলোকে) একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। কর্মপরিকল্পনায় নিম্নের ছকে উল্লিখিত তথ্যসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন-

ক্রমিক নম্বর	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবি)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড
০১.	উদাহরণ- অনলাইনে জমির নামজারিকরণের ব্যবস্থা করা	উদাহরণ- ফেব্রুয়ারি ১, ২০১৫- ৩০ জুন ২০১৫	উদাহরণ- জনাব বেনজামিন অধিকারী, উপ-সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা	উদাহরণ- নতুন ব্যবস্থায় নামজারিতে সময়, খরচ কিংবা যাতায়াত কম লাগবে, বা সেবাগ্রহীতার ভোগান্তি কমবে।	উদাহরণ- সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার সময় বা সেবা প্রাপ্তির ব্যয় বা সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সেবাগ্রহিতার অফিস যাতায়াতের সংখ্যা

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার একটি নমুনা **পরিশিষ্ট-খ** তে প্রদত্ত হল।

৪. ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম মূল্যায়ন

ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম মূল্যায়ন পদ্ধতি একটি স্ব-মূল্যায়ন ব্যবস্থা। মাসিক সমন্বয় সভায় বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনের আলোকে এ সংক্রান্ত বাৎসরিক একটি প্রতিবেদন তৈরি করে স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং এর কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বৎসর শেষে পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত ছকে উল্লিখিত বিষয়াদির আলোকে ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হবে।

কর্মমূল্যায়ন ছক

ক্রমিক	মূল্যায়নের বিষয়	কর্মকৃতি সূচক	মূল্যায়ন
৪.১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	না =০; হ্যাঁ = ৫
৪.২	ইনোভেশন টিমের সভা	প্রতি মাসে ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠিত	প্রতিটি সভার জন্য ০১ সর্বোচ্চ- ১০
৪.৩	ইনোভেশন টিমের বাৎসরিক প্রতিবেদন	বাৎসরিক প্রতিবেদন স্বীয় ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	না =০; হ্যাঁ = ৫
		৩১ জানুয়ারির মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের বাৎসরিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	না =০; হ্যাঁ = ৫
৪.৪	উদ্ভাবনী ধারণা আহবান, যাচাই ও বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রম	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে উদ্ভাবনী ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলি যাচাইপূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সঙ্কলিত।	না =০; হ্যাঁ = ৫
৪.৫	উদ্ভাবনী ধারণার প্রটোটাইপিং/ পাইলটিং	উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের জন্য পাইলট প্রকল্প গৃহীত	প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ২; সর্বোচ্চ ১০
৪.৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের (প্রটোটাইপ/ পাইলট) অর্জিত অভিজ্ঞতা	উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত	প্রতিটি উদ্যোগের জন্য ০২; সর্বোচ্চ ১০
		সফল এবং বিফল উভয় উদ্যোগসমূহ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা রিপোর্ট আকারে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত	প্রতিটি ডকুমেন্টের জন্য ০১; সর্বোচ্চ ৫
৪.৭	জাতীয়ভাবে বাস্তবায়ন (স্কেলিং আপ)	উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প দেশব্যাপী/বৃহত্তর অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত (স্কেলিং আপ)	প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ৫; সর্বোচ্চ ১০
৪.৮	উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি	নিজ অধিক্ষত্রে উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, শিক্ষাসফর ইত্যাদি আয়োজিত	প্রতিটি উদ্যোগের জন্য ০২; সর্বোচ্চ ১০
৪.৯	নেটওয়ার্কিং ও পার্টনারশিপ	অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজিত	প্রতিটি উদ্যোগের জন্য ০২; সর্বোচ্চ ১০
৪.১০	সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	দাপ্তরিক কাজে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহৃত	না =০; হ্যাঁ = ৫
৪.১১	ই-সেবা	নিজ অধিক্ষেত্রের বিভিন্ন সেবা ই-সেবায় রূপান্তরিত	প্রতিটি সেবার জন্য ২; সর্বোচ্চ ১০

৫. সামগ্রিক মূল্যায়ন

অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত বিষয়সমূহে মোট ১০০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্য থেকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ইনোভেশন টিমসমূহের কর্মতৎপরতা ও সাফল্যের চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হবে। সামগ্রিক মূল্যায়নের মানদণ্ড হবে নিম্নরূপ:

প্রাপ্ত নম্বর	মূল্যায়নের শ্রেণি
৯০-১০০	অসাধারণ
৮০-৯০	অতি উত্তম
৭০-৮০	উত্তম
৬০-৭০	মোটামুটি মানের
৬০-এর নিম্নে	দুর্বল

বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চার টেকসই সংস্কৃতির সূচনা করার ক্ষেত্রে ইনোভেশন টিমসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এ লক্ষ্যে প্রতিটি ইনোভেশন টিমের বছরব্যাপী সক্রিয় কার্যক্রম প্রয়োজন। ইনোভেশন টিমগুলিকে সক্রিয় করতে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। এ ছাড়া, ইনোভেশন টিমগুলির কার্যক্রমের মূল্যায়ন, প্রতিযোগিতা ও প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি প্রয়োজন। এ নির্দেশিকাটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম মূল্যায়নের একটি গাইডলাইন হিসাবে প্রণীত হল; যা ইনোভেশন টিমগুলি নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। এ সংক্রান্ত অধিকতর ব্যাখ্যা বা সহযোগিতার প্রয়োজন হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট অথবা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১৭.১৩.১৯ তারিখ ১৫ আষাঢ় ১৪২২ / ২৯ জুন ২০১৫

প্রজ্ঞাপন

ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো (Land Information & Service Architecture: জমি) যথাযথভাবে তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং এই কাঠামোর আওতায় ভূমি জরিপ, রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হল:

১.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সদস্য
৩.	মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন বাংলাদেশ, নিবন্ধন পরিদপ্তর	সদস্য
৪.	ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	সদস্য
৫.	আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	সদস্য
৬.	ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	সদস্য
৭.	ভূমি আপীল বোর্ডের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	সদস্য
৮.	জনাব আনীর চৌধুরী, পলিসি এ্যাডভাইজার, এটুআই প্রোগ্রাম	সদস্য
৯.	ড. মো: আব্দুল মান্নান, পরিচালক, ই-সার্ভিস, এটুআই প্রোগ্রাম	সদস্য-সচিব

২। কার্যপরিধি:

ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো (Land Information & Service Architecture: জমি) যথাযথভাবে তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং এই কাঠামোর আওতায় ভূমি জরিপ, রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন।

৩।কমিটি প্রয়োজনবোধে আরও সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মাহফুজা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
পরিচিতি নম্বর: ১৫৬৯৮
ফোন: ৯৫৫৮৮৩৯৫
ফ্যাক্স: ৯৫১৩৩০২
E-mail: eg_sec@cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১৭.১৩.১৯

তারিখ ১৫ আষাঢ় ১৪২২ / ২৯ জুন ২০১৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৬. সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ২৮, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯. মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন বাংলাদেশ, নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
১১. জনাব আনীর চৌধুরী, পলিসি এ্যাডভাইজার, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
১২. ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পরিচালাক, ই-সার্ভিস, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
১৩. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মাহফুজা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
পরিচিতি নম্বর: ১৫৬৯৮
ফোন: ৯৫৫৮৮৩৯৫
ফ্যাক্স: ৯৫১৩৩০২
E-mail: eg_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গভর্নেন্স শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৬৬.০১০.১৫.৬৬ তারিখ ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২২ / ১৯ নভেম্বর ২০১৫

প্রজ্ঞাপন

একটি গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণকল্পে সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সরকারি সেবা নাগরিকগণের দোরগোড়ায় কম সময়ে, কম খরচে ও ভোগান্তিবিহীনভাবে পৌছে দেওয়ার নিমিত্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের 'সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন' সংক্রান্ত কার্যক্রম (activity)-এর আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক কমপক্ষে একটি করে সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ ও একটি করে অনলাইন সেবা চালুকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উল্লিখিত কার্যক্রম সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কমিটি গঠন করা হল:

(ক) কমিটির গঠন:

১.	অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহবায়ক
২.	উপসচিব, প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখা	সদস্য
৩.	উপসচিব, সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা	সদস্য
৪.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি/	সদস্য
৬.	একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	উপসচিব, ই-গভর্নেন্স অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি:

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত একটি সেবা সহজিকরণ ও একটি ই-সেবা চালুকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন;

২. প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হয়ে সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ এবং ই-সেবা চালুকরণের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ; এবং

৩. প্রতি বছর সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও ই-সেবা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

০২। উল্লিখিত কমিটি প্রয়োজনে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

০৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মাহফুজা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
পরিচিতি নম্বর: ১৫৬৯৮
ফোন: ৯৫৫৮৮৩৯৫
ফ্যাক্স: ৯৫১৩৩০২
E-mail: eg_sec@cabinet.gov.bd

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রজ্ঞাপনটি অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশ করে ২০০ (দুইশত) কপি জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হল।)

সমন্বয় অনুবিভাগ
নিকার শাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নিকার শাখা

www.cabinet.gov.bd

নং-০৪.০০.০০০০.৭২১.০৬.০০১.১৫-০৯(১৫)

তারিখ ১৯ ফাল্গুন ১৪২১ / ০৩ মার্চ ২০১৫

প্রজ্ঞাপন

২৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ময়মনসিংহ প্রশাসনিক বিভাগ গঠনের লক্ষ্যে বিষয়টি সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সুপারিশ পেশ করার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হল :

২। কমিটির গঠন :

(১)	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সভাপতি
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (মহাপরিচালক পর্যায়ের)	-	সদস্য
(৩)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব)	-	সদস্য
(৪)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব)	-	সদস্য
(৫)	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব)	-	সদস্য
(৬)	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব)	-	সদস্য
(৭)	ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব)	-	সদস্য
(৮)	যুগ্মসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(৯)	উপসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।	-	সদস্য-সচিব।

কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) ময়মনসিংহ বিভাগ গঠনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতামত প্রদান;

(খ) নতুন বিভাগের বিভাগীয় সদর দপ্তরে কোন কোন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার অফিস স্থাপন করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(গ) উল্লিখিত অফিসসমূহ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নিরূপণ;

(ঘ) প্রস্তাবিত বিভাগীয় অফিসসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল নির্ধারণ;

(ঙ) ভৌত অবকাঠামো এবং লোকবলের জন্য আর্থিক সংশ্লেষ নিরুপণ;

(চ) প্রস্তাবিত বিভাগের সীমানা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান; এবং

(ছ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

৩। কমিটি দুই মাসের মধ্যে সুপারিশ পেশ করবে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ মহিউদ্দীন খান)
যুগ্মসচিব (সমন্বয়)।

উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা
(বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় জরুরি ভিত্তিতে প্রকাশের জন্য)।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৪। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

৬। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

৭। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৮। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)

১০। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ

১১। যুগ্মসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/ময়মনসিংহ

১৩। উপসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর(৯)৯৬.১৫.০০১.০৬.৭২১.০০০০.০০.০৪- তারিখ ৩০ আশ্বিন ১৪২২ / ১৫ অক্টোবর ২০১৫

বিষয় : ময়মনসিংহ প্রশাসনিক বিভাগ গঠনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

সরকার ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, জামালপুর ও শেরপুর–এ চারটি জেলা নিয়ে ময়মনসিংহ প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ বিভাগ গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এ ছাড়াও, ময়মনসিংহ বিভাগ গঠনের বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে :

(ক) এ বিভাগের সদর দপ্তর ময়মনসিংহ শহরে কিংবা পার্শ্ববর্তী কোন সুবিধাজনক স্থানে স্থাপিত হবে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বপাড় সন্নিহিত এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। বিকল্প হিসাবে ময়মনসিংহ শহরের কাশর মৌজায় বিএডিসি'র অনুকূলে ইতপূর্বে অধিগ্রহণকৃত ও অব্যবহৃত এবং পরবর্তীকালে পুনঃগ্রহণকৃত (resumed) ২.৯০ একর জমিতে বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরসমূহ স্থাপন করা যেতে পারে;

(খ) বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরসমূহের জন্য বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করতে হবে;

(গ) অবকাঠামো নির্মাণের সময় ভূমিকম্প ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;

(ঘ) ময়মনসিংহ প্রশাসনিক বিভাগে প্রাথমিক পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার ও উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শকের কার্যালয় এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করা হবে। ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ ভবনে সাময়িকভাবে উক্ত কার্যালয় ৩টি স্থাপন করা হবে। উক্ত ভবনে অবস্থিত দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত আঞ্চলিক কার্যালয় ও কলকারখানা পরিদর্শকের কার্যালয় অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে;

(ঙ) প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য জেলা পরিষদ ভবন সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(চ) অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগের আদলে ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার ও রেঞ্জ ডিআইজি অব পুলিশ কার্যালয়ের জনবল কাঠামো সৃজিত হবে এবং;

(ছ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণে বিভাগীয় পর্যায়ে স্ব স্ব অফিসের জন্য লোকবল কাঠামো নির্ধারণ করবে।

২। এমতাবস্থায় উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত/-
১৫-১০-২০১৫ ইং
(হাবিবুন নাহার)
উপসচিব
ফোন :৯৫১৩৬৪৪।

বিতরণ :

০১। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
০২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
০৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
০৪। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;
০৫। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;
০৬। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা;
০৭। উপ-পুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা রেঞ্জ, ঢাকা;
০৮। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ;
০৯। পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২০.৬০০.১.১৪.৪৪(১) তারিখ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ / ০৮ জুন ২০১৪

বিষয় : সিলেট জেলার ওসমানী নগর থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১০৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলার আটটি ইউনিয়ন যথা : (১) উমরপুর (২) সাদীপুর (৩) পশ্চিম পৈলনপুর (৪) বুরুঙ্গা বাজার (৫) গোয়ালা বাজার (৬) তাজপুর (৭) দয়ামীর এবং (৮) উছমানপুর সমন্বয়ে ওসমানী নগর উপজেলা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত উপজেলার বিভিন্ন অফিসের জন্য নিম্নরূপ অফিস সেট-আপ অনুমোদন করা হয়েছে :

ক্রমিক নম্বর	স্থাপিতব্য অফিসের নাম	কর্মকর্তা-কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ক) সংরক্ষিত (খ) হস্তান্তরিত	১	১৫	১৬
২.	উপজেলা ভূমি অফিস	১	১১	১২
৩.	থানা (পুলিশ স্টেশন)	১	২৫	২৬
৪.	উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস	১	৩	৪
৫.	উপজেলা শিক্ষা অফিস	৩	৩	৬
৬.	উপজেলা প্রকৌশল অফিস	১	১৬	১৭
৭.	উপজেলা নির্বাচন অফিস	১	২	৩
৮.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস	১	২	৩
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	১	১	২
১০.	উপজেলা খাদ্য অফিস	১	৩	৪
১১.	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অফিস	-	৩	৩
১২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস (হাসপাতালসহ)	১০	৩৭	৪৭
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিস	৩	২৪	২৭
১৪.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	২	৭	৯

ক্রমিক নম্বর	স্থাপিতব্য অফিসের নাম	কর্মকর্তা-কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১৫.	উপজেলা মৎস্য অফিস	১	৪	৫
১৬.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	২	৮	১০
১৭.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস	১	৭	৮
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	১	১	২
১৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস	২	১	৩
২০.	উপজেলা সমাজ সেবা অফিস	১	৯	১০
২১.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	২	৪	৬
২২.	উপজেলা সমবায় অফিস	১	৩	৪
২৩.	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	১	৩	৪
২৪.	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস	১	৬	৭
	সর্বমোট =	**৪০**	**১৯৮**	**২৩৮**

২। উপর্যুক্ত সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ওসমানী নগর উপজেলা স্থাপনের লক্ষ্যে লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩। ওসমানী নগর উপজেলার সদর দপ্তর উপজেলার দুলিয়ারবন্দ মৌজায় স্থাপন করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৮/০৬/২০১৪
(এন এম জিয়াউল আলম)
অতিরিক্ত সচিব

উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)।

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২০.৬০০.১.১৪.৪৪(২১)

তারিখ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ / ০৮ জুন ২০১৪

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)</u>

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

৪। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৫। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৬। সচিব, অর্থ বিভাগ।

৭। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৮। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

৯। সচিব, খাদ্য বিভাগ।

১০। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

১২। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১৩। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

১৪। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

১৫। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১৬। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

১৭। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১৮। ভারপ্রাপ্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

১৯। ভারপ্রাপ্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

২০। ভারপ্রাপ্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

২১। ভারপ্রাপ্ত সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষরিত/-
০৮/০৬/২০১৪
(হাবিবুন নাহার)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬৪৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২০.৬০০.১.১৪.৪৫(১) তারিখ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ / ০৮ জুন ২০১৪

বিষয় : খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারা থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১০৯তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারা ইউনিয়ন, মহালছড়ি উপজেলার সিন্দুকছড়ি ইউনিয়ন এবং রামগড় উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়ন সমন্বয়ে গুইমারা উপজেলা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত উপজেলার বিভিন্ন অফিসের জন্য নিম্নরূপ অফিস সেট-আপ অনুমোদন করা হয়েছে :

ক্রমিক নম্বর	স্থাপিতব্য অফিসের নাম	কর্মকর্তা-কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ক) সংরক্ষিত (খ) হস্তান্তরিত	১	১৫	১৬
২.	উপজেলা ভূমি অফিস	১	১১	১২
৩.	থানা (পুলিশ স্টেশন)	১	২৫	২৬
৪.	উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস	১	৩	৪
৫.	উপজেলা শিক্ষা অফিস	৩	৩	৬
৬.	উপজেলা প্রকৌশল অফিস	১	১৬	১৭
৭.	উপজেলা নির্বাচন অফিস	১	২	৩
৮.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস	১	২	৩
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	১	১	২
১০.	উপজেলা খাদ্য অফিস	১	৩	৪
১১.	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অফিস	-	৩	৩
১২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস (হাসপাতালসহ)	১০	৩৭	৪৭
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিস	৩	২৪	২৭
১৪.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	২	৭	৯
১৫.	উপজেলা মৎস্য অফিস	১	৪	৫

ক্রমিক নম্বর	স্থাপিতব্য অফিসের নাম	কর্মকর্তা-কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১৬.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	২	৮	১০
১৭.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস	১	৭	৮
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	১	১	২
১৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস	২	১	৩
২০.	উপজেলা সমাজ সেবা অফিস	১	৯	১০
২১.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	২	৪	৬
২২.	উপজেলা সমবায় অফিস	১	৩	৪
২৩.	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	১	৩	৪
২৪.	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস	১	৬	৭
	সর্বমোট =	**৪০**	**১৯৮**	**২৩৮**

২। উপর্যুক্ত সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর গুইমারা উপজেলা স্থাপনের লক্ষ্যে লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩। গুইমারা উপজেলার সদর দপ্তর উপজেলার ১৯৭ নং গুইমারা মৌজায় স্থাপন করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৮/০৬/২০১৪
(এন এম জিয়াউল আলম)
অতিরিক্ত সচিব

উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)।

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২০.৬০০.১.১৪.৪৫(২১)

তারিখ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ / ০৮ জুন ২০১৪

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

৪। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৫। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৬। সচিব, অর্থ বিভাগ।

৭। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৮। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

৯। সচিব, খাদ্য বিভাগ।

১০। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

১২। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১৩। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

১৪। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

১৫। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১৬। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

১৭। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১৮। ভারপ্রাপ্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

১৯। ভারপ্রাপ্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

২০। ভারপ্রাপ্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

২১। ভারপ্রাপ্ত সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষরিত/-
০৮/০৬/২০১৪
(হাবিবুন নাহার)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬৪৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২.০৬.০০১.১৪.৪৬(২০০)

তারিখ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ / ১০ জুন ২০১৪

পরিপত্র

বিষয় : এক উপজেলা হইতে অন্য উপজেলায় ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজন এবং বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা।

প্রথম অংশ : এক উপজেলা হইতে অন্য উপজেলায় ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজনসংক্রান্ত নীতিমালা।

এক উপজেলা হইতে অন্য উপজেলায় ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজন ক্ষেত্রে বর্তমানে সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকায় নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এক উপজেলা হইতে অন্য উপজেলায় ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত সংবলিত একটি নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয় বিধায় সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত নীতিমালা জারি করা হইল :

(১) এক উপজেলা হইতে অন্য উপজেলায় ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজন ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে :

(ক) এক উপজেলার সহিত অন্য উপজেলার ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজনের ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত ইউনিয়ন/ওয়ার্ড যে উপজেলার সহিত সংযোজন করা হইবে এবং যে উপজেলা হইতে বিয়োজন করা হইবে সেই সকল এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রস্তাবিত সংযোজন না করার কারণে জনগণের অসুবিধা হইতেছে কি-না সেই সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকিতে হইবে;

(খ) প্রস্তাবিত ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজনে কোন প্রকার আইনগত, টেকনিক্যাল বা প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা আছে কিনা তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে;

(গ) যে উপজেলার সহিত ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজন হইবে সেই উপজেলা এবং যে উপজেলা হইতে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড কর্তন করিয়া সংযোজন করা হইবে সেই উপজেলার ইউয়িনের সংখ্যা, জনসংখ্যা এবং আয়তন ইত্যাদি ইউনিয়নের নামসহ উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঘ) ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজনের ফলে উপজেলা গঠনের সময় আরোপিত মূল শর্তাদির পরিবর্তন হইবে কিনা উহা বিবেচনায় রাখিতে হইবে;

(ঙ) প্রস্তাবিত পুনর্গঠনের ফলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানার বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি হইবে কিনা সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত থাকিতে হইবে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী এলাকার সীমানার সহিত সাংঘর্ষিক কোন প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইবে না।

(২) পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২৪-১০-২০০৪ তারিখে জারিকৃত নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের সংশোধিত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) এক উপজেলার ইউনিয়ন/ওয়ার্ড অন্য উপজেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া উপজেলা পুনর্গঠনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি :

(ক) বিবেচ্য এলাকার মোট জনসংখ্যার কমপক্ষে শতকরা এক ভাগ ব্যক্তির স্বাক্ষর সংবলিত আবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এই নীতিমালায় বর্ণিত বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে মতামতসহ জেলা প্রশাসকের কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন। জেলা প্রশাসক কর্তৃক যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রস্তাবটি যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে তিনি উহা সুপারিশক্রমে বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রেরণ করিবেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগের মতামত গ্রহণপূর্বক উক্ত প্রস্তাবের যথার্থতা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মতামতের আলোকে সার-সংক্ষপ প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাবটি পরীক্ষান্তে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন 'নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি'র বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিবে। সচিব কমিটি স্থানীয় সরকার বিভাগের সুপারিশ সংবলিত প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর বিবেচনার জন্য চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান করিবে।

দ্বিতীয় অংশ : বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা।

বর্তমানে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত সংবলিত একটি নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয় বিধায় সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত নীতিমালা জারি করা হইল :

(১) বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা পুনর্গঠনের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে :

(ক) বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উহার যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড-এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করিতে হইবে;

(খ) বিদ্যমান উপজেলার যে অংশ কর্তন করিয়া সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কিংবা যে অংশটুকু বিদ্যমান সিটি কর্পোরেশনের সহিত সংযোজন করা হইবে সেই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান, বিদ্যমান উপজেলার অবশিষ্ট অংশের ভৌগোলিক অবস্থান, ইউনিয়নের সংখ্যা, স্ক্যাচ ম্যাপ, আয়তন, জনসংখ্যা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ইউনিয়নের নামসহ সন্নিবেশিত করিতে হইবে;

(গ) এই বিষয়ে কোন প্রকার আইনগত, টেকনিক্যাল বা প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা আছে কিনা তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঘ) বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠনের ফলে উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড গঠনের সময় আরোপিত মূল শর্তাদির পরিবর্তন হইবে কিনা উহা বিবেচনায় রাখিতে হইবে;

(ঙ) প্রস্তাবিত পুনর্গঠনের ফলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানার বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি হইবে কিনা সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত থাকিতে হইবে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী এলাকার সীমানার সহিত সাংঘর্ষিক কোন প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইবে না।

(২) পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২৪-১০-২০০৪ তারিখে জারিকৃত উপজেলা, থানা এবং তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের সংশোধিত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি :

(ক) বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড পুনর্গঠনের জন্য বিবেচ্য এলাকার মোট জনসংখ্যার কমপক্ষে শতকরা এক ভাগ ব্যক্তির স্বাক্ষর সংবলিত আবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক নীতিমালায় বর্ণিত বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রস্তাবটি বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করিবেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগের মতামত গ্রহণপূর্বক উক্ত প্রস্তাবের যথার্থতা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মতামতের আলোকে সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাবটি পরীক্ষান্তে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন 'নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি'র বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিবে। সচিব কমিটি স্থানীয় সরকার বিভাগের সুপারিশ সংবলিত প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর বিবেচনার জন্য বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠনের চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান করিবে।

২। জনস্বার্থে এই পরিপত্র জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

স্বাক্ষরিত/-
১১/৬/২০১৪
(এন এম জিয়াউল আলম)
অতিরিক্ত সচিব।

বিতরণ :

১। মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব
.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৩। পুলিশ মহাপরিদর্শক
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
.... বিভাগ।

৫। উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (সকল)
................................বিভাগ।

৬। জেলা প্রশাসক (সকল)
.... জেলা।

৭। পুলিশ সুপার (সকল)
.... জেলা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

নং-০৪.২১২.০০৬.০১.০০.০০১.২০১৩-১২(১)

তারিখ ৩০ পৌষ ১৪১৯ / ১৩ জানুয়ারি ২০১৩

বিষয়ঃ ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলাকে বিভক্ত করে ১০ (দশ)টি ইউনিয়ন যথাঃ (১) তারাকান্দা (২) বানিহালা (৩) কাকানী (৪) গাঁলাগাও (৫) বালিখাঁ (৬) ঢাকুয়া (৭) রামপুর (৮) কামারিয়া (৯) কামারগাঁও ও (১০) বিস্‌কা সমন্বয়ে তারাকান্দা উপজেলা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত উপজেলার বিভিন্ন অফিসের জন্য নিম্নরূপ অফিস সেট-আপ অনুমোদন করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	স্থাপিতব্য অফিসের নাম	কর্মকর্তা/কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ক) সংরক্ষিত (খ) হস্তান্তরিত	১	১৫	১৬
২.	উপজেলা ভূমি অফিস	১	১১	১২
৩.	থানা (পুলিশ স্টেশন)	১	২৫	২৬
৪.	উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস	১	৩	৪
৫.	উপজেলা শিক্ষা অফিস	৩	৩	৬
৬.	উপজেলা প্রকৌশল অফিস	১	১৬	১৭
৭.	উপজেলা নির্বাচন অফিস	১	২	৩
৮.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস	১	২	৩
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	১	১	২
১০.	উপজেলা খাদ্য অফিস	১	৩	৪
১১.	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অফিস	-	৩	৩
১২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস (হাসপাতালসহ)	১০	৩৭	৪৭
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিস	৩	২৪	২৭
১৪.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	২	৭	৯

ক্রমিক নং	স্থাপিতব্য অফিসের নাম	কর্মকর্তা/কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১৫.	উপজেলা মৎস্য অফিস	১	৪	৫
১৬.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	২	৮	১০
১৭.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস	১	৭	৮
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	১	১	২
১৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস	২	১	৩
২০.	উপজেলা সমাজ সেবা অফিস	১	৯	১০
২১.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	২	৪	৬
২২.	উপজেলা সমবায় অফিস	১	৩	৪
২৩.	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	১	৩	৪
২৪.	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস	১	৬	৭
	সর্বমোট	**৪০**	**১৯৮**	**২৩৮**

২। উপর্যুক্ত সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর তারাকান্দা উপজেলা স্থাপনের লক্ষ্যে লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩। তারাকান্দা উপজেলার সদর দপ্তর পূর্ব তালদিঘী ও মোকামিয়া মৌজায় স্থাপন করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৩/০১/২০১৩
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব

উপনিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)।

নং- ০৪.২১২.০০৬.০১.০০.০০১.২০১৩-১২(২০)

তারিখ ৩০ পৌষ ১৪১৯ / ১৩ জানুয়ারি ২০১৩

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)</u>

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৩। সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৪। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৫। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

৬। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

৭। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৮। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

৯। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১০। সচিব, অর্থ বিভাগ।

১১। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

১২। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১৩। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

১৫। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

১৬। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

১৭। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

১৮। ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

১৯। ভারপ্রাপ্ত সচিব, খাদ্য বিভাগ।

২০। ভারপ্রাপ্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

২১। ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

স্বাক্ষরিত/-
১৩/০১/২০১৩
(হাবিবুন নাহার)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬৪৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

নং-০৪.০০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০১৩-৬৫(১) তারিখ ১৬ পৌষ ১৪২০ / ৩০ মে ২০১৩

বিষয়ঃ নাটোর জেলার নলডাঙ্গা থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১০৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার নাটোর সদর উপজেলার নলডাঙ্গা পৌরসভা এবং (১) ব্রহ্মপুর, (২) মাধনগর, (৩) খাজুরা, (৪) পিপরুল ও (৫) বিপ্রবেলঘরিয়া ইউনিয়নের সমন্বয়ে নলডাঙ্গা উপজেলা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত উপজেলার বিভিন্ন অফিসের জন্য নিম্নরূপ অফিস সেট-আপ অনুমোদন করা হয়েছে :

ক্রমিক নম্বর	স্থাপিতব্য অফিসের নাম	কর্মকর্তা-কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ক) সংরক্ষিত (খ) হস্তান্তরিত	১	১৫	১৬
২.	উপজেলা ভূমি অফিস	১	১১	১২
৩.	থানা/পুলিশ স্টেশন	১	২৫	২৬
৪.	উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস	১	৩	৪
৫.	উপজেলা শিক্ষা অফিস	৩	৩	৬
৬.	উপজেলা প্রকৌশল অফিস	১	১৬	১৭
৭.	উপজেলা নির্বাচন অফিস	১	২	৩
৮.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস	১	২	৩
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	১	১	২
১০.	উপজেলা খাদ্য অফিস	১	৩	৪
১১.	উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিস	-	৩	৩
১২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস (হাসপাতালসহ)	১০	৩৭	৪৭
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিস	৩	২৪	২৭
১৪.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	২	৭	৯
১৫.	উপজেলা মৎস্য অফিস	১	৪	৫

ক্রমিক নম্বর	স্থাপিতব্য অফিসের নাম	কর্মকর্তা-কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১৬.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	২	৮	১০
১৭.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস	১	৭	৮
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	১	১	২
১৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস	২	১	৩
২০.	উপজেলা সমাজ সেবা অফিস	১	৯	১০
২১.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	২	৪	৬
২২.	উপজেলা সমবায় অফিস	১	৩	৪
২৩.	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	১	৩	৪
২৪.	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস	১	৬	৭
	সর্বমোট =	**৪০**	**১৯৮**	**২৩৮**

২। উপর্যুক্ত সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর নলডাঙ্গা উপজেলা স্থাপনের লক্ষ্যে লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩। নলডাঙ্গা উপজেলার সদর দপ্তর উপজেলার বুড়িরভাগ মৌজায় স্থাপন করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
৩০-০৫-২০১৩
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব

উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)।

নং- ০৪.০০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০১৩-৬৫(২০)

তারিখ ১৬ পৌষ ১৪২০ / ৩০ মে ২০১৩

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)</u>

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৩। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৪। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

৫। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৬। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৭।	সচিব, অর্থ বিভাগ।

৮।	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৯।	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১০।	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

১১।	সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

১২।	সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১৩।	সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

১৪।	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

১৫।	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১৬।	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

১৭।	সচিব, খাদ্য বিভাগ।

১৮।	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

১৯।	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

২০।	ভারপ্রাপ্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

২১।	ভারপ্রাপ্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

স্বাক্ষরিত/-
৩০-০৫-২০১৩
(সাবিহা পারভীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬৪৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

নং-০৪.২১২.০০৬.০১.০০.০০১.২০১১-৮(১) তারিখ ২২ পৌষ ১৪১৮ / ০৫ জানুয়ারি ২০১২

বিষয়ঃ বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলাধীন 'তালতলী' থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১০৬ তম সভায় সরকার বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলাকে বিভক্ত করে ০৭ (সাত)টি ইউনিয়ন যথাঃ (১) পঁচাকোড়ালিয়া, (২) ছোটবগী, (৩)কড়ইবাড়ীয়া, (৪) শারিকখালী, (৫) বড়বগী, (৬) নিশানবাড়ীয়া ও (৭) সোনাকাটা সমন্বয়ে প্রস্তাবিত 'তালতলী' উপজেলা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত উপজেলার বিভিন্ন অফিসের জন্য নিম্নরূপ অফিস সেট-আপ অনুমোদন করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	স্থাপিতব্য অফিসের নাম	জনবল		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ক) সংরক্ষিত (খ) হস্তান্তরিত	১	১৫	১৬
২.	উপজেলা ভূমি অফিস	১	১১	১২
৩.	থানা/পুলিশ স্টেশন	১	২৫	২৬
৪.	উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস	১	৩	৪
৫.	উপজেলা শিক্ষা অফিস	৩	৩	৬
৬.	উপজেলা প্রকৌশল অফিস	১	১৬	১৭
৭.	উপজেলা নির্বাচন অফিস	১	২	৩
৮.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস	১	২	৩
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	১	১	২
১০.	উপজেলা খাদ্য অফিস	১	৩	৪
১১.	উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিস	-	৩	৩
১২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস (হাসপাতালসহ)	১০	৩৭	৪৭
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিস	৩	২৪	২৭
১৪.	উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিস	২	৭	৯
১৫.	উপজেলা মৎস্য অফিস	১	৪	৫

ক্রমিক নং	স্থাপিতব্য অফিসের নাম	জনবল		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১৬.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	২	৮	১০
১৭.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস	১	৭	৮
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	১	১	২
১৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস	২	১	৩
২০.	উপজেলা সমাজ সেবা অফিস	১	৯	১০
২১.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	২	৪	৬
২২.	উপজেলা সমবায় অফিস	১	৩	৪
২৩.	উপজেলা পরিসংখ্যাণ অফিস	১	৩	৪
২৪.	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস	১	৬	৭
	সর্বমোট	৪০	১৯৮	২৩৮

২। উপর্যুক্ত সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ‘তালতলী’ উপজেলা স্থাপনের লক্ষ্যে লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩। ‘তালতলী’ উপজেলার সদর দপ্তর ‘বড়বগী’ মৌজায় স্থাপন করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৫-০১-২০১২
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
যুগ্মসচিব

উপনিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)।

নং- ০৪.২১২.০০৬.০১.০০.০০১.২০১১-৮(২০)

তারিখ ২২ পৌষ ১৪১৮ / ০৫ জানুয়ারি ২০১২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সচিব, অর্থ বিভাগ।

৩। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৪। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

৬। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

৭। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

৮। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

৯। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

১০। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১১। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

১২। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১৩। সচিব, খাদ্য বিভাগ।

১৪। সচিব, মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৫। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১৬। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৭। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ।

১৮। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

১৯। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

২০। ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

স্বাক্ষরিত/-
০৫-০১-২০১২
(আবেদা আক্তার)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬৪৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

নং-০৪.২১২.০০৬.০১.০০.০০১.২০১০-৭৯ তারিখ ২৮ আষাঢ় ১৪১৮ / ১২ জুলাই ২০১১

বিষয়ঃ পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলাকে বিভক্ত করে 'রাঙ্গাবালী' উপজেলা গঠন।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১০৫ তম সভায় সরকার পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলাকে বিভক্ত করে ০৫ (পাঁচ)টি ইউনিয়ন যথাঃ (১) রাঙ্গাবালী, (২) বড় বাইশদিয়া, (৩) ছোট বাইশদিয়া, (৪) চর মোন্তাজ ও (৫) চালিতাবুনিয়া সমন্বয়ে প্রস্তাবিত 'রাঙ্গাবালী' উপজেলা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত উপজেলার বিভিন্ন অফিসের জন্য নিম্নরূপ অফিস সেট-আপ অনুমোদন করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	স্থাপিতব্য অফিসের নাম	জনবল		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ক) সংরক্ষিত (খ) হস্তান্তরিত	১	১৫	১৬
২.	উপজেলা ভূমি অফিস	১	১১	১২
৩.	থানা/পুলিশ স্টেশন	১	২৫	২৬
৪.	উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস	১	৩	৪
৫.	উপজেলা শিক্ষা অফিস	৩	৩	৬
৬.	উপজেলা প্রকৌশল অফিস	১	১৬	১৭
৭.	উপজেলা নির্বাচন অফিস	১	২	৩
৮.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস	১	২	৩
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	১	১	২
১০.	উপজেলা খাদ্য অফিস	১	৩	৪
১১.	উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিস	-	৩	৩
১২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস (হাসপাতালসহ)	১০	৩৭	৪৭
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিস	৩	২৪	২৭
১৪.	উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিস	২	৭	৯
১৫.	উপজেলা মৎস্য অফিস	১	৪	৫

ক্রমিক নং	স্থাপিতব্য অফিসের নাম	জনবল		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১৬.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	২	৮	১০
১৭.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস	১	৭	৮
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	১	১	২
১৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস	২	১	৩
২০.	উপজেলা সমাজ সেবা অফিস	১	৯	১০
২১.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	২	৪	৬
২২.	উপজেলা সমবায় অফিস	১	৩	৪
২৩.	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	১	৩	৪
২৪.	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস	১	৬	৭
	সর্বমোট	৪০	১৯৮	২৩৮

২। উপর্যুক্ত সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ‘রাঙ্গাবালী’ উপজেলা স্থাপনের লক্ষ্যে লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩। ‘রাঙ্গাবালী’ উপজেলার সদর দপ্তর ‘বাহেরচর’ মৌজায় স্থাপন করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
১২-০৭-২০১১
(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

উপনিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)।

নং- ০৪.২১২.০০৬.০১.০০.০০১.২০১০-৭৯(২০)

তারিখ ২৮ আষাঢ় ১৪১৮ / ১২ জুলাই ২০১১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সচিব, অর্থ বিভাগ।

৩। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৪। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

৬। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

৭। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

৮। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

৯। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

১০। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১১। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

১২। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১৩। সচিব, খাদ্য বিভাগ।

১৪। সচিব, মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৫। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১৬। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৭। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ।

১৮। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

১৯। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

২০। ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

স্বাক্ষরিত/-
১২-০৭-২০১১
(আবেদা আক্তার)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬৪৪।

প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ শাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

নং-০৪.০০.০০০০.৭১২.০৪.০০৪.১৫-৫৪

তারিখ ১৭ পৌষ ১৪২২ / ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

পরিপত্র

বিষয়: সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজেদের মধ্যে মামলা পরিহারের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক নির্দেশাবলি।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নম্বর ০৩.০৬৯.০০৪.০২.০০.০১২.২০১৫-২১২, তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪২২/ ১৪ অক্টোবর ২০১৫

বিভিন্ন সময়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজেদের মধ্যে মামলার উদ্ভব হয়। এ সকল মামলার কারণে সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত এবং সরকারি অর্থের অপচয় হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান বিরোধ নিস্পত্তি এবং নিজেদের মধ্যে মামলা পরিহারের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরকার দুটি কমিটি গঠন করেছেন যা নিম্নরূপ:

১। আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিস্পত্তি কমিটি

২। আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিস্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

২। আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিস্পত্তি কমিটি:

(ক) কমিটির গঠন:

১।	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	- আহ্বায়ক
২।	যে সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার বিরোধ-নিস্পত্তি করা প্রয়োজন সে সকল মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তাঁর প্রতিনিধি	- সদস্য
৩।	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	- সদস্য
৪।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (মহাপরিচালক পর্যায়ের)	- সদস্য
৫।	যুগ্মসচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	- সদস্য-সচিব

(খ) কমিটি প্রয়োজনে আরও সদস্য কো-অপ্ট এবং বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করতে পারবে।

(গ) কমিটির কার্যপরিধি:

কমিটি একাধিক প্রতিষ্ঠানের পরস্পরবিরোধী অবস্থানের ক্ষেত্রে আদালতে মামলা না করে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঘ) উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষগণ 'আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিস্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'তে আপিল করতে পারবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৩। আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিস্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি:

(ক) কমিটির গঠন:

(১) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
(২) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	- সদস্য
(৩) মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য

(খ) <u>সহায়তাকারী কর্মকর্তা:</u>

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) মুখ্যসচিব/প্রধানমন্ত্রীর সচিব

(৩) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়

(৪) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ

(৫) সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)-মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(গ) কমিটির সভাপতির নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কোন মামলার পক্ষ হলে এ কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োজিত পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঘ) <u>কমিটির কার্যপরিধি:</u>

'আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি'র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষগণ 'আন্তঃমন্ত্রনালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র নিকট আপিল দায়ের করতে পারবে। মন্ত্রিসভা কমিটি উক্ত আপিল নিষ্পত্তি করবে এবং এই কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 'আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৪। **কর্মপদ্ধতি:**

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মতানৈক্য হলে রাষ্ট্রের নির্বাহী কাঠামোর মধ্যে সমাধান করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে বা অনুরূপ পর্যায়ে দুটি দপ্তরের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানদ্বয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করবে। এ পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে জেলা কিংবা অনুরূপ পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার নিরসন করতে হবে। তাতেও সমাধান সম্ভব না হলে অধিদপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে সভা করে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে। অধিদপ্তর/সংস্থা বিরোধ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হলে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে তা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিরোধ নিষ্পত্তি করতে না পারলে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য 'আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি'তে উপস্থাপন করতে হবে। 'আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি' কর্তৃক কোনো বিদ্যমান বিষয়ের নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে সেটি 'আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'তে প্রেরণ করতে হবে।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত-/

৩১-১২-২০১৫

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

<u>বিতরণ:</u>

১। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব।

-- মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

বাঃসঃমুঃ-২৮৯৬-২০১৬/১৭ কম (সি-১)—৫০০ বই, ২০১৬।